উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,০০০.৭১ (+১৪২.৮৭)
নিফটি : ২৫,০৮৩.৭৫ (+৩৩.২০)

জয়েন্টে জট কাটল না
জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশ নিয়ে জট কাটল না। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ।
» ৮

আজ আসছেন মোদি
শুক্রবার একাধিক মেট্রোপথের উদ্বোধনে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজ্য সফরে উন্নয়নই যে পাখির চোখ, তা বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।
» ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	৩২°
সর্বনিম্ন	২৬°	২৬°	২৬°	২৫°

ফের ইস্টবেঙ্গলের তোপে রেফারি
» ১২

শিলিগুড়ি ৫ ভাদ্র ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 22 August 2025 Friday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 95

বিএ-এমএ পাশ, তবু চা শ্রমিকের কাজ

অনেক পড়াশোনা করে ওঁরা স্নাতক হয়েছেন, কেউবা স্নাতকোত্তর। সম্মানজনক চাকরি খুঁজেছিলেন। জোটেনি। বাধ্য হয়েই বাগানের পাতা তোলার কাজে নিজেদের সঁপে দিয়েছেন ওঁরা। আলিপুরদুয়ার জেলার এক চা বাগানের গল্পই হয়তো উত্তরবঙ্গের প্রতিচ্ছবি।

পেট বড় বালাই

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২১ অগাস্ট : রাত জেগে প্রচুর পড়াশোনা করেছেন। কঠিন সমস্ত বিষয় সহজে আয়ত্ত করেছেন। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর হয়েছেন। কিন্তু পরিশ্রমের সুফল? মেলেনি। যে হাতে চক-ডাস্টার ওঠা বা নানা সমস্যার সমাধানে হাতের যে আঙুলগুলির কম্পিউটারের কিবোর্ডে গতি তোলার কথা ছিল, তাঁরা আজকাল চা বাগানে পাতা তোলা বা কীটনাশক স্প্রে'র মতো কাজে ব্যস্ত। এটা রাজেশ নার্জিনারি, মদন দাসদের মতো অনেকেরই গল্প। ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ার সুপ্রিয়া চা বাগানের ঘটনা। রাজেশরা অবশ্য শুধুমাত্র যে এই বাগানেই রয়েছেন তা নয়, ভালোভাবে খোঁজ করলে ডুয়ার্সের আরও অনেক বাগানে এমন মদনদের এই উপাখ্যানের খোঁজ মিলবে। প্রচুর পড়াশোনা শেষে করায়ত্ত করা সমস্ত সার্টিফিকেট আজকাল বাড়িতে স্রেফ ফাইলবন্দি।

খাউচাঁদপাড়ার বাসিন্দা রাজেশ নার্জিনারির কথায় আসা যাক, '১৯৯১ সালে সুপ্রিয়া চা বাগানটি

সুপ্রিয়া চা বাগানে চা পাতা তোলার কাজে ব্যস্ত শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম।

গড়ে ওঠে। বাবা জমির বিনিময়ে বাগানে পাতা তোলার চাকরি পেয়েছিলেন। অবসরের পর বাবার পরিবর্তে যে চাকরি পাবে, শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হবে বলে তাঁকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল।' রাজেশের ক্ষেত্রে সেই আশ্বাস রাখা হয়নি। 'এমএ পাশ করলাম। অনেক সরকারি দপ্তরে চাকরির আবেদন করেছিলাম। কিছু হয়নি। অন্যদিকে, মালিক বাবাকে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তা রাখেননি। বাবার অবসরের পর এই বাগানে আমি এখন কীটনাশক স্প্রে'র কাজ করছি।' মদন দাসেরও একই গল্প। জমি বাগান কর্তৃপক্ষকে দিয়ে তাঁর বাবাও এখানে চাকরি পেয়েছিলেন। পরিবারের যিনি পরে এই বাগানে চাকরি করবেন, শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী তাঁকেও চাকরি দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সেই আশ্বাস ১০ বছরেও শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। স্নাতক হওয়ার পর মদন বেশ কয়েক জায়গায় আবেদন করেও চাকরি পাননি। শেষপর্যন্ত সুপ্রিয়া চা বাগানে পাতা তোলার কাজ মেলে। সেই কাজ করে দিন শেষে সামান্য যে ক'টা টাকা মেলে তাই দিয়ে তাঁর সংসার চলে। তরুণ হতাশ, 'শুধু আমি একাই নয়, আমার মতো এই বাগানের আরও আটজন একই পরিস্থিতির শিকার।'

সেই দলে বিশ্বজিৎ দাস, কৃষ্ণা দাস, গৌরাঙ্গ দাস, অজয় দাস, অসীম দাস, রাকেশ দাসরা আছেন। সবাই স্নাতক। যত্ন করে সমস্ত পড়াশোনা করলেও আখেরে তা জীবনে কাজে না লাগায় খুবই হতাশ। বিশ্বজিতের কথায়, 'বাবা যখন অবসর নিলেন তখন বাগানে একটা ভালো কাজ জুটবে বলে খুবই আশায় ছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

অবশেষে ৪ অফিসারকে সাসপেন্ড রাজ্যের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : প্রতিশ্রুতি রাখতে পারলেন না মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে শেষপর্যন্ত চারজন অফিসার ও একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সাসপেন্ড করতেই হল রাজ্য সরকারকে। সেই পদক্ষেপ করতে হল কমিশনের দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই। যদিও কমিশনের নির্দেশ পুরোপুরি পালিত হয়নি। সাসপেন্ড করা হলেও ওই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে এফআইআর করা হয়নি। তবে তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য ইতিমধ্যে এই পদক্ষেপের কথা জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছে। তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের না করার সিদ্ধান্ত কমিশন মেনে নেবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত কমিশনের কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, সরকার চিঠিতে ঠিক কী লিখেছে, তা স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কমিশন বিষয়টিকে ক্ষমার চোখে দেখবে কি না, বলা সম্ভব নয়।

চার সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে রাজ্য সরকারের বাধ্যবাধকতা বোঝাতে বৃহস্পতিবার দিনভর দফায় দফায় ডব্লিউবিসিএস অ্যাসোসিয়েশনের কর্তাদের সঙ্গে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা বৈঠক করেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর। ওই বৈঠকেই সাসপেন্ড হলেও এফআইআর না করার সিদ্ধান্ত হয়। এফআইআর করা হলে ওই অফিসারদের অবসরকালীন সুযোগসুবিধা আটকে যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলে এই সিদ্ধান্ত।

এর ফলে সাসপেন্ড হয়ে গেলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর ও পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার দুই নিবন্ধন আধিকারিক (ইআরও) এবং দুই সহকারী নিবন্ধন আধিকারিক (এইআরও)। তাঁদের সাসপেন্ড করে ফৌজদারি ধারায় এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছিল কমিশন। বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশও

সময়ের মধ্যেই কমিশনের নির্দেশ কার্যকর

দিয়েছিল রাজ্যকে। কিন্তু সেসময় ঝাড়গ্রামে জনসভার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, 'আমার সরকারি কর্মচারীদের কোনও শাস্তি হতে দেব না।'

অতিসক্রিয়তার অভিযোগে নির্বাচন কমিশনকে কার্যত কেন্দ্রের 'ক্রীতদাস' বলেও সমালোচনা করেছিলেন তিনি। নাম না করে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র 'হাতের পুতুল' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। পদক্ষেপ না করায় রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে চিঠি দিয়ে তখন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে নির্দেশ কার্যকর করার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু সেই নির্দেশও নবান্ন কার্যকর করেনি।

এরপর দশের পাতায়

চার ঘণ্টা বৈঠক করেও ব্যর্থ তৃণমূল

দলের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : বহু চেষ্টা করেও অনাস্থা ঠেকাতে পারল না তৃণমূল কংগ্রেস। মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দলের টিকিটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে টানা প্রায় চার ঘণ্টা বৈঠক করে কোর কমিটি। ওই বৈঠকে বিধানসভা ভোট সামনে থাকায় সবাইকে মিলেমিশে চলার বার্তা দেওয়া হয়। কিন্তু বৈঠক থেকে ফিরেই বিকেলে উপপ্রধান সহ ১৩ জন সদস্য তাঁদের সই করা অনাস্থার চিঠি মাটিগাড়ার বিডিওর কাছে পেশ করেন। দলের অনেকেই বলছেন, এই ঘটনা কোর কমিটির ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস অনাস্থার চিঠি গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুরু করেছেন।

তৃণমূলের মাটিগাড়া অঞ্চল সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মন বলেন, 'অনাস্থা যাতে না আসে সেইজন্য সবাইকে বুঝিয়েছিলাম। কিন্তু প্রধানের কাজকর্মে দলের জনপ্রতিনিধিরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। বিষয়টি আগেও জেলা নেতৃত্বকে জানিয়েছি। কিন্তু কাজ না হওয়ায় এদিন সদস্যরা অনাস্থার চিঠি জমা দিয়েছেন।' কোর কমিটির সদস্য তথা মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ অবশ্য বলেছেন, 'অনাস্থা আটকানো নিয়ে এদিন কোর কমিটির বৈঠক ছিল না। গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আরও কীভাবে মানুষের জন্য কাজ করা যায় সেটা নিয়েই আলোচনা হয়েছে। সেখানে শুধু মাটিগাড়া-২ নয় আরও চারটি গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিয়েও আলাদাভাবে বসা হয়েছে। অনাস্থার বিষয়ে পার্টি সিদ্ধান্ত নেবে।'

গত ১৫ জুলাই ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটেরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের দখলে থাকা পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে দলেরই ১২ জন সদস্যের সই করা অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়ে। এরপর এক মাস কেটে গেলেও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ। যদিও ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলেছেন, 'পঞ্চায়েত আইন মেনে সমস্ত কিছু করা হচ্ছে।'

মাটিগাড়া-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে গত নির্বাচনে ২৫টি আসনের মধ্যে ২৩টিতে তৃণমূল জয়ী হয়। বাকি দুটি আসন বিজেপির দখলে যায়।

মাটিগাড়ার বিডিওর কাছে অনাস্থার চিঠি দিচ্ছেন পঞ্চায়েত সদস্যরা।

চেষ্টা ব্যর্থ

- দলের টিকিটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে টানা চার ঘণ্টা বৈঠক কোর কমিটির
- বৈঠকে বিধানসভা ভোট সামনে থাকায় সবাইকে মিলেমিশে চলার বার্তা দেওয়া হয়
- বৈঠক থেকে ফিরেই ১৩ জন সদস্যের সই করা অনাস্থার চিঠি বিডিওর কাছে পেশ
- এই গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাব আনার প্রস্তুতি বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল

তৃণমূলের একজন নির্বাচিত সদস্য পরবর্তীতে মারা গিয়েছিলেন। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে অনাস্থা নিয়ে আসার প্রস্তুতি বেশ কয়েকদিন ধরেই চলছিল। এখানকার প্রধান দীপালি ঘোষকে সরাতে উপপ্রধান সহ বেশ কয়েকজন সদস্য একজোট হয়েছিলেন। তাঁরা গোপনে একাধিকবার বৈঠকও করেছেন। সেই খবর ১৮ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। প্রথমে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেছিল। কিন্তু খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই জেলা চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে কোর কমিটির সদস্যরা বিভিন্নভাবে এই পঞ্চায়েতে অনাস্থা আটকানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু পরিস্থিতির বদল না হওয়ায় বৃহস্পতিবার দলের জেলা কার্যালয়ে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের দলের নির্বাচিত সদস্যদের ডেকে বৈঠক করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

পাহাড়ের বুক চিরে।। বৃহস্পতিবার গুলমার কাছে সূত্রধরের তোলা ছবি।

মা আসছেন **৩৭** দিন পর

এডিশন স্পেশাল

কলকাতাতেই বাংলা বলায় হেনস্তা
» আটের পাতায়

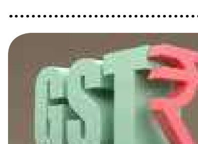

জিএসটি সংস্কারে সায় মন্ত্রীগোষ্ঠীর
» আটের পাতায়

এমজেএন মেডিকেলে দেহদান দীনেশের

শিবশংকর সূত্রধর ও বিশ্বজিৎ সাহা

কোচবিহার ও মাথাভাঙ্গা, ২১ অগাস্ট : আগেই অঙ্গীকার করেছিলেন। সেইমতো বৃহস্পতিবার প্রাক্তন মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার মরদেহ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তুলে দেওয়া হল। সেটি চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে ব্যবহার করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বুধবার মৃত্যুর পর এদিন কলকাতা থেকে তাঁর দেহ জেলায় নিয়ে আসা হয়। প্রথমে মাথাভাঙ্গা ও পরে কোচবিহার শহরের জেলা কার্যালয়ে দলের তরফে শেষশ্রদ্ধা জানানো হয়। এরপর সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া হয় এমজেএন মেডিকেলে। মেডিকেলের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার মণ্ডল বলেন, 'মরণোত্তর দেহদান চিকিৎসাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি মহৎ কাজ। প্রাক্তন মন্ত্রী আগেই সেই অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিবারের সদস্যরা আমাদের হাতে দেহ তুলে দিয়েছেন। আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে তা গ্রহণ করেছি। এর ফলে আমাদের অ্যানাটমি বিভাগের পড়ুয়ারা উপকৃত হবে।'

এদিন কোচবিহারে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা ছিল। কখনও রোদ, কখনও আবার বৃষ্টি। দুপুরের দিকে যখন সিপিএমের জেলা কার্যালয়ে দীনেশ ডাকুয়ার নিথর দেহটি নিয়ে আসা হল তখন চারদিকে ঝকঝকে রোদ। আগে থেকেই সেখানে একে একে ভিড় জমাচ্ছিলেন দলের নেতা-কর্মীরা। প্রয়াত নেতাকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সিপিএমের জেলা সম্পাদক অনন্ত রায়, সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মহানন্দ সাহা, প্রাক্তন সম্পাদক তারিণী রায় সহ নেতৃত্ব। কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ সরকারও এসেছিলেন শ্রদ্ধা জানাতে। অনেকেরই তখন চোখে জল। জেলা কার্যালয় থেকে দেহটি যখন এমজেএন মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয় তখন আকাশের মুখ ভার। বেশকিছুক্ষণ ঝিরিঝিরি বৃষ্টিও হল। অবশ্য সেই বৃষ্টির স্থায়িত্ব বেশিক্ষণ হয়নি। এমজেএন মেডিকেলের তরফে এদিন প্রাক্তন মন্ত্রীর পরিবারের হাতে দেহ গ্রহণের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। ছেলে কৌস্তভ ডাকুয়া বলেন, 'বাবার ইচ্ছে অনুযায়ীই তাঁর দেহ দান করা হল।

এরপর দশের পাতায়

শুধু ক্যাফে নয়, জঙ্গলে বসছে মদের আসরও

টিপুখোলায় খানাপিনার পরিচিত দৃশ্য। -সংবাদচিত্র

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : শুধু নদীর বুকে ক্যাফে নয়, টিপুখোলায় জঙ্গলের মধ্যে হাতির করিডরে অবাধে চলছে মদ্যপানও। অভিযোগ, স্থানীয় কিছু গুমটি থেকে অবাধে বিক্রি হচ্ছে মদ। নেশার সামগ্রী নিয়ে জঙ্গলের আনাচে-কানাচে বসে পড়ছেন অনেকে। মদ খাওয়ার পর সেখানেই ফেলে রাখা হচ্ছে বোতল। কেউ কেউ আবার কাচের বোতলগুলি ভেঙে রেখে আসছে। প্রতিদিনই ওই এলাকায় খাবারের খোঁজে বা জল খেতে হাতি আসে। এভাবে বোতল ফেলে রাখায় বন্যপ্রাণীদের বিপদ হতে পারে। বন্যপ্রাণীরা গুরুতর আহত হতে পারে।

জঙ্গলে অনিয়ম ২

অভিযোগ, সবটাই জানা রয়েছে বন দপ্তরের স্থানীয় রেঞ্জের। কিন্তু কোনও পদক্ষেপ করা হয় না। পুলিশ অভিযানে গেলে স্থানীয় বিক্রেতারা পুলিশকেই ঘিরে ধরে। একে তো জঙ্গলের মধ্যে কোর এলাকায় ক্যাফে, তার ওপর অবাধে গুমটি থেকে মদ বিক্রি হলেও বাগডোগরা রেঞ্জ পদক্ষেপ না করায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডের বক্তব্য, 'আপনি যে বিষয়টি বলেছেন সেটা আমরাও লক্ষ করেছি। আমরা আগেও অভিযান করেছি। আবার স্পেশাল টিম গঠন করে লাগাতার অভিযান হবে।'

> আমরাও লক্ষ করেছি। আমরা আগেও অভিযান করেছি। আবার স্পেশাল টিম গঠন করে লাগাতার অভিযান হবে।
>
> **দেবেশ পান্ডে**
> ডিএফও কার্সিয়াং

বন দপ্তরের কার্সিয়াং ডিভিশনের টিপুখোলা ইকো ট্যুরিজম স্পটে নদীর বুকেই বন দপ্তর একটি ক্যাফে তৈরি করেছে। সেখানে বনবস্তিবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ওই এলাকায় আরও কয়েকটি ছোট ছোট গুমটিতে ফুড স্টল চালানো হয়। সেখানে মোমো, চাউমিন, চা সহ বিভিন্ন ধরনের খাবার বিক্রি হয়। মাঝেমধ্যেই খাবারের গন্ধে এলাকায় হাতি চলে আসে। তাই সব সময় বন দপ্তরের টিম এলাকায় টহল দিতে থাকে। কিন্তু এই গুমটিগুলি থেকে মদও বিক্রি করা হয় বলে অভিযোগ।

বুধবার এলাকা গিয়েও একই ছবি ধরা পড়েছে। গুমটি থেকে মদ নিয়ে গিয়ে জঙ্গলের এক কোণে রান্নাবান্না করে খাওয়াদাওয়া চলছে। সেখানে অবাধে মদ্যপান করা হচ্ছে। পাশেই রয়েছে একটি পাহাড়ি নদী। সেই নদীতেই বাসন ধোওয়া হচ্ছে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

কালিম্পং, ভূতনি বাদ কলকাতার সিলেবাসে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

পাতার পর পাতা উলটে যাই খবরের কাগজের। চোখ রাখি এ চ্যানেল থেকে ও চ্যানেল। তবু যে দুটো খবরের জন্য এত আঁতিপাঁতি করে খোঁজা, তা তো নেই।

নেই তো নেই! এখানে নেই, ওখানে নেই, প্রথম পাতায় নেই, ভেতরের পাতায় নেই! এই চ্যানেলে নেই, ওই চ্যানেলেও নেই!

কলকাতায় আজকাল নিয়মিত গ্রাস করে এই ভয়ংকর সমস্যা। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর থাকেই না বাংলার রাজধানীর অধিকাংশ প্রচারমাধ্যমে।

তিস্তার জলোচ্ছ্বাসে কালিম্পং এবং সিকিম প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল অনেকদিন। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক রাজ্যের সুন্দরতম রাস্তা, বন্ধই থেকে যাচ্ছে প্রায়। বুধবারও ছিল। একের পর এক ধস। তিস্তার জল বাড়লেই বাস, ট্রেকার বন্ধ।

ওদিকে ফুলহর আর গঙ্গার প্লাবনে আবার ভেসে যাচ্ছে ভূতনি। প্রতিবারের মতো বাঁধের ওপর রাত কাটছে হাজার হাজার মানুষের।

তিস্তা ও গঙ্গা, দুই সুন্দরীর ভাঙন বড় ভয়ংকর। সামনে দাঁড়ালে ভুলে যাব প্রকৃতির সৌন্দর্য, গ্রাস করবে হাড়হিম করা ভয়।

এই বিপন্নতা, এই অসহায়তা, এই বিপদের খবর কলকাতায় বসে কেউ টেরই পাবেন না। বাঙালির তিলোত্তমা প্যালেস্তাইন নিয়ে চিন্তিত খুব। আমরা নয়াদিল্লির পথকুকুরদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন এতটাই যে, চোখা চোখা বাক্যে ফাটিয়ে দিতে পারি ফেসবুক। মহারাষ্ট্র ও বিহারের ভোট চুরির তথ্য আমাদের উত্তেজিত করে। বাম শাসিত কেরলে কী করে নেতাজিকে পাঠ্যবইয়ে ভীতু বানিয়ে দেওয়া হয়? আমরা ফেসবুকে বিপ্লব ঘোষণা করি। কিন্তু ঘরের কাছে আমাদেরই রাজ্যের অসহায় মানুষজনের জন্য দাবি তুলতে পারি না সোচ্চারে। কলকাতার মাথাব্যথা নেই। তাই বাকি দক্ষিণবঙ্গেরও।

ভূতনি ও কালিম্পংয়ে ধ্বংসের পদধ্বনি শোনা যায় বারবার।

এরপর দশের পাতায়

শাক্ত মতে পুজো কমছে উত্তরে

কালিকাপুরাণের সঙ্গে দেবিকাপুরাণ পদ্ধতির অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে কোচবিহার রাজপরিবারের পুজোয়। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো আবার কালিকাপুরাণের আদি রীতি মেনে চলে।

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২১ অগাস্ট : কেউ বলেন, কঠিন গুহ্য বা তন্ত্রসাধনার আচারে সময়ের সঙ্গে প্রচার কমেছে। আবার কারও মতে রাজা-জমিদার-সামন্তদের দিন ফুরোনোয় মাছ-মাংসের ভোগ দিয়ে দেবী আরাধনার রীতি কমেছে। বাস্তব যাই হোক না, কেন বাঙালির চিরনতুন দুর্গাপুজোর আমেজ থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে কালিকাপুরাণ। পুরোনো পারিবারিক পুজো বা এক-দুটো ক্ষয়িষ্ণু রাজা বা জমিদারবাড়ির পুজোতেই নিভু নিভু আঁচে টিকে আছে কালিকাপুরাণ মতে 'আমিষ' ভোগের দুর্গাপুজো।

উত্তরবঙ্গে বারোয়ারি থেকে সর্বজনীন সব জায়গাতেই আজকাল দেবিকাপুরাণ মতে দুর্গাপুজোরই চল সবথেকে বেশি। দক্ষিণবঙ্গের একাংশ অসম, ওড়িশার পাশাপাশি ওপার বাংলায় অবশ্য বৃহৎ নন্দীকেশর মতে দুর্গাপুজোর চল বেশি। লোকাচার, কুলাচার এবং দেশাচারের কমবেশি ফারাক হলেও এই দুই পুজো পদ্ধতির তুলনায় কালিকাপুরাণ মতে পুজো নেই বললেই চলে। অনেক ক্ষেত্রে পুজো পদ্ধতিতে কালিকাপুরাণ থাকলেও বলি বা আমিষ ভোগ বাদ দিয়েছেন অনেকেই।

ধূপগুড়ির ভট্টাচার্য পরিবারের কয়েক শতকের পুজোয় কালিকাপুরাণ ভিত্তি হলেও বলি থেকে আমিষ ভোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিবারের এই প্রজন্মের

বিশুদ্ধ কালিকাপুরাণ মতে পূজিতা বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দেবী দুর্গা।

এরপর দশের পাতায়

তিনসুকিয়া ডিভিশনের এসএলআর লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

৩২ বছরের জন্য তিনসুকিয়া ডিভিশনে একক ট্রিপের ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেনের ই-নিলামের মাধ্যমে এসএলআর কম্পার্টমেন্ট লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং.: টিএসকে-এসএলআর-৬৭। বর্ণনা:** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (একক বগি)। **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং ফি। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সকল লট) :** ১০-০৯-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টা।

ক্রম নং.	লট নং/ক্যাটাগরি	দিন
এএ/১	১৫১২৮-এসএলআর-এফ১-এনটিএসকে-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১৭
এএ/২	১৫৮১৬-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫৭৭০-এসএলআর-এফ১-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১৫৭৭০-এসএলআর-এফ২-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৫৮১৪-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-৩ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৬১৪-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	১৫৯৬৮-এসএলআর-এফ২-এলইডিও-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৪
এএ/৮	১৫৭৭০-এসএলআর-আর১-এমএক্সএন-এপিডিজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৯	১৫৬৭০-এসএলআর-এফ১-ডিবিআরজি-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৬৬৬-এসএলআর-আর১-এমএক্সএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১১	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১২	১৫৮১৬-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৩	১৫৯৬৮-এসএলআর-এফ১-এলইডিও-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৩১৪
এএ/১৪	১৫৯০৭-এসএলআর-এফ১-টিএসকে-এনএইচএলএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৫২১
এএ/১৫	১৫৮১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৬	১৫৮১৬-এসএলআর-এফ১-এমজেডএস-আরএনওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৭	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ১-এমএক্সএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৮	১৫৬৬৬-এসএলআর-এফ২-এমএক্সএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১৯	১৫৬১৪-এসএলআর-এফ২-এমজেডএস-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২০	১৫১২৮-এসএলআর-আর১-এনটিএসকে-আরএনওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৪১৬
এএ/২১	১২০৬৮-এসএলআর-এফ১-জেটিটিএন-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৬২৬
এএ/২২	১৫৮১৪-এসএলআর-আর১-এমজেডএস-ডিকেজিএন-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২৩	১৫৬৭০-এসএলআর-এফ২-ডিবিআরজি-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

ই-নিলাম বন্ধের তারিখ এবং সময় : ১০-০৯-২০২৫ তারিখে ১৪:১০ টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ সময় ৩০ মিনিট। পরপর লট বন্ধের ব্যবধান ১০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য :** সম্ভাব্য দরদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম লিজিং মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, তিনসুকিয়া

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সাশ্রয়ী মূল্যের টেলিকম অপারেটর জিও

নিউজ ব্যুরো

২১ অগাস্ট : বর্তমান সময়ে অন্যদের তুলনায় জিও সবচেয়ে সাশ্রয়ী মূল্যের টেলিকম অপারেটর। বিএনপির একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৮ দিনের প্ল্যানের জন্য জিও, এয়ারটেল, ভোডাফোন আইডিয়া এই তিনটি অপারেটরের চার্জ হবে ২৯৯ টাকা।

তবে জিও এখনও প্রতিযোগিতার তুলনায় উচ্চতর ডেটা সুবিধা অফার করছে।

আগের বার্ষিক প্ল্যানের মতো, যেখানে ৩৫৯৯ টাকায় জনপ্রিয় প্ল্যানের সঙ্গে জিও প্রতিদিন ২.৫ জিবি করে দেয় সেখানে এয়ারটেল ও ভোডাফোন আইডিয়া ২ জিবি করে দিনে অফার করে।

বিভিন্ন ট্রেনে এসএলআর লিজে-এর লাইসেন্স প্রদানের জন্য ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন ট্রেনের এসএলআর লিজিং-এর জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **বিবরণ :** এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গল কম্পার্টমেন্ট)। **রেট ইউনিট :** প্রতি ট্রিপ লাইসেন্সিং মাসুল।

নিলাম ক্যাটালগ নং: সি-এপি-পিসিএল-লিজ

এলইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	ট্রিপস/দিন
এএ/১	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/২	১৫৪৬৮-এসএলআর-আর১-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৩	১৫৭৬৮-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৪	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৫	১৫৭৫৩-এসএলআর-আর১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-২ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৬	১৫৭৭৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এনজেপি-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৭	১৫৭৬৮-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৮	১৫৪৬৮-এসএলআর-এফ২-বিএক্সটি-এসজিইউজে-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/৯	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ১-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০
এএ/১০	১৫৭৫৩-এসএলআর-এফ২-এপিডিজে-জিএইচওয়াই-২৫-১ (পার্সেল-এসএলআর)	৭৩০

নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (প্রতিটি লট) : ২৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ২৯-০৮-২০২৫ তারিখের ১৩.০০ ঘণ্টা। উপরের নিলাম বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ই-নিলাম লিজিং মডিউলের অধীনে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

চিকিৎসার খরচ ১৬ কোটি, শিশুকে সাহায্যের আবেদন

অরিন্দম বাগ

মালদা, ২১ অগাস্ট : বয়স মাত্র ৯ মাস। এখনও ঠিক করে বসতে শেখেনি ছোট্ট অংশিকা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, বিরল স্পাইনাল মাসকুলার অ্যাট্রোফি বা এসএমএ টাইপ-১ রোগে আক্রান্ত শিশুটি। পরিবারের দাবি, দিল্লি এইমস থেকে তাদের জানানো হয়েছে, অংশিকার চিকিৎসার জন্য ১৭ লক্ষ মার্কিন ডলার প্রয়োজন, যা ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে ১৪ কোটির টাকারও বেশি। প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা করা হলে, ৯ কোটি টাকায় শুশ্রূষা করা যেতে পারে। শিশুটির বাবা, অনিমেষ মণ্ডল পেশায় একজন শিক্ষক। আদপে সুন্দরবনের কুমিরমারি এলাকার বাসিন্দা। বর্তমানে চাকরি সূত্রে সামসীর মোতিগঞ্জে থাকেন। স্ত্রী বিটপী মণ্ডল গৃহবধূ। সাধারণ সরকারি কর্মচারীর পক্ষে এত টাকা জোগাড় করা যে কতটা দুঃসাধ্য, তা বলা বাহুল্য। বাধ্য হয়ে ৯ মাসের মেয়েকে নিয়ে এখন দরজায় দরজায় ঘুরছেন অসহায় বাবা। ইতিমধ্যে একরত্তির চিকিৎসার জন্য সাহায্যের আবেদন জানিয়ে বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।

বিটপী জানান, 'আমার মেয়ের বয়স যখন ১ মাস ২০ দিন, তখন আমরা লক্ষ করি মেয়ে পা নাড়াচ্ছে না। ধীরে ধীরে হাত নাড়ানোও বন্ধ হয়ে যায়। মেয়েকে নিয়ে চিকিৎসকের কাছে গিয়ে রোগের কথা জানতে পারি। সময়ে চিকিৎসা না হলে এই রোগে আক্রান্ত বাচ্চাদের ২ বছরের বেশি বাঁচিয়ে রাখা যায় না বলে ডাক্তারদের দাবি। চিকিৎসার সামগ্রী আমাদের এখানে হয় না। আমেরিকা থেকে আনাতে হয়।'

বাবা-মায়ের সঙ্গে অংশিকা। -সংবাদচিত্র

অংশিকার জন্য সাহায্যের আবেদন করে ভিডিও বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি জানান, ছোট্ট মেয়েটিকে বাঁচাতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এটা মনুষ্যত্বের লড়াই।

অংশিকাকে সাহায্যের জন্য ৯১২৩০০৮৫০৫ নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

স্থান পরিবর্তন

পূর্ববর্তী স্থান - নক্সালবাড়ী, পশ্চিম বাবুপাড়া, বিদ্যাসাগর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাশে, পিন- ৭৩৪৪২৯। বর্তমান স্থান- নক্সালবাড়ী, পূর্ব বাবুপাড়া, নক্সালবাড়ী ইন্ডিয়া পোস্ট অফিস-এর বিপরীতে। গ্রাম+পোস্ট- নক্সালবাড়ী, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪৪২৯, যোগাযোগ নং- 7363045564. (C/117868)

বিক্রয়

আমি মিনতি মুদি, পিতা ভোগলা মুদি, সাং- শান্তিপুর উপসাকর্মা, পোঃ- সাহাপুর, মালদা জেলার গাজোল থানার অন্তর্গত কুতুবশহর মৌজায় ৮৮.৭৫ শতক জমি বিক্রয় করিব। যদি কেউ জমিটি কিনতে চান তাহলে, ৯৭৭৫৮০৮৬৭৬ এই নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। জমির বিবরণ নিম্নে বর্ণিত করা হইল। জমির বিবরণ : ব্লক- গাজোল, মৌজা- কুতুবশহর, জে.এল নং- ৩২, খতিয়ান নং- ২৮৬৯, ২৮৭১, ২৮৭০, ২৮৭২ এবং ২৮৬৮, প্লট নং- ১৬৪৪ এবং ১৬৮৮, পরিমাণ- (৩২.৭৫+৫৬) শতক= ৮৮.৭৫ শতক। (C/117874)

কর্মখালি

Wanted Sales Officers for Cattle medicines, Bike and rural knowledge, mustinfohipl6@gmail.com 8279551525. (K)

•

Wanted an A/T in maternity leave vacancy upto 08.12.2025. Qualification B.Sc in P.Sc. B.Ed. (Female-UP-PH) Apply to the Secretary, Bhutanirghat Girls High School (H.S), P.O- Bhutanirghat, P.S- Falakata, W.B- 735211 within 07 days with testimonials. (B/S)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৪৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৯৯৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৫০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১১৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১১৩৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

On 21.08.2025 before Notary Public, Jalpaiguri I declared that Gayatri Ray and Gayatri Ray (Dey) is same and one identical person. (C/117448)

•

On 16/05/2025 before EM Court Jalpaiguri by affidavit I declared that Rupsha Sarkar Ghosh and Rupsha Sarkar is same and one identical person. (C/117450)

•

On 03-07-24 before J.M. 1st class court, Jalpaiguri I declared that my daughter's name Vipassana Upadhyay and Vipassana Lama is same and one identical person. (C/117449)

•

আমার পুত্রের জন্ম সংশাপত্রে ভুল নাম থাকায় গত 20-08-2025 তারিখে J.M 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক নাম Md Kausar Alam হবে। Md Kausar Alam এবং Kausar Alam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। Md Amiruddin বারঘড়িয়া, ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি। (C/117446)

•

আমি রহিমা বিবি, স্বামী মৃত মোঃ কালু, ঠিকানা : ওয়ার্ড নং ০৮, মেখলীগঞ্জ, থানা : মেখলীগঞ্জ, জেলা কোচবিহার। আমার নাম আধার কার্ডে ভুল থাকায় ০৮.০৮.২০২৫ তারিখে মেখলীগঞ্জ সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে, অ্যাফিডেভিট বলে মোঃ কালু, স্বামী মোঃ কালু এবং রহিমা বিবি, স্বামী মৃত মোঃ কালু, এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি নামে পরিচিত হলাম। (C/117873)

•

ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB63 1999 0924465 আমার এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 19-08-25, J.M. 1st Court সদর, কোচবিহার অ্যাফিডিভিট বলে আমি Altap Hossain এবং Altaf Hossain বাবা Shaokat Ali Ahamed এবং Shawrat Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। পশ্চিম ঘুঘুমারি, টাপুরহাট, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/117163)

•

আমি Mojahar Hossain আমার ছেলে Md Ariful Islam এর মাধ্যমিক সার্টিফিকেট ও রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট অ্যাডমিট ও মার্কশিটে আমার নাম ভুল থাকায় গত 24/1/2020 তে প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Md Mojahar Sk থেকে Mojahar Hossain করা হল যা উভয় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117869)

•

আমার ভোটার কার্ড নং UHI 1853118 এবং জন্ম শংসাপত্র Regn No 7590, dt 23-8-1996 পিতার নাম ভুল থাকায় গত 18-8-25, J.M. 1st Court সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার পিতা Md. Abdur Razzaque এবং Md. Abdur Rajjak এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। Mijanur Rahaman, কালারায়ের-কুঠি, পাতলাখাওয়া ,পুণ্ডিবাড়ি, কোচবিহার। (C/117164)

•

I Mohd Rashid, Vill- Malcha, P.O.- Galimpur, P.S.- Chanchal, Dt- Malda declared at EM Chanchal Court by affidavit No. 9817 dt 4.08.25 my name has been wrongly recorded an Mohd Rashid, Mohd Saidul in my son's namely (Md Hydar) Birth Certificate Reg. No.- B/2023/962465. That Mohd Rashid & Mohd Rashid Mohd Saidul is the same and identical person. (S/T)

অ্যাফিডেভিট

আমি Hapijul Hoque, S/o Nurul Hoque 18.8.25 COB. Judicial Magistrate, 1st Court -এ অ্যাফিডেভিট করে Hapijul Haque, S/O Nurul Haque হলাম। (C/A)

•

২১/০৮/২০২৫-এ আলিপুরদুয়ার নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করলাম এবং আমি Avdesh Kumar Meena থেকে Amir Ansari নামে পরিচিত হলাম। (C/117062)

•

আমি Liliya Yadab আমার LIC পলিসি Deed No- 456320900, আমার নাম ভুল থাকায় গত 17/06/2025 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Lila Ghosh থেকে Liliya Yadab করা হলো যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/117875)

•

আমি, Mahendra Barman আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে, আমার জন্ম তারিখ এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 15/09/22 তারিখে শিলিগুড়ি 1st ক্লাস 4th কোর্টে J.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, (বাবা) R.S Barman থেকে Harikishor Barman নামে পরিচিত হল। উভয় একই ব্যক্তি/ এবং আমার সঠিক জন্ম তারিখ, হল 19/02/1973. (C/117870)

•

আমি Hav Sri Gopal Bahadur Sunwar No- 10373961A Rank, আমার Discharge Certificate DSC Service-এ Youraj Sunwar আমার ছেলে কিন্তু ভুল করে মেয়ে করা আছে, ও আমার ঠিকানা বুড়িবালাসন, বাগডোগড়া, দার্জিলিং করা আছে। গত 16/08/25 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিক দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে সঠিক ঠিকানা Ashok Nagar, Post & PS Bagdogra, Dist Darjeeling, Pin No. 734014 ও আমার ছেলে Youraj Sunwar Daughter এর জায়গায় Son করা হইল। (C/117871)

•

I, Bojh Kumar Chetry, R/o Vill: Amarpur, PO: Kumargramduar, PS: Kumargram, Dist: Alipurduar, WB- 736203. My name is wrongly recorded as Kamal Chhetri in place of Bojh Kumar Chetry in my voter card, vide no: IKL2520310. Hence by affidavit on 08.05.2025 st Alipurduar Ld. E.M court, it has been declared that Bojh Kumar Chetry & Kamal Chhetri is the same and one identical person. (C/117061)

CINEMA সিনেমা

Now showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
ধূমকেতু
শ্রেঃ দেব, শুভশ্রী
Time : 12.30, 3.30, 6.30 P.M
A.C. / Dolby Digital

Now showing at
BISWADEEP
COOLIE
Time : 1.15, 7.15 P.M (2 Shows)
ধূমকেতু
শ্রেঃ দেব, শুভশ্রী
Time : 4.15 P.M.

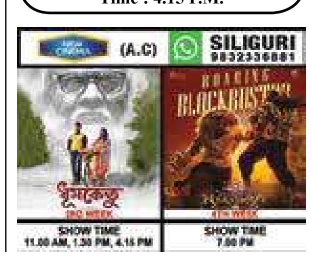

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৭৯, তারিখঃ ১৯.০৮.২০২৫। কাজের নামঃ** (১) মালদা টাউনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ– মালদা টাউনে ৪ ইউনিট টাইপ-IV কোয়ার্টার নির্মাণ। (২) মালদা টাউনের সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক কাজ– মালদায় সেন্ট্রাল স্টোর-এর সংস্থান। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৩৯,৫৩,৫৩৭.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৭৯,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ** ২৬.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ০৯.০৯.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-151/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিইই (জি)/পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, পোস্টঃ ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) খ্যাতনামা, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নংঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৮১, তারিখঃ ১৯.০৮.২০২৫। কাজের নামঃ** তিন (০৩) বছরের জন্য ডিভিসনাল রেলওয়ে হসপিটাল, মালদায় ২০ জনের ক্ষমতাসম্পন্ন ১টি লিফট (জি+১) (নির্মাতা-থাইসেনক্রুপ)-এর বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ সূচি ও ব্রেকডাউন চুক্তি। **টেন্ডার মূল্যমান :** ৪,৬৫,১৬৫.৪৪ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ৯,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ ও সময়ঃ** ২৭.০৮.২০২৫ তারিখ থেকে ১০.০৯.২০২৫-এ বেলা ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ডঃ** www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/মালদা-র অফিস। টেন্ডারদাতাদের www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে প্রদত্ত বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথি দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই ম্যানুয়াল প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না। (MLD-149/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসা সংক্রান্ত ভালো খবর পেতে পারেন। অহেতুক বিবাদের কারণে কর্মক্ষেত্রে অশান্তি। প্রেমে শুভ। বৃষ : আপনার অসংযমী কথাবার্তার কারণে সংসারে অশান্তি হতে পারে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় ব্যয় বাড়বে। মিথুন : লটারিতে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। পুরোনো কোনও সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হতে পারে। সন্ধের পর বাড়িতে অতিথির আগমন। কর্কট : সম্পদ কেনাবেচায় যুক্তদের দিন ভালো যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। সিংহ : আর্থিক সমস্যা মেটাতে গিয়ে ধার করতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা দুপুরের পর ভালো খবর পেতে পারেন। কন্যা : পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ বাড়বে। ব্যবসায় নতুন বিনিয়োগে খুব একটা আশা না করাই ভালো। তুলা : বন্ধুর পরামর্শে দীর্ঘদিনের আটকে থাকা কোনও কাজ ফের চালু করতে পারবেন। চোখের ভোগান্তি বাড়বে। বৃশ্চিক : অন্যের কোনও উপকারে লাগতে পেরে ধন্য হবেন। কর্মক্ষেত্রে বদলির খবর পেতে পারেন। ধনু : বাড়ির কোনও গুরুজনের শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় ভালো সুযোগ পেতে পারেন। মকর : নতুন প্রেমের ইঙ্গিত। বিপদে কোনও বন্ধুর পাশে দাঁড়াতে পারবেন। পেটের অসুখে ভোগান্তি বাড়বে। কুম্ভ : শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। পরিবারে সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় থাকবে। মীন : জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। স্ত্রীর সাহায্যে কোনও বিপদ থেকে উদ্ধার। আর্থিক শুভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ ভাদ্র, ১৪৩২, ভাঃ ৩১ শ্রাবণ, ২২ অগাস্ট ২০২৫, ৫ ভাদ, সংবৎ ১৪ ভাদ্রপদ বদি, ২৭ শফর। সূঃ উঃ ৫।১৮, অঃ ৬।৩। শুক্রবার, চতুর্দ্দশী দিবা ১১।৫৫। অশ্লেষানক্ষত্র রাত্রি ১।১৯। বরীয়ানযোগ অপরাহ্ণ ৪।৪১। শকুনিকরণ দিবা ১১।৫৫ গতে চতুষ্পাদকরণ রাত্রি ১১।৩৯ গতে নাগকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, রাত্রি ১।১৯ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১১।৫৫ গতে ঈশানে। বারবেলাদি ৮।২৯ গতে ১১।৪০ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।৫২ গতে ১০।১৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দ্দশীর একোদ্দিষ্ট এবং অমাবস্যার সপিণ্ডন। দিবা ১১।৫৫ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমাবস্যার নিশিপালন। সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৩ মধ্যে ও ৭।৫২ গতে ১০।১৯ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।২৩ মধ্যে ও ৪।০ গতে ৬।৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১২ গতে ৮।৪৭ মধ্যে ও ৩।৪ গতে ৩।৫১ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ১০।২১ গতে ১১।৮ মধ্যে ও ৩।৫১ গতে ৫।১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আইনকে কাঁচকলা, পাব চলছে আপন মনে

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : লাইসেন্সের বালাই নেই। সরকারি আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার একটি শপিং মলে থাকা পাবে অবাধে চলছে হইহুল্লোড়, নাচা-গানা। কিন্তু পাবে নাচগান চালানোর জন্যে অর্থাৎ আবগারির ভাষায় মিউজিক বাজাতে হলে ২৩৯ লাইসেন্স দরকার। আবগারি দপ্তরের রেকমেন্ডেশনে এই লাইসেন্সে ছাড়পত্র দেয় জেলা শাসকের দপ্তর। কিন্তু তার আগে স্থানীয় পুলিশের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট (এনওসি) প্রয়োজন। এনওসি পেলে তবেই জেলা শাসকের দপ্তর থেকে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। অভিযোগ, মাটিগাড়ার সিটি সেন্টারে থাকা সবচাইতে বড় পাব এই লাইসেন্স ছাড়াই অবাধে নাচ-গান চালাচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন এবং আবগারির সঙ্গে রফা করেই পাবে রাত ২টো থেকে ৩টে পর্যন্ত গান বাজানো হচ্ছে বলে অভিযোগ।

গ্রাহক টানতে বাইরে থেকে নিয়ে আসা হচ্ছে আর্টিস্টদের। অভিযোগ, এখানেও হাত রয়েছে 'মজুমদার' নামে এক ব্যক্তির। ওই ব্যক্তির মদতেই পাবের মালিক অবাধে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন। এই মজুমদারই এখন ওই পাবের সমস্ত কাজ দেখাশোনা করছেন। অভিযুক্ত এর আগে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন। যদিও রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে থানা থেকেই জামিন পেয়ে যান তিনি। শোনা যায়, শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে পরিচিতি রয়েছে বলে পাবের মালিকদের অভয় দিয়েছিলেন এই মজুমদারই। এই অভিযোগেই শিলিগুড়ি পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি) তাঁকে গ্রেপ্তার করে মাটিগাড়া থানার হাতে তুলে দিয়েছিল।

বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পশ্চিম) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'আবগারির কাজ আবগারি করবে। আমাদের অভিযান আমরা করব। পুলিশ পুলিশের কাজটা করবে।' দার্জিলিংয়ের আবগারি সুপার প্রবীণ থাপা ফোন না ধরায় কোনও বক্তব্য মেলেনি। পাবের মালিক কিরথ সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার এই শপিং মলে একাধিক পাব রয়েছে। অধিকাংশের বিরুদ্ধেই কখনও বেশি সময় খোলা রাখা, কখনও বাউন্সারদের ঝামেলায় জড়ানো সহ একাধিক অভিযোগ উঠেছে। ওই পাবগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড় পাবের বিরুদ্ধে একাধিক নিয়মভঙ্গের অভিযোগ রয়েছে। কখনও নির্দিষ্ট সময় পরেও পাব খুলে রাখা তো আবার কখনও বাউন্সারদের সঙ্গে গ্রাহকদের ঝামেলা। একাধিকবার আইন ভাঙায় মামলাও হয়েছে, জরিমানাও হয়েছে। মাটিগাড়া থানার পুলিশই একাধিকবার অভিযান চালিয়ে ওই পাবের বিরুদ্ধে আবগারি দপ্তর এবং জেলা শাসকের দপ্তরে রিপোর্ট দিয়েছে। এরপরেই মামলা রুজু করে ২৩৯ লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়া হয়েছিল ওই পাবের। ওই লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর এখন শুধু হিসেব মতো লিকার এবং খাবার বিক্রি করতে পারে ওই পাব কর্তৃপক্ষ। কিন্তু অবাধে সেখানে নাচাগানাও চলছে বলে অভিযোগ। কার মদতে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অবাধে মিউজিক বাজানো হচ্ছে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে।

স্থানীয় বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের কথায়, 'শাসকদলের নেতা ও পুলিশের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। পুলিশকে সতর্ক হতে বলব। আমাদের সরকার আসলে সকলকে টাইট দেওয়া হবে।'

> আবগারির কাজ আবগারি করবে। আমাদের অভিযান আমরা করব। পুলিশ পুলিশের কাজটা করবে।
>
> **বিশ্বচাঁদ ঠাকুর,** *ডেপুটি কমিশনার (পশ্চিম), মেট্রোপলিটান পুলিশ*

ভারতে বসবাস করা বাংলাদেশি ধৃত

খড়িবাড়ি, ২১ অগাস্ট : ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও ভারতে বসবাস। অবশেষে এসএসবির জালে বাংলাদেশি নাগরিক। এসএসবি জানিয়েছে, ধৃতের নাম লঙ্কেশ্বরচন্দ্র রায়। তিনি বাংলাদেশের লালমণিরহাটের বাসিন্দা। গত বছর অগাস্ট মাসে ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন। তবে ভিসার মেয়াদ গত বছরের ২০ নভেম্বর শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি ভারতে বসবাস করতে থাকেন। বিষয়টি সামনে আসতেই ফরেন রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসের (এফআরআরও) নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মোতায়েন এসএসবির ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বুধবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ ওই বাংলাদেশিকে আটক করেন। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, পানিট্যাঙ্কি সীমান্তের গৌড়সিংজোত গ্রামে রাতে ওই বাংলাদেশি নাগরিককে ইতস্ততভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে এসএসবি জওয়ানদের সন্দেহ হয়। এরপর তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর ওই ব্যক্তিকে আটক করে এসএসবি ক্যাম্পে আনা হয়।

ধৃতের কাছ থেকে বাংলাদেশের নাগরিক পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ও মেয়াদ উত্তীর্ণ ভিসা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদের পর বুধবার গভীর রাতে ধৃতকে খড়িবাড়ি পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, ধৃতের বিরুদ্ধে ১৪এ ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

নির্মাণকাজ নিয়ে রাস্তা অবরোধ

ফাঁসিদেওয়া, ২১ অগাস্ট : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের বিটলাগছ এলাকায় যাতায়াতের রাস্তা আটকে নির্মাণকাজ চলছে। পশ্চিম নীতবাজার, বিটলাগছ, বলাইগছ, বড় ও ছোট ফাটামারি সহ ১৫টি গ্রামের বাসিন্দারা ওই রাস্তা ব্যবহার করেন। কৃষিপ্রধান এলাকা হওয়ায় উৎপাদিত ফসল এ পথে বাজারে যায়। সেই রাস্তা আটকেই গ্রামের সাতজন বাসিন্দা ঘর তৈরি করছিলেন বলে অভিযোগ। এনিয়ে বাসিন্দারা ফাঁসিদেওয়া থানা, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, চটহাট বাঁশগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত ও ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতিতে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিলেন। তবে কোনও সমাধান না হওয়ায় বৃহস্পতিবার রাস্তা বাঁশ বেঁধে আটকে দেওয়া হয়। পরে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা পরেশ দাস বলেন, 'আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু তাতে কোনও সমাধান না পেয়ে পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছি। যাতায়াতের রাস্তা ছেড়ে নির্মাণকাজ হোক।' তবে অভিযুক্ত নির্মাণকারীদের দাবি, তাঁরা রাস্তার জন্য জমি ছেড়ে খতিয়ানভুক্ত জমিতেই কাজ করাচ্ছিলেন। অভিযুক্ত বাসিন্দা উত্তমকুমার গুপ্তার কথায়, 'গ্রামের কিছু লোক কাজ করানোর জন্য টাকা চেয়েছিল। সেই টাকা না দেওয়ায় কাজ আটকানো হচ্ছে।'

দুর্ঘটনা

খড়িবাড়ি, ২১ অগাস্ট : বাংলা-বিহার সীমান্তের খড়িবাড়িতে ছোট চারচাকার গাড়ির ধাক্কায় এক টোটোচালক গুরুতর জখম হলেন। বৃহস্পতিবার সকালে খড়িবাড়ি বাঞ্ছাভিটা এলাকায় বাগডোগরা-গলগলিয়া ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে। যোগেশ বর্মন নামে ওই ব্যক্তি খড়িবাড়ি পশ্চিম পাটারামজোতের বাসিন্দা।

সব খেলার সেরা

বিকেলে ফুটবলে মজেছে খুদেরা। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

সংক্রমণ আরও তিন গ্রামে

রণজিৎ ঘোষ ও রামপ্রসাদ মোদক

শিলিগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২১ অগাস্ট : ল্যাপ্টোস্পাইরা ও হেপাটাইটিস-এ ছড়িয়েছে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরও তিনটি গ্রাম নবগ্রাম, সাহেবপাড়া, নারায়ণজোতে। ফলে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি গ্রামে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। নতুন তিনটি গ্রামে অন্তত চারজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন দিনদুয়েক আগে। ইতিমধ্যেই তাঁদের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে।

এদিকে মেডিকেল সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার ল্যাপ্টোস্পাইরা নমুনা পরীক্ষায় কোনও রোগীর পজিটিভ রিপোর্ট আসেনি। সরকারি সূত্রের খবর, এদিন রাজগঞ্জ ব্লকের বিভিন্ন এলাকার প্রায় ১০০ জনের রক্তের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে এই রোগের উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীদেরও রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছিল। সবার পরীক্ষার রিপোর্টই নেগেটিভ এসেছে।

২০ অগাস্ট সংগৃহীত রক্তের নমুনা বৃহস্পতিবার পরীক্ষা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন এলাকা থেকে যে নমুনাগুলি আসবে সেগুলি শুক্রবার পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'মেডিকেলে চিকিৎসাধীন সাতজন রোগী ভালো রয়েছেন।'

> **নতুন আক্রান্ত**
>
> ■ ল্যাপ্টোস্পাইরা ও হেপাটাইটিস-এ ছড়িয়েছে সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আরও তিনটি গ্রামে
>
> ■ ফলে মোট ১৫টি গ্রামে সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল।
>
> ■ চারজন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে ভর্তি রয়েছেন
>
> ■ তাঁদের প্রত্যেকের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে

এদিনও রাজগঞ্জের কুতাবগছের কালীতলা এবং চেকরমারি স্বাস্থ্য শিবিরে জ্বর নিয়ে ৬০ জন এসেছেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। চেকরমারি স্বাস্থ্য শিবির থেকে বৃহস্পতিবার একজনকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে এবং অপর একজনকে রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার ল্যাপ্টোস্পাইরা এবং হেপাটাইটিস-এ'র উপসর্গ নিয়ে দুজন ভর্তি হয়েছেন। অন্যদিকে এই হাসপাতাল থেকে পাঁচজন রোগীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হওয়ায় তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে ২০ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছেন। বুধবার ৪০ জন রোগীর রক্তের নমুনা পরীক্ষার জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ৩৯ জনের রক্ত পরীক্ষার ফল নেগেটিভ এসেছে। একজনের স্ক্রাব টাইফাস ধরা পড়েছে।

এদিকে ব্যাংক সহ অন্য অর্থ লগ্নি সংস্থা ও গাড়ি সংস্থাগুলির কাছে সিপিএম আবেদন জানিয়েছে, তারা যেন ল্যাপ্টোস্পাইরা ও হেপাটাইটিস-এ আক্রান্ত গ্রাম চেকরমারি, পেল্কুগছ, গিরামগছ এলাকার গ্রাহকদের কিস্তির টাকার আদায়ে কিছুদিন বিরত থাকেন। বৃহস্পতিবার সিপিএমের একটি প্রতিনিধিদল রাজগঞ্জ ও জলপাইগুড়িতে একটি ব্যাংকের ব্রাঞ্চে গিয়ে লিখিতভাবে এই আবেদন জানায়।

প্রেমের টানে বিপাকে কিশোর

চোপড়া, ২১ অগাস্ট : রায়গঞ্জ থেকে চোপড়ায় নাবালিকা প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে এসে বিপাকে এক কিশোর। তার সঙ্গে থাকা তিন বন্ধুকে আটক করে মারধর করেন গ্রামবাসীরা। পরে দুই পরিবার আলোচনার মাধ্যমে বিষয়টি মিটিয়ে নেয়। পুলিশে অভিযোগ দায়ের হয়নি।

কয়েক মাস আগে একটি অনুষ্ঠানে চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকার সঙ্গে রায়গঞ্জের বছর সতেরোর এক কিশোরের আলাপ হয়। পরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মোবাইলে একে অপরের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রেখে চলত। মঙ্গলবার মেয়েটি রায়গঞ্জে ওই কিশোরের বাড়িতে যায়। বুধবার পরিবারের সদস্যরা তাকে ফিরিয়ে আনেন।

বৃহস্পতিবার আবার তিন বন্ধুকে নিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যায় ওই কিশোর। গ্রামে অপরিচিত ছেলেদের ঘুরতে দেখে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। সুযোগ বুঝে ওই কিশোর পালিয়ে গেলেও বাকি তিনজনকে স্থানীয়রা ধরে ফেলেন। এরপর তারা গোটা বিষয় স্বীকার করে।

মালদা টাউন ও দীঘার মধ্যে পূজা স্পেশাল ট্রেন

আসন্ন পূজা, দিওয়ালি ও ছট উপলক্ষ্যে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, ০৩৪৬৫/০৩৪৬৬ মালদা টাউন-দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ এবং গঠন অনুযায়ী চলাচল করবে ঃ-

মালদা টাউন-দীঘা স্পেশাল			০৩৪৬৫ ০৩৪৬৬	দীঘা-মালদা টাউন স্পেশাল		
দিন	পৌঃ	ছাঃ	স্টেশন	পৌঃ	ছাঃ	দিন
শনিবার	--	১৩.১০	মালদা টাউন	০৯.২০	--	রবিবার
	১৫.১৫	১৫.২০	রামপুরহাট জং.	০৬.২২	০৬.২৭	
	১৬.০৬	১৬.০৮	বোলপুর (শান্তিনিকেতন)	০৫.৩৩	০৫.৩৫	
	১৭.১১	১৭.১৬	বর্দ্ধমান জং.	০৪.৩৫	০৪.৪০	
	১৯.৫০	১৯.৫৫	আন্দুল	০২.২৫	০২.৩০	
	২৩.০০	--	দীঘা	--	২৩.৪০	শনিবার

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নিউ ফারাক্কা জং., পাকুড়, সাঁইথিয়া জং., ডানকুনি, মেচেদা, তমলুক এবং কাঁথি স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন ঃ মালদা টাউন থেকে ০৩৪৬৫ এবং দীঘা থেকে ০৩৪৬৬** - ২৭.০৯, ০৪.১০, ১১.১০, ১৮.১০, ২৫.১০, ০১.১১, ০৮.১১, ১৫.১১, ২২.১১ এবং ২৯.১১.২০২৫ তারিখ (শনিবার) = ১০ ট্রিপ। **গঠন ঃ** এসি ৩ টিয়ার -০১, স্লিপার ক্লাস - ০৪, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস)-০৭, এসএলআরডি - ০২ = ১৪ কোচ। **ক্যাটেগরি ঃ** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চুরির কিনারা অধরা

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও চুরির কিনারা অধরা। ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের গেটবাজারের আলু গুদাম এলাকায় চুরির ঘটনায় টাকার পরিমাণ বেশি নয় ঠিকই, কিন্তু চুরির পদ্ধতিতে দুশ্চিন্তা বাড়ছে।

বুধবার ভোররাতে দীপক মণ্ডলের বাড়িতে চুরির ঘটনায় চেতনানাশক স্প্রে ব্যবহার করা হয়েছিল বলে অনেকের বক্তব্য। যা গুরুত্ব পায় দীপক সহ তাঁর ৮ আত্মীয়কে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধারের পর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। যদিও বৃহস্পতিবার প্রত্যেকেই বাড়ি ফিরেছেন। তবে চেতনানাশক স্প্রে তত্ত্ব মানতে নারাজ পুলিশের একটি অংশ।

তাদের বক্তব্য, চেতনানাশক স্প্রে করা হলে গন্ধ থাকত। কিন্তু দীপকের বাড়িতে তেমন কোনও গন্ধ ছিল না। পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার দুইদিন আগে বাড়ির কয়েকজন সদস্যদের পেটের সমস্যা ও বমির উপসর্গ ছিল। পরিবারের সদস্যদের দুইদিন ধরে কী কারণে পেটের সমস্যা ছিল, দুষ্কৃতীরা সব ঘরের দরজা ভাঙলেও কেন দীপক ও তাঁর স্ত্রী যে ঘরে ঘুমিয়েছিলেন, সেখানকার আলমারিতে সোনার অলংকার থাকার পরেও তা খুলল না, খতিয়ে দেখতে চাইছে পুলিশ।

দীপকের বক্তব্য, 'এলাকায় নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্য রয়েছে। যে কারণে সকলেই আতঙ্কিত।' এলাকায় রেলের একাধিক কোয়ার্টার রয়েছে। কোয়ার্টারের আবাসিকরা চুরির ঘটনা নিয়ে উদ্বিগ্ন। পুলিশের নজরদারি বৃদ্ধির দাবি করেছেন তুষার কুমার, বিপিন রাওদের মতো রেলের কর্মীরা। অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় দীপকের হাতে তাঁর দোকানের চাবি তুলে দিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জমি প্রতারণায় গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : ভাইয়ের ওপর বিশ্বাস করে বিপত্তি। দাদাকে না জানিয়েই ১৮ কাঠা জমি বিক্রি করে লক্ষাধিক টাকা পকেটে পুড়ল ভাই। শেষমেশ ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন দাদা। দীর্ঘ সময় ধরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর বুধবার রাতে বাড়ি আসতেই গ্রেপ্তার করা হল সেই প্রতারক ভাইকে। ধৃত ভাইয়ের নাম শংকর ওরাওঁ। ধৃত শংকরকে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

প্রতারিত ওই দাদার নাম শিবু ওরাওঁ। শিবুর বাড়ি পুরনিগমের ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লিতে। তাঁর কথায়, 'উত্তরপলাশে ১৮ কাঠা জমি থাকলেও অসুস্থতার কারণে সেখানে যেতে পারতাম না আমি। দক্ষিণপলাশে ভাই শংকর ওরাওঁ থাকায় তাঁকেই বলেছিলাম জমিটি দেখাশোনা করার জন্য। ২০১৬ সালে ওই জমি দেখাশোনার জন্য 'পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি'-ও শংকরকে দিয়ে দিই আমি।'

তবে হঠাৎ করেই শিবুর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয় শংকর। কোথায় গেল শংকর, খোঁজ নিতে গিয়ে উত্তরপলাশের সেই ১৮ কাঠা জমির কাছে পৌঁছে আশপাশের বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে শিবুর। শিবু জানতে পারে, ওই জমি নাকি শংকর বিক্রি করে দিয়েছে। এরপর বাগডোগরার এডিএসআর অফিসে যেতেই অবাক হয়ে যান শিবু।

শিবুর অভিযোগ, 'অফিস থেকে জানতে পারি, জমি দেখাশোনার সুযোগ নিয়ে ২০২১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত, ওই জমিটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে বিক্রি করে দেয় শংকর।' এমনকি একটি ভাগ, তাঁর স্ত্রী সিগ্নি ওরাওঁকে বিক্রি করে দেয় সে। এরপর গত জুন মাসের ২২ তারিখ প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করতেই পালিয়ে যায় শংকর। শেষমেশ বুধবার রাতে দক্ষিণপলাশের বাড়িতে আসে সে। সেই খবর যায় পুলিশের কাছে। এরপর প্রধাননগর থানার পুলিশের একটি দল এসে শংকরকে গ্রেপ্তার করে। শিবুর বক্তব্য, 'ভাই আমার সঙ্গে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে, ভাবতে পারিনি!'

> জমি দেখাশোনার সুযোগ নিয়ে ২০২১ থেকে ২০২২ পর্যন্ত, ওই জমিটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করে বিক্রি করে দেয় শংকর।
>
> **শিবু ওরাওঁ** *অভিযোগকারী*

বেড ৫০, রোগী ১০০ পার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ অগাস্ট : আরও একবার প্রকাশ্যে সরকারি হাসপাতালের অব্যবস্থার ছবি। বেডের তুলনায় দ্বিগুণ রোগী ভর্তি হওয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে মেঝেতে। এমনকি সেলাইন ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে ইলেক্ট্রিক বোর্ড বা জানলার গ্রিলে। বৃহস্পতিবার এমনই ছবি দেখা গেল নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে। ৫০টি শয্যা থাকলেও সেখানে ভর্তি রয়েছেন ১০০-র বেশি রোগী। এদিকে, প্রয়োজনের তুলনায় চিকিৎসক কম থাকায় সমস্যা আরও বাড়ছে। এই অবস্থায় বিএমওএইচয়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন হাসপাতালের বাকি চিকিৎসকরা।

নকশালবাড়ি ছাড়াও পানিঘাটা, দুধিয়া, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি ব্লক থেকেও রোগীরা এই হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন। ফলে প্রায়শই ভিড় থাকে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৬ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে মাত্র ৫ জন চিকিৎসক রয়েছেন। এদিকে, বিএমওএইচ হাসপাতালে আসেন না বলে অভিযোগ। ফলে ৪ জন চিকিৎসককেই রোগী দেখতে হয়।

হাসপাতালের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন করতেই নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক চিকিৎসক বললেন, 'শয়ে-শয়ে রোগী আসছে। বেড নেই বলে মেঝেতে রাখা হচ্ছে। রোগীকে দেখতে যাওয়ার রাস্তা অবধি নেই। দিনরাত ডিউটি করতে গিয়ে শরীরের বারোটা বেজে যাচ্ছে। এদিকে, বিএমওএইচের পা পড়ে না হাসপাতালে। তিনি শিলিগুড়িতে বেসরকারি ক্লিনিকে রোগী দেখতে ব্যস্ত। এভাবে চলতে থাকলে আমরাই রোগী হয়ে যাব।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, যে রোগীরা আসছেন তাঁদের মধ্যে বয়স্করা যেমন রয়েছেন, তেমনই রয়েছে শিশুরা। এঁদের মধ্যে বেশিরভাগ জ্বরে আক্রান্ত। বিপুল সংখ্যায় রোগী ভর্তি হওয়ার ফলে ওষুধ, ইনজেকশনের জোগানে টান পড়েছে। মহিলা বিভাগের সামনে মেঝেতেই শুয়ে থাকা অবস্থায় বেলগাছি চা বাগানের বাসিন্দা গরিমা এক্কা বললেন, 'কাল থেকে ভর্তি রয়েছি। বাড়ি থেকে চাদর এনে শুয়েছি।' মহম্মদ তালিম নামে এক রোগীর পরিজন বলেন, 'অভিযোগ শোনার মতো কেউ নেই। গোরু, ছাগলের মতো চিকিৎসা চলছে। বোনকে ভর্তি করেছি। দু'দিন ধরে মেঝেতেই পড়ে রয়েছে।'

এবিষয়ে জানতে নকশালবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক কুন্তল ঘোষকে একাধিকবার ফোন ও মেসেজ করা হলে তিনি কোনও উত্তর দেননি। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিককে ফোন করা হলেও তিনিও ফোন ধরেননি।

হাসপাতালের বারান্দায় ঠাঁই হয়েছে রোগীদের। -সংবাদচিত্র

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, শিলিগুড়ি শাখা নানক কমপ্লেক্স দ্বিতীয় তলা, সেবক রোড, শিলিগুড়ি পিন-৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

বৃহৎ নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি
পরিশিষ্ট- IV-এ [রুল ৯ (১) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৯(১) এর সহিত পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া সম্পত্তির আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা প্রতীকী দখল নেওয়া হয়েছে। সুরক্ষিত ঋণদাতার দ্বারা, এটি বিক্রয় করা হবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে' এবং 'যেখানে যাই থাকুক' এবং 'আশ্রয়বিহীন'-এর ভিত্তিতে ২৬.০৯.২০২৫ তারিখে। সুরক্ষিত অর্থমূল্য এবং অগ্রিম জমাপ্রাপ্ত অর্থ (ইএমডি) নিম্নে উল্লেখ করা হয়েছে।
২৬.০৯.২০২৫ তারিখে নিলামপ্রাপ্ত স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল-

ঋণগ্রহীতার নাম/ ঋণগ্রহীতা (গণ) / জামিনদাতা (গণ)/ বন্ধকদাতা (গণ) এবং স্থাবর সম্পত্তিটির বিবরণ	ক) চাহিদা নোটিশের তারিখ খ) দখল নোটিশের তারিখ গ) চাহিদা নোটিশ অনুসারে দাবি করা অর্থমূল্য	ক) সংরক্ষিত অর্থমূল্য খ) অগ্রিম জমাপ্রাপ্ত অর্থমূল্য (ইএমডি)	পরিদর্শনের তারিখ
শ্রী শিশির সেন (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী লক্ষ্মী সেন সরকার (ঋণগ্রহীতা)- জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ সঙ্গে একতলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন প্লট নং-৫০ (এলআর), খতিয়ান নং- ৬৯৭ (এল.আর), জে.এল নং- ৫, পরগনা বৈকুণ্ঠপুর, মৌজা- খড়িয়া, থানা- জলপাইগুড়ি, জেলা- জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৫১০১, সম্পত্তিটির সীমানা :- উত্তর- ১৬ ফিট চওড়া পুরনিগমের রাস্তা, পূর্ব- মল্লিকের জমি, দক্ষিণ- শেফালি চক্রবর্তীর জমি, পশ্চিম- পূর্ণেন্দু ভূষণ মল্লিকের জমি	ক) ৩১.০৮.২০২২ খ) ০৮.০৬.২০২৫ গ) টাঃ- ২৭,৮৬,৪৬৯/- (টাকা সাতাশ লক্ষ ছিয়াশি হাজার চারশত উনসত্তর মাত্র) ১০.০৬.২০২২-এর হিসেবে সঙ্গে আরও সুদ, দাম এবং অন্যান্য খরচ।	ক) টাকা ঃ- ৪৩,৪৭,০০০/- খ) টাকা ঃ- ৪,৩৪,০০০/-	১৫.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.০৯.২০২৫

বিক্রয়ের সমস্ত নিয়ম এবং শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণের জন্য, অনুগ্রহ করে প্রদত্ত লিংকে-www.idbibank.in অথবা www.bankauctionwizard.com-এ পরিদর্শন করুন। দর সংক্রান্ত নথিপত্র আইডিবিআই ব্যাংক আঞ্চলিক কার্যালয়, পঞ্চমতলা, নানক কমপ্লেক্স, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- পিন-৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গে কার্যকালীন সময়ে (সকাল ১০.০০ থেকে বিকেল ০৫:০০) প্রাপ্ত করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট www.idbibank.in এবং www.bankauctionwizard.com-এ ১৫.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.০৯.২০২৫ পর্যন্ত নথিগুলি প্রাপ্ত করতে পারেন। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দর, কেওয়াইসি নথিপত্র এবং ই.এমডি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ :- ২৫.০৯.২০২৫ বিকেল ০৪.০০ পর্যন্ত। কোন প্রকার স্পষ্টতার জন্য আগ্রহী পক্ষ শ্রী পার্থ মিত্র এজিএম (যোগাযোগের নং-৮৯২৭১৪০১৫৬)-এর সহিত যোগাযোগ করতে পারেন।

তারিখ :- ২২.০৮.২০২৫
স্থান :- শিলিগুড়ি

স্বাক্ষরিত/- অনুমোদিত আধিকারিক
আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড, শিলিগুড়ি

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

শিলিগুড়ি আঞ্চলিক কার্যালয়
হোমল্যান্ড বিজনেস সেন্টার
পঞ্চমতলা/তিন মাইল সেবক রোড, শিলিগুড়ি
পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৪০০৮

ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ
পরিশিষ্ট- IV-এ [রুল ৮(৬) এবং ৯(১) এর অনুবিধি দেখুন]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬) এবং ৯(১)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।
সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ), বন্ধকদাতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/ চার্জ দেওয়া হয়েছে যা ব্যাংক অফ বরোদা-এর অনুমোদিত আধিকারিকের দ্বারা দখল করা হয়েছে। সুরক্ষিত ঋণদাতা 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে' এবং 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে নিম্নে উল্লেখিত অ্যাকাউন্ট/অ্যাকাউন্টগুলির বকেয়া পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বিক্রয় করবেন। ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা/গণ/সুরক্ষিত সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলি/বকেয়া/সুরক্ষিত অর্থমূল্য/ই-অকশনে তারিখ এবং সময়, ইএমডি এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উল্লেখ করা হল :

ক্রমিক /লট নং	ঋণগ্রহীতা/গণ/ বন্ধকদাতা (গণ)-এর নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ সঙ্গে যদি কোনও দায়বদ্ধতা জানা থাকে, শাখার নাম : মালবাজার	মোট বকেয়া	ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত অর্থমূল্য ই-এমডি অর্থমূল্য, দর বৃদ্ধির পরিমাণ	দখল-এর স্থিতি (গঠনমূলক/ প্রকৃতিগত)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়
১	মেসার্স মা কামাখ্যা রাইস মিল শ্রী রঞ্জিত সিং(অংশীদার) শ্রীমতী শালিনী সিং (অংশীদার) শ্রী গিরিধর গোপাল সিং (জামিনদাতা) গ্রাম- ওদলাবাড়ি পোস্ট- মানাবাড়ি থানা- মালবাজার জেলা - জলপাইগুড়ি (প: ব:), পিন- ৭৩৫২২২	বন্ধকের দ্বারা স্বতন্ত্র চার্জ দেওয়া জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের সম্পূর্ণ পরিমান ১.১৯ একর শ্রেণিবিভাগ - রাইস মিল যার মধ্যে ০.৮৬ একর জমির পরিমাণ, নিবন্ধিত আর এস খতিয়ান নং ৫৮/২৫ অনুরূপভাবে, এল আর খতিয়ান নং- ৫৪৫, আর এস প্লট নং এর অংশ ১০৬৩ অনুরূপভাবে এল আর প্লট নং ১৮৩২, যেটি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত, মৌজা- ওদলাবাড়ি, পরগনা চ্যাংমারি, জে.এল. নং- ২৫ (পুরাতন), ২০ (নতুন), তৌজি নং ৮৪, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত, থানা-মাল, জেলা-জলপাইগুড়ি, শ্রী গিরিধর গোপাল সিং এবং জমির পরিমাণ ০.৩৩ একর, নিবন্ধিত আর এস খতিয়ান নং-৫৮/২৫ অনুরূপ এল.আর খতিয়ান নং-৫৪৫, আর.এস প্লট নং এর অংশ-১০৬৩ অনুরূপ এল.আর প্লট নং-১৮৩২, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত, মৌজা-ওদলাবাড়ি, পরগণা-চ্যাংমারি, জে এল নং-২৫ (পুরাতন), ২০ (নতুন), তৌজি নং -৮৪, ওদলাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা-মাল, জেলা-জলপাইগুড়ি, শ্রী রঞ্জিত সিং-এর স্বত্তাধিকরণে, সম্পত্তিটির সীমানা ঃ- উত্তর ঃ- শ্রী তপন কুমার মিত্রের জমি, দক্ষিণ- শ্রী তপন কুমার মিত্রের জমি, পূর্ব-শ্রী দিলীপ ওঁরাও এর জমি, পশ্চিম- ১৫ ফিট চওড়া পাকা রাস্তা।	টা:- ১,৪৮,৯৯,৯৯৭.০১ (টা:- এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ নিরানব্বই হাজার নয়শত সাতানব্বই এবং এক পয়সা মাত্র) - ০৯.১২.২০২৪ পর্যন্ত + প্রয়োগহীন সুদ+ সংরক্ষিত সুদ+ অন্যান্য খরচ	০৩.১০. ২০২৫ সময় দুপুর ২:০০ টা থেকে সন্ধ্যা ৬:০০ টা	টা :- ৪,২৯,৪৬,০০০.০০ টা :- ৪২,৯৪,৬০০.০০ টা :- ১০,০০০.০০	প্রতীকী	১৫.০৯.২০২৫ দুপুর ৩:০০ টা- বিকেল ৫:০০ টা মোবাইল ৮৭৭৯৫৭২৬৩১ (পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাতের সহিত)

বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে আমাদের প্রদত্ত লিংক https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm এবং অনলাইন অকশন পোর্টাল https://baanknet.com-এ পরিদর্শন করতে পারেন, নির্দিষ্ট দরদাতাগণ অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গে মোবাইল নং- ৮২৫০৭৭২১২৬-এর মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারেন।
১. বিক্রয়টি সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাংক-এর অনুমোদনের বিষয়।
২. সম্পত্তিটি প্রতীকী দখল এবং দরদাতাগণ প্রতীকী দখলের অন্তর্গত সম্পত্তিটি নিজ নিজ ঝুঁকি/দায়িত্বের মাধ্যমে ক্রয় করবেন।

তারিখ : ২১.০৮.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাংক অফ বরোদা

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

তরুণের ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল আশিঘর ফাঁড়ি এলাকার চয়নপাড়ায়। মৃতের নাম ভাস্কর সাহা (২২)। বাবার ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। রোজকার মতো বুধবার রাতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে বাড়ি ফেরেন ভাস্কর। সবশেষে ঘুমোতে যান নিজের ঘরে।

বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১১টা বেজে গেলেও ঘরের দরজা না খোলায় সন্দেহ হয় পরিবারের। দরজা ভাঙতেই ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। খবর যায় আশিঘর ফাঁড়িতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। ময়নাতদন্তের জন্য পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়।

কী কারণে এমন ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধন্দে ভাস্করের পরিজনরা। তরুণের পরিবার সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে মন্তব্য করতে চায়নি। বন্ধুদের একাংশের দাবি, ভাস্করের কোনও ধরনের ব্যক্তিগত সমস্যা ছিল কিংবা তিনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছিলেন কি না, তা জানা নেই তাঁদের।

সড়ক-যন্ত্রণা

ইসলামপুর, ২১ অগাস্ট : ইসলামপুর বাজারে কংগ্রেস রোড দখল করে দোকানপাট বসানো ও গাড়ি পার্কিংয়ের জেরে সড়ক-যন্ত্রণা তীব্র আকার নিয়েছে। সোম ও বৃহস্পতিবার এখানে হাট বসে। বিশেষ করে, এই দু'দিন সাধারণ মানুষের ভোগান্তি চরমে উঠছে। এদিন ওই রাস্তায় গিয়ে চোখে পড়ল বাইক বা সাইকেল তো দূরের কথা, হেঁটে চলাচল করতেই কালঘাম ছুটছে। রাজ্য সড়ক থেকে কংগ্রেস রোডে ঢোকার মুখ বেদখল হয়ে গিয়েছে। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দোকানের সাইনবোর্ড। পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সমস্যা সমাধানে দ্রুত পদক্ষেপ করার আশ্বাস দিয়েছেন।

মজুরি নিয়েই দুশ্চিন্তা, বোনাস যেন বিলাসিতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : চা বলয়ের আলোচনায় এখন পুজো বোনাস। ২০ শতাংশ হারে বোনাস মিলবে কি, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে পাহাড় থেকে সমতল। ৫টি মালিক সংগঠনের সঙ্গে শুক্রবার হতে চলা শ্রম দপ্তরের বৈঠকের দিকে নজর রাখবে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

কিন্তু শুধু বোনাস নয়, নিয়মিত মজুরি মিলবে কি, সেই উত্তর খোঁজার চেষ্টায় তরাইয়ের একাধিক চা বাগানের শ্রমিকরা। শ্রমিক সংগঠনগুলির অভিযোগ, মজুরি বকেয়া রাখার পাশাপাশি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকাও নিয়মিত জমা পড়ছে না।

এমন সমস্যা স্বীকার করে বাগান মালিকদের সংগঠন তরাই ব্রাঞ্চ অফ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশনের সচিব রানা দে বলছেন, 'খামখেয়ালি আবহাওয়ার জেরে চায়ের উৎপাদন কম এবং দামও মিলছে অনেক কম। ফলে শ্রমিকদের মজুরি দিতে সমস্যা হচ্ছে।'

তরাইয়ের অটল, সাতভাইয়া, নকশালবাড়ি, ত্রিহানা, থানঝোরা, সিংহীঝোরা, মদিধর, বিজলিমণি, আশাপুর,

পুঁটিনবাড়ি, নিউচামটা সহ অন্তত ২০-২৫টি চা বাগানের শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পাচ্ছেন না। ১৫ দিন অন্তর দৈনিক মজুরি হিসাব করে শ্রমিকদের তা মেটানোর কথা থাকলেও, কোথাও ১৫ দিন থেকে দুই-আড়াই মাসের মজুরি বকেয়া রয়েছে বলে অভিযোগ। শ্রমিকদের বক্তব্য, হয়তো এখনকার মজুরি দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু মে ও জুন মাসের পরপর তিনটি পাক্ষিক সময়ের মজুরি বকেয়া রয়েছে। বৃহস্পতিবার আশাপুর চা বাগানের শ্রমিক কার্লুস লাকড়া, সোনামণি ওরাওঁদের কাছে মজুরি প্রসঙ্গ তুলতেই তাঁদের মুখ ভার। সোনামণি বললেন, 'যেটুকু মজুরি পাই, তা দিয়েই ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, আমাদের চিকিৎসা, ঋণ মেটানো, সমস্ত কিছুই করতে হয়। র‍্যাশনের চাল দিয়ে তো সারা মাস চলে না। ফলে চাল, সবজি, তেল, লবণ কিনতে

তরাইয়ের চা বলয়ে সমস্যা

হয়। ফলে সময়মতো মজুরিটা হাতে না পেলে সমস্যায় পড়তে হয়।'

অনেক বাগানে আবার অস্থায়ী কর্মীদের ছাঁটাই চলছে। ছাঁটাই হওয়া কর্মীরা হয় ঘরে বসে রয়েছেন অথবা দিনমজুরির কাজ করছেন। কাজের খোঁজে বাইরেও গিয়েছেন অনেকে। এমন পরিস্থিতিতে পুজো বোনাস কতটা মিলবে, তা নিয়ে সংশয়ে শ্রমিক মহল্লা।

বাম সমর্থিত চা কামান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'মালিকরা সবসময় বলছেন বাগান চলছে না, চা বিক্রি করে লাভ হচ্ছে না দাবি করে শ্রমিকদের সঙ্গে বঞ্চনা করছেন। এখন তো তরাইয়ের বেশিরভাগ বাগান নিয়মিত মজুরিটুকুও দিতে পারছে না। পুজো বোনাস নিয়েও কান্নাকাটি শুরু করবে। কিন্তু সব বাগানেই সমহারে বোনাস দিতে হবে।'

শ্রমিকদের মজুরি ভোগান্তিতে ক্ষুব্ধ আইএনটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে'র অভিযোগ, 'মালিকরা শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরি দিচ্ছে না। শ্রমিকদের মজুরি থেকে ১২ শতাংশ টাকা কেটে নিলেও নিজেদের ১৩ শতাংশ মিলিয়ে ২৫ শতাংশ পিএফ খাতে জমা করছে না। এটা চরম অপরাধ।'

তাঁর অভিযোগ, নিলামে নিম্নমানের সামান্য চা পাঠিয়ে কম দাম মিলছে বলে দাবি করা হচ্ছে। কিন্তু বেশিরভাগ চা খোলা বাজারে বিক্রি করছে।

ভর্তি প্রক্রিয়া চালুর দাবি

ইসলামপুর ও শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : উচ্চমাধ্যমিকের ফল বেরোনোর পর তিন মাস কেটে গেলেও কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চালু হয়নি। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল প্রকাশ যেমন স্থগিত, তেমন মেডিকেল কোর্সের ভর্তিতেও তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মন্ত্রী ব্রাত্য বসুর অপসারণ চেয়ে পথে নামল অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। বৃহস্পতিবার বিকালে শিলিগুড়ির হাসমি চকে সংগঠনের সদস্যরা প্ল্যাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান। নেতৃত্ব জানিয়েছে, এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি পাঠানো হয়েছে। কলেজে ভর্তি প্রক্রিয়া চালুর দাবিতে এদিন ইসলামপুর শহরে প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটে চলতি বছর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা একদল পড়ুয়া।

বদলি

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : কালিম্পংয়ের এসপি পদে এলেন অপরাজিতা রাই। তিনি এর আগে আইবি উত্তরবঙ্গের সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে ছিলেন। এর আগেও তিনি কালিম্পংয়ের এসপি পদ সামলেছেন। কালিম্পং এসপি পদে থাকা শ্রীহরি পান্ডে রাজ্য আইবির সিনিয়ার সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে বদলি হলেন। অন্যদিকে, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) পদ থেকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (উত্তর) পদে বদলি হলেন বিশ্বচাঁদ ঠাকুর। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে ডিসিপি (ওয়েস্ট) পদও সামলেছিলেন তিনি।

তাঁর জায়গায় শিলিগুড়ির ডিসিপি (ট্রাফিক) পদে এলেন কুয়াজি সামসুদ্দিন আহমেদ। তিনি এর আগে স্টেট আর্ম পুলিশের টেন্ট ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমান্ডান্ট পদে ছিলেন। এছাড়াও ডাবগ্রাম, র‍্যাফ ব্যাটালিয়নের কমান্ডান্ট পদে এলেন রাহুল গোস্বামী। এর আগে তিনি ডায়মন্ড হারবার পুলিশের এসপি পদে ছিলেন।

প্রতীকী অনশন

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : একেই কর্মী সংকটে জেরবার। এরমধ্যেই একের পর এক রুটের একাধিক বাস চলে যাচ্ছে টিকিট সেলিং এজেন্সির কাছে। এই অবস্থায় দ্রুত কর্মী নিয়োগের দাবিতে বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিপোতে ১০ ঘণ্টার প্রতীকী অনশন করে প্রতিবাদ জানায় নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। সবমিলিয়ে ১০ দফা দাবিকে সামনে রেখে প্রতীকী অনশন করা হয়।

নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক গৌতম কুণ্ডু জানান, নিগমের হাল ফেরানোর দাবিতে রায়গঞ্জ সহ বিভিন্ন ডিপোতে এই কর্মসূচি নেওয়া হবে।

অন্তঃসত্ত্বার বিয়ে, নিদান সালিশিতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২১ অগাস্ট : অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া নাবালিকাকে নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বাবা। সমস্যার সমাধান খুঁজতে এলাকায় সালিশি সভার আয়োজন করা হয়। সেই সভায় সিদ্ধান্ত হয়, অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে সেই নাবালিকার বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে। যদিও শেষপর্যন্ত তা হয়নি। বরং সেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে নকশালবাড়ি থানার অন্তর্গত হাতিঘিসা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। নকশালবাড়ি ব্লকের সিডিপিও অর্পিতা পাইন এব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ১৫ বছরের ওই নাবালিকা দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা। এলাকার একটি স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত। তবে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে। গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে তার প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তার জেরে সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। নাবালিকার বাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গ্রামেরই বাসিন্দা ওই তরুণের বাড়িতে তার ঘনঘন যাতায়াত ছিল।

এই ঘটনা নিয়ে মেয়েটির বাড়ির কারও কোনও সন্দেহ হয়নি। এমনকি পড়াশোনা ছেড়ে দেওয়া নিয়েও মেয়েটিকে তার অভিভাবকরা কিছু বলেননি। কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ মেয়ের শারীরিক পরিস্থিতি দেখে সন্দেহ হয় বাবার। তারপরেই এলাকার এক স্বাস্থ্যকর্মীকে ঘটনাটি জানান মেয়ের বাবা। শারীরিক পরীক্ষা করতেই জানা যায়, মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা। অভিযোগ, সেই নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাস করেছে সেই তরুণ। এদিকে, মেয়েটির অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার কথা জানাজানি হতেই গ্রামে বসে সালিশি সভা।

সেই সভায় ওই তরুণের পরিবার জানায়, তারা মেয়েকে বাড়িতে রাখতে রাজি। দুজনের বিয়ের তারিখও ঠিক হয়ে যায়। সালিশি সভায় হাজির ছিল মেয়ের পরিবারও। তারাও নাবালিকার বিয়েতে রাজি হয়ে যায়।

সালিশিতে নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা পৌঁছায় এলাকার এক স্বাস্থ্যকর্মীর কানে। তিনি ঘটনার কথা নকশালবাড়ি ব্লকের সিডিপিও-কে মৌখিকভাবে জানান। সিডিপিও চাইল্ডলাইনে অভিযোগ জানান। তারপরেই চাইল্ডলাইনের তরফে নকশালবাড়ি থানায় জানানো হয়। সিডিপিও-কে থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে বলা হলেও তিনি রাজি হননি বলে

প্রেমের ফাঁদ

- ১৫ বছরের ওই নাবালিকা দুই মাসের অন্তঃসত্ত্বা
- পড়াশোনা ছেড়েছে আগেই, গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল
- ঘনিষ্ঠতা বাড়লে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে নাবালিকা
- সালিশি সভায় সিদ্ধান্ত হয়, অভিযুক্ত তরুণের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হবে
- খবর যায় পুলিশের কাছে, তারা পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করে
- অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয় তরুণকে

অভিযোগ। শেষে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যের দ্বারস্থ হয় পুলিশ।

পঞ্চায়েত সদস্য সমস্ত ঘটনা জেনে নাবালিকার বাড়ির লোককে নিয়ে বুধবার থানায় আসেন। তখন সেই তরুণের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। আর নাবালিকাকে মাটিগাড়ার একটি হোমে পাঠিয়েছে পুলিশ।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সাঁঝবেলার সমাবেশ।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণাভ রাহা।

বেচারামের বৈঠক বয়কট

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ২১ অগাস্ট : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণার পর কয়েক মাস কেটেছে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগরে মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ শুরু হয়নি এখনও। প্রথমে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তারপর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব চেষ্টা করেছিলেন। তবুও পুরোনো বিল্ডিং ভেঙে নতুন গড়ার বিপক্ষে থাকা ব্যবসায়ীদের মন গলাতে পারেননি। এবারে আসরে নামলেন বেচারাম মান্না। কিন্তু তাঁর ডাকা বৈঠককে বয়কট করলেন অধিকাংশ দোকানদার। বিক্ষুব্ধদের অভিযোগ, রাজ্যের শাসকদল ঘনিষ্ঠ হাতেগোনা কিছু ব্যবসায়ীকে নিয়েই বৃহস্পতিবার আলোচনা সারেন মন্ত্রী। এমনকি রেজোলিউশনও তৈরি করেছেন।

বিধাননগরে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ডের উদ্যোগে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে তিনতলা মার্কেট কমপ্লেক্সের শিলান্যাস করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পুরোনো দোতলা বিল্ডিং ভেঙে সেই জায়গায় নতুন নির্মাণ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। মার্কেট কমপ্লেক্স রেগুলেটেড মার্কেটের হাতে চলে গেলে বেশি ভাড়া গুনতে হতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। পুরোনো জায়গাতেই দোকান পাবেন কি না, সেই নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে।

ওই মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণে যে ব্যবসায়ীদের মতামত প্রয়োজন, তাঁদের বেশিরভাগই এদিন মন্ত্রী আসার খবর পেয়ে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ রাখেন। বিধাননগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ে বৈঠকটি হয়। তবে ৪২ জন ব্যবসায়ীর মধ্যে সেখানে নাকি মাত্র ৪-৫ জন ছিলেন। তাঁদের উপস্থিতিতেই অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান তথা কৃষি বিপণন বিভাগের প্রতিমন্ত্রী নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির

গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে মন্ত্রী বেচারাম মান্নার উপস্থিতিতে বৈঠক।

রেজোলিউশন করেন।

বৈঠকে বেচারাম ছাড়াও শিলিগুড়ির মেয়র, তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষ, ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (কার্সিয়াং) অভিষেক রায় সহ একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীর আশ্বাস, 'অন্য মার্কেটের ভাড়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ন্যূনতম ভাড়া নির্ধারণ করা হবে। যাঁর যেখানে দোকান রয়েছে, সেখানেই

গুটিকয়েক ব্যবসায়ীকে নিয়েই রেজোলিউশন তৈরি

তাঁরা দোকানঘর পাবেন। অতিরিক্ত স্টল লটারির মাধ্যমে এলাকাবাসীর মধ্যে বিলি হবে। কালীপুজোর পর গ্রাম পঞ্চায়েতের তত্ত্বাবধানে থাকা পুরোনো মার্কেট কমপ্লেক্স ভেঙে নতুন বিল্ডিংয়ের নির্মাণ শুরু হবে।' সেখানে ৮৮টি শাটার লাগানো দোকানঘর ও সবজি বাজার তৈরি হবে।

ব্যবসায়ী খিতিশ সিং বললেন, 'বৈঠকে যাঁরা গিয়েছিলেন, সবাই শাসকদলের নেতার লোক। ব্যবসায়ীরা দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। মিটিংয়ে কেউ যাননি। রেজোলিউশন হয়েছে বলে জানি না। আমাদের পুরোনো বিল্ডিং ভালো। সেখানেই ব্যবসায়ীরা থাকবেন।' এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মনোরঞ্জন পাল। তাঁর দাবি, 'আমরা ৫-৭ জন ব্যবসায়ী ছিলাম। ব্যবসায়ীদের পক্ষেই কথা বলেছেন মন্ত্রী।'

বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য শিবেশ ভৌমিক স্বীকার করে নেন, বেশিরভাগ ব্যবসায়ী দোকান বন্ধ রেখেছিলেন। বৈঠকেও যাননি। তাঁর কথা, 'আমরা চাই, ব্যবসায়ীদের স্বার্থে মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হোক।' বিধাননগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পীযূষ সিং-ও আলোচনায় অংশ নেন। তিনি বরাবরই বিক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ছিলেন। পীযূষ বললেন, 'পুরোনো মার্কেটের নীচুতলার একজন ব্যবসায়ীকে দেখেছি বৈঠকে। কেন বাকিরা যাননি, জানি না। ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা করে মার্কেট তৈরির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সেটা হলে কারও সমস্যা হবে না।'

শিলিগুড়ির মেয়রের মন্তব্য, 'রেজোলিউশন নিয়ে সেপ্টেম্বরে আমরা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলব।' ব্যবসায়ীদের উপস্থিতি নিয়ে মন্ত্রীর সাফাই, 'ব্যবসায়ী ও তাঁদের প্রতিনিধিরা বৈঠকে হাজির ছিলেন। সমস্যা মেটাতেই আমরা এসেছিলাম। রেজোলিউশন নিয়েছি, নিয়ম মেনেই কাজ হবে।'

আজ টিভিতে

এক্স=প্রেম (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ সাথী আমার, দুপুর ১.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৪.৩০ অপরাধী, সন্ধে ৭.১৫ প্রতিবাদ, রাত ১০.৩০ এক্স=প্রেম (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার)

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ শুধু একবার বলো, দুপুর ১.৩০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৪.০০ সিঁথির সিঁদুর, সন্ধে ৭.৩০ গুরু, রাত ১১.০০ পথভোলা

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ হাতিয়ার, বেলা ১১.৩০ পরিণাম, দুপুর ২.০০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৪.৩০ বাবা কেন চাকর, রাত ১২.৪৫ ক খ গ ঘ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গরীবের সম্মান

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সত্যমেব জয়তে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার তুমি

কালার্স সিনেপ্লেক্স : দুপুর ১২.০০ সিন্ধুবাঁধ, বিকেল ৩.০০ বিজয় রাঘবন, ৫.০০ উগ্রম, রাত ৮.০০ এসিপি শিবা, ১০.৩০ গল্লি রাউডি

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১২.০০ হাই পাপা, ২.৫৮ স্যান্ডউইচ, বিকেল ৫.৪৪ রাক্ষসী, সন্ধে ৭.৩০ রিয়েল টেভর, রাত ১০.০৯ আনকেজড

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৪৬ ফরাজ, ২.৩৮ তামাশা, বিকেল ৫.০২ ট্র্যাপড, সন্ধে ৬.৪৫ ব্লার, রাত ৯.০০ আর্টিক্যাল ১৫, ১১.১৫ হোটেল মুম্বই

এমএনএক্স : দুপুর ১.১৫ লেডি ব্লাডফাইট, বিকেল ৪.০৫ স্পাইডারম্যান- ইনটু দ্য স্পাইডার ভার্স, ৫.৫৫ এস্কেপ প্ল্যান-টু, রাত ১০.১৫ রকি বলবোয়া, ১১.৫৫ সিনিস্টার-টু

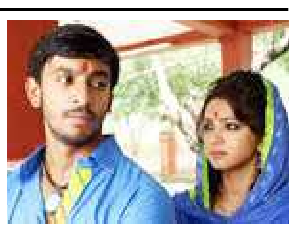

পারব না আমি ছাড়তে তোকে দুপুর ১.৩০ জলসা মুভিজ

ব্লার সন্ধে ৬.৪৫ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আন্ডারডগস রাত ১০.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

রাঙ্গাপানিতে আরওবি, ৭০ কোটি বরাদ্দ রেলের

শিলিগুড়ি ও ফাঁসিদেওয়া, ২১ অগাস্ট : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের রাঙ্গাপানিতে দীর্ঘদিনের দাবি মেনে আরওবি (রোড ওভারব্রিজ) তৈরির জন্যে অর্থ বরাদ্দ করল রেলমন্ত্রক। আরওবি তৈরির জন্য প্রায় ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট প্রেস বিবৃতি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছেন। এই খবর আসতেই ফাঁসিদেওয়া সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের মধ্যে খুশির আবহ তৈরি হয়েছে। শীঘ্রই রাঙ্গাপানি এবং নিজবাড়ি রেলেওয়ে স্টেশনের মাঝে এনসি পাঁচ নম্বর গেটে ওই আরওবি তৈরির কাজ শুরু হবে।

রাজুর বক্তব্য, 'এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। সেই দাবি আমি রেলমন্ত্রীর কাছে তুলে ধরেছিলাম। তিনি কথা দিয়েছিলেন বিষয়টি নিয়ে ভাববেন। তিনি ভেবেছেন এবং অর্থ বরাদ্দ করেছেন।'

গত লোকসভা নির্বাচনে দার্জিলিং জেলায় বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে রাঙ্গাপানিতে আরওবি তৈরির প্রতিশ্রুতি ছিল। সেইমতো রাজু বিস্ট পুরো বিষয়টি রেলমন্ত্রকের কাছে তুলে ধরেছিলেন। রাঙ্গাপানির বাসিন্দা দীপক ঘোষ বলেন, 'এর আগেও বাম আমলে রাঙ্গাপানিতে আন্ডারপাস তৈরির কথা হয়েছিল। অশোক ভট্টাচার্য কাজের শিলান্যাস

এই রেলগেট বন্ধ থাকে দিনের একটা বড় সময়। ছবি : সূত্রধর

করেছিলেন। পরে তা বাস্তবায়িত হয়নি। আবার যেন এমনটা না হয়। আমরা চাই কাজ শুরু হোক।' ওই পথেই ফাঁসিদেওয়ার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ শিলিগুড়ি যাতায়াত করেন। কিন্তু রেলগেট বেশিরভাগ সময়েই বন্ধ থাকায় দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রোগীদের সমস্যায় পড়তে হয়। ফাঁসিদেওয়ার ঠাকুরপাড়ার বাসিন্দা কৃষক দিব্যেন্দু রায়ের বক্তব্য, 'রোজ ওই পথে আমাদের মতো বহু কৃষক কাঁচা সবজি নিয়ে শিলিগুড়ি যান। লেভেল ক্রসিং বন্ধ থাকায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়াতে হয়। আরওবি হয়ে গেলে আমাদের অনেক সুবিধা হবে।' ওই পথে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের নিয়ে আসেন অ্যাম্বুল্যান্সচালক সুভাষ রায়। তাঁর কথায়, 'রেলগেট বন্ধ হলে দাঁড়াতে হয়। যন্ত্রণায় রোগীরা ছটফট করেন।'

ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ বলেন, 'আমাদের সাংসদের উদ্যোগেই এবারে এলাকার মানুষ রাঙ্গাপানির যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবেন।' ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ১ ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ আখতার আলির বক্তব্য, 'নির্বাচনের আগে বিজেপি সাধারণ মানুষকে বোকা বানাতে চাইছে। আগের নির্বাচনেও এলাকায় আরওবি তৈরি হবে বলে সাংসদ ফ্লেক্স লাগিয়েছিলেন। কিন্তু কাজ শুরু করাতে পারেননি।'

বিকশিত বাংলা
বিকশিত ভারত

পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের প্রায় ৫,২০০ কোটি টাকার প্রকল্পের উপহার

উদ্বোধন

শিয়ালদহ - এসপ্ল্যানেড শাখা (গ্রীন লাইন)
বেলেঘাটা – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় শাখা (অরেঞ্জ লাইন)
নোয়াপাড়া - জয় হিন্দ বিমানবন্দর শাখা (ইয়েলো লাইন)
এবং
হাওড়া মেট্রো স্টেশনে সাবওয়ে

মেট্রো পরিষেবার শুভ সূচনা

শিয়ালদহ – এসপ্ল্যানেড (গ্রীন লাইন)
বেলেঘাটা – হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (অরেঞ্জ লাইন)
নোয়াপাড়া - জয় হিন্দ বিমানবন্দর (ইয়েলো লাইন)

ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে, এনএইচ-১২

করবেন

নরেন্দ্র মোদী
প্রধানমন্ত্রী

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এবং সুবিধা সমূহ

মেট্রো প্রকল্প

গ্রীন লাইন সম্প্রসারণ (শিয়ালদহ - এসপ্ল্যানেড)
দৈর্ঘ্য: ২.৪৫ কিঃমিঃ | খরচ: ₹ ১১৮৫ কোটি

- হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংযুক্তি
- মেট্রোতে এখন হাওড়া ও শিয়ালদহ পৌঁছানো যাবে মাত্র ১১মিনিটে, আগে লাগত ৪৫মিনিট।
- বিবাদী বাগ, এসপ্ল্যানেড এবং সল্টলেক-নিউ টাউনের ছাত্র ও পেশাদারদের জন্য বড় সুবিধা

ইয়েলো লাইনের শুভারম্ভ (নোয়াপাড়া-জয় হিন্দ বিমানবন্দর)
দৈর্ঘ্য: ৬.৭৭ কিঃমিঃ | খরচ: ₹১৮৬৬ কোটি

- কলকাতা বিমানবন্দর এখন সরাসরি মেট্রো নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত
- বিমানবন্দরে যাওয়ার সময় ১ঘণ্টা থেকে কমে এখন মাত্র ১০মিনিট
- দমদম ক্যান্টনমেন্টে ইন্টারচেঞ্জের মাধ্যমে শহর ও শহরতলীর মধ্যে যাতায়াত আরও সহজ হবে

অরেঞ্জ লাইন সম্প্রসারণ (বেলেঘাটা-হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)
দৈর্ঘ্য: ৪.৩৯ কিঃমিঃ | খরচ: ₹৮৭৫ কোটি

- কবি সুভাষ থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত বর্তমান লাইনের সম্প্রসারণ
- বেলেঘাটা থেকে কবি সুভাষ যাওয়ার সময় কমে এখন মাত্র ২৩ মিনিট
- কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দাদের আরও বেশি সুবিধা হবে

হাওড়া স্টেশনে নতুন সাবওয়ে
খরচ: ₹৪৩ কোটি

- মেট্রো এবং পূর্ব/দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন যাতায়াত
- সময় বাঁচায়, যাতায়াতকে করে তোলে সহজ ও আরামদায়ক

বিশ্বমানের স্টেশন এবং সুযোগ-সুবিধা

- নতুন স্টেশন: VIP বাজার, ঋত্বিক ঘটক, বরুন সেনগুপ্ত, বেলেঘাটা, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, যশোর রোড, জয় হিন্দ বিমানবন্দর
- সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে লিফ্ট, এস্কেলেটর, পানীয় জল, আধুনিক টয়লেট ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৬ লেনের এলিভেটেড কোনা এক্সপ্রেসওয়ে (এনএইচ-১২, দৈর্ঘ্য-৭ কিঃমিঃ, খরচ : ₹১২০০ কোটিরও বেশি)

- যানজট ও যানবাহনের ধোঁয়া কমিয়ে বাতাসের মান উন্নত করে।
- ডায়মন্ড হারবার, কাকদ্বীপ, এবং বকখালির মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করে পর্যটনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে।
- এনএইচ-১৬, এনএইচ-১৯, এনএইচ-১১৬, এনএইচ-২ই, এবং এনএইচ-৩৪ কে যুক্ত করে, আঞ্চলিক ভ্রমণকে আরও সহজ করে তোলে।

গৌরবময় উপস্থিতি

ড. সি.ভি. আনন্দ বোস
রাজ্যপাল, পশ্চিমবঙ্গ

মমতা ব্যানার্জী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রেল, তথ্য ও সম্প্রচার, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক

শান্তনু ঠাকুর
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, বন্দর, নৌ-পরিবহন ও জলপথ মন্ত্রক

রবনীত সিং
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, রেল ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প মন্ত্রক

ড. সুকান্ত মজুমদার
কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক

শুভেন্দু অধিকারী
বিরোধী দলনেতা, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা

অধ্যাপক সৌগত রায়
সাংসদ

শমীক ভট্টাচার্য
সাংসদ

তারিখ: ২২ আগস্ট, ২০২৫ | স্থান: দমদম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ | সময়: দুপুর ৪:০০

DD NEWS অনুষ্ঠানটি সরাসরি দেখুন ডিডি নিউজে

ভারতীয় রেলওয়ে
www.indianrailways.gov.in

আমাদের অনুসরণ করুন /RailMinIndia

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৯৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ৫ ভাদ্র ১৪৩২

প্রথা বনাম রাজনীতি

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ঘোর সমালোচক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নন, শা-ই দেশ চালাচ্ছেন- এমন অভিযোগ তৃণমূল নেত্রী হামেশা করে থাকেন। মোট কথা, মোদির তুলনায় শা'র নিন্দা বেশি করেন মমতা। বাংলায় তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই-ইডি'র গয়ংগচ্ছ মনোভাবে দিদি-মোদি সেটিং তত্ত্বের প্রচার তো বাজারে বহু আগে থেকেই চালু।

কলকাতায় মেট্রোর তিনটি রুটের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েও মুখ্যমন্ত্রীর না যাওয়ার সিদ্ধান্তে তাই ক'দিন ধরে বঙ্গ রাজনীতিতে চর্চা চলেছে। বিজেপির অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী দলীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন না বলেই অনুষ্ঠান বয়কট করছেন। অথচ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় প্রধানমন্ত্রী কোনও অঙ্গরাজ্যে গেলে তাঁর অনুষ্ঠান সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ প্রধানমন্ত্রীর পদকে অসম্মান করা।

তৃণমূলের পালটা যুক্তি, এইসব মেট্রো রুটের পরিকল্পনা তো রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই করেছিলেন। যাবতীয় অর্থবরাদ্দ তাঁর রেলমন্ত্রিত্বের সময়ই করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন নানা ছুতোয় ফেলে রেখে সেই রুটগুলির উদ্বোধন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সক্রিয়তার নেপথ্যে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের অঙ্কই প্রধান বলে ঘাসফুল শিবির প্রচার করছে।

বিজেপি ও তৃণমূল উভয়পক্ষের এসব বক্তব্যের জোরালো যুক্তি আছে নিশ্চয়ই। মোদি জমানায় আগেও একবার কলকাতায় রেলের অনুষ্ঠানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তখনও রেলমন্ত্রী ছিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণোই। ২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর হাওড়া স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েও ছিলেন। কিন্তু সেযাত্রা মুখ্যমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা সুখকর হয়নি। অনুষ্ঠানটিতে মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিতে উঠলে বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিতে থাকেন। রেলমন্ত্রীর বারণ সত্ত্বেও সেই ধ্বনি চলতে থাকে।

বৈষ্ণো সেজন্য করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থনা চেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে রাজনৈতিক সৌজন্য নিয়ে বিতর্ক বন্ধ হয়নি। বরং প্রশ্নটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে, এবারে মুখ্যমন্ত্রী ওই অনুষ্ঠানে গেলে তাঁর একই অভিজ্ঞতা হবে না তো? সব ঠিক থাকলে আট মাস বাদে রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন। তৃণমূল এবং বিজেপি উভয় দলই নিজের নিজের ঘুঁটি সাজাতে এখন ব্যস্ত।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) এবং বিজেপি শাসিত বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের মারধর ও হেনস্তাকে হাতিয়ার করে ঘাসফুল ইতিমধ্যে আসরে নেমে পড়েছে। অন্যদিকে, বিহারে 'এসআইআর'-এ ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল এবং তারপর নির্বাচন কমিশনকে শীর্ষ আদালতের বাদ পড়া সমস্ত নাম প্রকাশের নির্দেশ আলোড়ন ফেলেছে সারা দেশে।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে তাঁর অভিযোগের সপক্ষে হয় প্রমাণ সহ হলফনামা দিতে নয়তো ক্ষমাপ্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছেন। রাহুল অবশ্য বলেছেন, তাঁকে ভয় দেখিয়ে লাভ হবে না। ইতিমধ্যে বিহারে রাহুল এবং আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব 'ভোটার অধিকার যাত্রা' শুরু করেছেন। এই অবস্থায় নীতিগত কারণেও প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়া অস্বস্তিকর বৈকি।

শুক্রবার মেট্রো রেলের অনুষ্ঠানের পর দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানে জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ দেওয়ার কথা আছে। বাংলায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার থেকে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শুরু করেছে বিজেপি। 'মমতা হটাও, রাজ্য বাঁচাও' স্লোগানেই নিশ্চয়ই মোদির শুক্রবারের দলীয় সভা। মোদি তাঁর ভাষণে রাজ্যের বেহাল অর্থনীতি, ব্যাপক আর্থিক দুর্নীতি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি কোনও প্রসঙ্গই বাদ দেবেন বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পে রাজ্যের বকেয়া প্রাপ্য অর্থ কেন মেটানো হচ্ছে না, তার ব্যাখ্যাও প্রধানমন্ত্রী দিতে পারেন হয়তো। স্বাভাবিকভাবেই দেশ এবং বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমঞ্চে হাজির থাকা মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষে অসম্ভব। মেট্রোর অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কলকাতা সফর ঘিরেও তাই বঙ্গ রাজনীতি সরগরম।

অমৃতধারা

বুদ্ধিমাত্রেই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে রত হয়। পৃথিবীর কিছু প্রাণী সংশ্লেষণ করে বা গড়ে, কিছু প্রাণী বিশ্লেষণ করে বা বিভাজন করে। একমাত্র মানুষই দুটোই করতে পারে। পিপীলিকা মাটি তুলে পাহাড় গড়ে, জিনিসপত্র সংগ্রহ করে আনে। বীবর কাঠ জড়ো করে বাঁধ দেয়। পাখীরা বাসা বানায়। বাঁদর কিন্তু গড়তে পারে না, তারা সবকিছু ছিঁড়েখুঁড়ে দেখে। তাদের একটি মালা দিয়ে দেখো, টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে চারপাশে ছড়িয়ে দেবে। বাঁদর কেবল ভেঙেচুরে বিশ্লেষণ করতে পারে। সত্যিকারের মানুষই একমাত্র ভাঙতেও পারে, গড়তেও পারে। মননশীল মানুষ জাগতিক পৃথিবীকে বিচার বিশ্লেষণ করে পরম সত্য খুঁজে বার করে, আবার পরম সত্যকে জানলে সেই মানুষই তাকে আর সবকিছুর উৎসরূপে সংশ্লেষণ রত হয়।

-শ্রীশ্রী রবি শংকর

অভিবাসনের অতল গহ্বরে চা বাগান

বন্ধ চা বাগানগুলির ভয়াবহ পরিস্থিতি। পরিস্থিতির চাপে অনেকে এলাকা ছাড়তে চাইলেও আখেরে বিপদে পড়ছেন।

শুভশ্রী দাশ

পাহাড়ের কোলে টলমল করা মেঘ, সারি সারি চা গাছের আড়ালে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে পাতাতোলা লছমিদের ছবি সে কোন যুগ থেকেই আমাদের পর্যটন পোস্ট কার্ডের অংশ। যে দুর্নিবার সৌন্দর্য খনি চা শিল্পের হাত ধরে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা এনে দেয়, সেই তরাই-ডুয়ার্সের লছমিদের অর্থনৈতিক যন্ত্রণা উপশমের ভরসা হয়ে উঠছে ভিনরাজ্যে বা ভিনদেশে অভিবাসন। আর এই অভিবাসন সবসময় নিরাপদ নয়, বরং ভরা বিপদ, অনিশ্চয়তা ও শোষণে ঠাসা।

ঐতিহাসিকভাবে এই শিল্পের ভিত গড়ে উঠেছিল অভিবাসনের ওপরেই। ব্রিটিশ আমলে ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, ওডিশা ও নেপাল থেকে শ্রমিক এনে পরিবার সহ বসতি গড়া হয়েছিল, যাতে প্রজন্মান্তরে সহজেই শ্রমিক পাওয়া যায়। চা বাগানগুলিতে নিয়োগের প্রতিশ্রুতি দরিদ্র আদিবাসী পরিবারগুলিকে একসময় এই অঞ্চলে অভিবাসনে প্ররোচিত করে। বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর আগমনে তরাই-ডুয়ার্সের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামো পুনর্গঠিত হয়।

ভারতের মোট চা উৎপাদনের ২৫% তরাই-ডুয়ার্সে উৎপাদিত হয়, যা এটিকে পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম ও ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম চা উৎপাদনকারী অঞ্চলে পরিণত করেছে। কিন্তু চায়ের দাম ও উৎপাদন খরচের অসামঞ্জস্য শ্রমিকদের আয় ও জীবিকাকে বরাবর প্রশ্নচিহ্নের মুখে ফেলেছে। আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা ও বাজার সংকটে বহু চা বাগান বন্ধ হয় দার্জিলিং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলায়। ফলে ব্যাপক হারে অভিবাসন শুরু হয়।

যত পাতা তত টাকা- যাবতীয় গান, কবিতা, সুর, তাল, লয় উবে যায় বাঁশের টুকরি কাঁধে পাহাড়ি বাগানের চড়াই উতরাই বেয়ে ওঠা-নামায়। 'ঠেকা' বা টার্গেট পূরণ করে কমপক্ষে ২০ কেজি পাতা তুলে না আনতে পারলে মিলবে না সেদিনের মজুরি ২৫০ টাকা। সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে শুধু স্থায়ী শ্রমিকরা পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মাতৃত্বকালীন ছুটি ইত্যাদি পেয়ে থাকেন। যদিও সমীক্ষা বলছে, অন্তত ৭৮ শতাংশ নারী শ্রমিক মাতৃত্বকালীন ছুটি থেকে বঞ্চিত।

রাজ্য সরকারের চা সুন্দরী প্রকল্পে ঘরের মাধ্যমে চা শ্রমিকদের বসবাসের পরিসর বাড়ানো বা সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের চেষ্টা সময়ে সময়ে সরকারি তরফে কিছুটা এগোলেও, বাড়তি রোজগারের খোঁজে শিকড়চ্যুত হচ্ছে এই প্রজন্ম। চা বাগানের কোলে দামি স্মার্টফোন হাতে, প্রসাধনী মেখে শিফন শাড়িতে তুলছি ভাইরাল রিল, এদিকে সে রিল দেখে রুগ্ন ক্ষয়াটে হাতে দু'মুঠো ক্ষুন্নিবৃত্তি জোগানের পর তরুণ-তরুণী রাজ-সিমরানদেরও তৈরি হচ্ছে বর্ণময় কল্পজগৎ। পেটের খিদে মিটলে একটু শখ বিনোদনের চাহিদা আলগা করছে পারিবারিক, সামাজিক বন্ধন।

বন্ধ চা বাগানগুলির ভয়াবহ পরিস্থিতির পাশাপাশি এইসব কার্যকরী বাগানগুলিরও অতি সামান্য মজুরির কারণে পরিবারের ওপর আর্থিক চাপ, সন্তানদের শিক্ষার আকাঙ্ক্ষা বা একটু সচ্ছলতর জীবনের আশায় অভিবাসনই হয়ে উঠেছে বিকল্প কৌশল। মাইগ্রেশনের মধ্য বয়স ২৯ এবং গন্তব্য মূলত দক্ষিণ ভারত। পুরুষরা নিযুক্ত হচ্ছেন হোটেল-রেস্তোরাঁ, কারখানা, নির্মাণশিল্পে, এদিকে নারীরা থাকছেন গৃহশ্রমে। অধিকাংশ সময় তাঁরা এমনসব ঝুঁকিপূর্ণ শিল্পে কাজ করেন যেখানে স্থানীয় শ্রমিকরা সচরাচর কাজ করেন না। কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত হলে তাৎক্ষণিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাস্তবে চিকিৎসা দেওয়ার পরিবর্তে আহত শ্রমিককে কর্মস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। মহিলা শ্রমিকরা যাঁরা গৃহকর্মীর কাজে বিভিন্ন শহরে পাড়ি দিয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কর্মস্থল ও বসবাসের পরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর এবং অমানবিক। কর্মসংস্থানের পাশাপাশি নতুন জায়গার ভাষা-সংস্কৃতি না জানার কারণে নেতিবাচক অভিজ্ঞতাও কম নয়। সমীক্ষায় আরও দেখা যাচ্ছে, শিশুদের ক্ষেত্রে অভিবাসনের মূল কারণ স্কুলছুট, মা-বাবার কম বয়সে মৃত্যু বা অতিরিক্ত নেশায় আসক্তি। শিশু ও কিশোর-কিশোরীর মধ্যে কারও বয়স ১০, কারও ১৮। কেউ বাগানে শ্রমিক, কেউ বালি তোলায়, কেউ হোটেলে। এমনও ঘটনা ঘটছে, যেখানে কিশোরীদের জোর করে ভিনরাজ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, আর মজুরি আটকে রাখা হচ্ছে।

ছেলেমেয়েরা ভিনরাজ্যে বা ভিনদেশে যাচ্ছে পূর্বপরিচিত অভিবাসী বন্ধু, আত্মীয় বা এজেন্টের সহায়তায়। সমীক্ষা বলছে, অন্তত ১৩ শতাংশ মহিলা অভিবাসনের জন্য সাহায্য নিচ্ছে এজেন্টের, যার মধ্যে অনেক সময় যুক্ত হয়ে পড়ছে প্রতারণা, মাঝপথে নিখোঁজ হয়ে যাওয়া, কর্মক্ষেত্রে নির্যাতন এমনকি পাচারচক্রে। সম্প্রতি তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলে এক ভয়ানক 'ট্রেন্ড' দেখা দিয়েছে। কিছু অবৈধ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা কিছু ভুয়ো ব্যক্তি বৈধ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নাম নিয়ে দরিদ্র পরিবারগুলিকে অভিনব কায়দায় ফাঁদে ফেলছে। রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্কিল বেসড এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশনের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পের লিফলেট, নথিপত্র দেখিয়ে এবং নিজেদের সরকারি অফিসের সঙ্গে যুক্ত কর্মচারী হিসেবে প্রচার করে শ্রমিক পরিবারের সহজ-সরল তরুণীদের ভয়াবহ পাচারচক্রের জালে জড়িয়ে ফেলছে। কখনও বিদ্যমান প্রকল্পের অনুকরণে নকল নথি তৈরি করে বা কিছুদিন হাতের কাজ শিখিয়ে ভিনরাজ্যের ভুয়ো কোম্পানির নামে ভালো মাইনের আশ্বাস দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার বানিয়ে প্রতারণার চক্র ছড়িয়ে দিয়েছে। অথচ এজেন্টদের হাতে বাড়ির মেয়েদের তুলে দেওয়ার আগে তাদের পরিচয়পত্র খুঁটিয়ে দেখার মতন সচেতনতা এখনও পুরোপুরিভাবে আশা করা যায় না। প্রশাসনের সহায়তায় ইতিমধ্যে অনেক মেয়েকে রক্ষা করা গেলেও কিছু মেয়ে দালালের ফাঁদে পড়ে বলপূর্বক যৌনব্যবসা বা অঙ্গপাচারের মতন ঘৃণ্য অপরাধের শিকার হয়েছে।

চা বাগানের সৌন্দর্যের নেপথ্যে এই অন্ধকার কি চিরকাল গৌণ হয়ে থাকবে? এই বাস্তবতায় সবচেয়ে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে- অভিবাসনের অনিরাপদ রূপগুলি আইনি স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিরোধ করা, 'সেফ মাইগ্রেশন'-এর জন্য উৎস এবং গন্তব্য উভয় জায়গার আইনি সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্য ও সর্বোপরি স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা, সরকারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে শ্রমিক পরিবারের সহায়তার দায়িত্ব নেওয়া, এছাড়াও বিকল্প জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি, বিশেষভাবে নারীদের জন্য। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন সচেতনতা।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, চা বাগানের সৌন্দর্যের নেপথ্যে এই অন্ধকার কি চিরকাল গৌণ হয়ে থাকবে? এই বাস্তবতায় সবচেয়ে জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে- অভিবাসনের অনিরাপদ রূপগুলি আইনি স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিরোধ করা, 'সেফ মাইগ্রেশন'-এর জন্য উৎস এবং গন্তব্য উভয় জায়গার আইনি সহায়তা, মানসিক স্বাস্থ্য ও সর্বোপরি স্বাস্থ্যসেবা সুনিশ্চিত করা, সরকারি প্রকল্পগুলির মাধ্যমে শ্রমিক পরিবারের সহায়তার দায়িত্ব নেওয়া, এছাড়াও বিকল্প জীবিকা ও দক্ষতা উন্নয়নের সুযোগ তৈরি, বিশেষভাবে নারীদের জন্য। নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করতে সবচেয়ে প্রয়োজন সচেতনতা। বাগানের প্রত্যেক ঘরে জানানো ১০৯৮ টোল ফ্রি নম্বরে কল করে সারা ভারতবর্ষের যে কোনও জায়গায় যে কোনও নারী তার বিপদের কথা জানাতে পারেন, বলতে পারেন তিনি পাচারচক্রের শিকার হয়েছেন। তাছাড়াও রয়েছে পরিবারের এফআইআর বা স্বতঃপ্রণোদিত এফআইআর, চাইল্ডলাইন এবং সর্বোপরি অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিক ইউনিট। অভিবাসী শ্রমিকদের অবস্থান নথিভুক্ত রাখতে সরকারি উদ্যোগে কর্মসাথী প্রকল্পের অংশ হিসেবে গ্রামগুলিতে তাঁদের নাম নিবন্ধীকরণের কাজ সারাবছর যাবৎ চলতে থাকে। যার প্রধান উদ্দেশ্য ভিনদেশে দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বা কোনও আপৎকালীন অবস্থায় তাঁদের সুস্থভাবে ফেরানোর চেষ্টা। এছাড়াও শুধুমাত্র চা বাগান কেন্দ্রিক জীবনে সীমাবদ্ধ না থেকে বাগানের প্রত্যেক নারী শ্রমিক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আওতায় এসে এই অঞ্চলেরই অনন্য প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বাঁশ ও কাঠের হস্তশিল্প, ভেষজ পণ্য ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত কাজ করতে পারেন। হাঁস-মুরগি বা ছাগল পালনও আয়ের পথ খুলে দেয়। প্রয়োজন শুধু সচেতনতা এবং আরও আরও অনেক উদ্যোগ। চা বাগানের লছমিদের কণ্ঠস্বর যেন চাপা না পড়ে।

(লেখক সরকারি আধিকারিক। মাদারিহাটে কর্মরত।)

আজ

১৯১১

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক দেবব্রত বিশ্বাস।

১৯১৫

কিংবদন্তি নাট্যব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বিধানচন্দ্র রায় যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁর ঘাড়ে দেনা ছিল না। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে বামফ্রন্ট সরকার ২ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকা দেনা চাপিয়ে গিয়েছে। তারপরেও তিনি যে উন্নয়ন করেছেন, তাতে বলা যায় বিধান রায় বাংলার রূপকার হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার নবরূপকার বলতে হবে।

- মলয় ঘটক

ভাইরাল/১

বৃষ্টিতে রাস্তাঘাটে হাঁটুজল মুম্বইতে। একজন ডিভাইডারে ভাসমান ম্যাট নিয়ে দাঁড়িয়ে। ইন্দোনেশিয়ার ১১ বছরের রায়ানের বিখ্যাত 'অরা ফার্মিং'-এ নাচছেন তিনি। নাচ শেষে ম্যাট নিয়ে জলে ঝাঁপ। দেখে আশপাশে উচ্ছ্বাস। ভাইরাল ভিডিও।

ভাইরাল/২

প্রেমিকাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন রাজস্থানের এক তরুণ। কিন্তু বাড়ির লোকেরা নারাজ। তাই নির্মীয়মাণ হাইটেনশন টাওয়ারের মাথায় তিনি উঠে পড়লেন। হুলুস্থুল কাণ্ড। অনেক বুঝিয়ে ওই তরুণকে নিরাপদে নামানো হয়। পরে পুলিশ তাঁকে আটক করে।

জনমন
জনমত

খেলাধুলোয় আগ্রহ দিন-দিন কমছে

বর্তমান সময়ে নেট দুনিয়ার আকর্ষণ এতটাই যে, শহর তথা গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের খেলা ভুলতে বসেছে। কিছুকাল আগেও স্কুলে খেলার ক্লাস থাকলে শিক্ষার্থীরা প্রবল উৎসাহ নিয়ে ফুটবল, ক্রিকেট, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, খো খো সহ আরও নানান রকম মজাদার খেলা খেলতে অতি ব্যস্ত হয়ে পড়ত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে শিক্ষার্থীদের মধ্যে খেলাধুলোর উৎসাহে অনেকটাই ভাটা পড়েছে।

অনেক সময় লক্ষ করা যাচ্ছে, পড়াশোনার মতো খেলাও তাদের কাছে একটা বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। বিভিন্ন স্কুলের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাতে বিভিন্ন খেলার ইভেন্টে প্রতিযোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়াচ্ছে। কোনও কোনও ইভেন্টে প্রতিযোগী না পাওয়ার ফলে সেই খেলার ইভেন্টটাই হয়তো বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে খেলা নিয়ে এই যে নিরুৎসাহ ও অনীহা প্রকাশ পাচ্ছে, এর দায় কার? ছাত্রছাত্রীদের খেলায় প্রেরণা জোগাতে কোথাও কি কোনও খামতি থেকে যাচ্ছে?

খেলাধুলোর সঙ্গে দৈহিক গঠন এবং পরোক্ষভাবে পড়াশোনাও জড়িত। খুদে শিক্ষার্থীদের চোখে পাওয়ারফুল চশমা শোভা বাড়াচ্ছে। অভিভাবকরা পড়াশোনায় তাদের সন্তানদের কাছে যতটা সম্ভব ভালো রেজাল্ট প্রত্যাশা করছেন, কিন্তু খেলাটাকে ততটাই গুরুত্ব দিচ্ছেন কি? তাছাড়া নিয়মিত খেললে নির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করা, আগ্রহ ও মনোযোগ বাড়ে। সারাদিন চনমনে থাকা যায়। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য খেলার কোনও বিকল্প নেই। তাই শুধু স্কুলেই নয়, স্কুলের বাইরেও একজন শিক্ষার্থীর নিয়মিত খেলাধুলো ও শরীরচর্চা করা উচিত।

মোবাইলে মুখ গুঁজে থাকার চেয়ে খানিকটা সময় সবুজ মাঠে দৌড়ঝাঁপ করলেও শরীরের পক্ষে তা ভীষণ উপকারী। চাপমুক্ত থাকতে, স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে, রোগমুক্ত থাকতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সময়নিষ্ঠ হতে, পারস্পরিক বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে খেলাকেই স্কুল স্তরে অবশ্যই অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। পড়ুয়ারাই দেশের ভবিষ্যৎ। সেক্ষেত্রে খেলাধুলোর দ্বারাই দেশের ভবিষ্যৎকে সুস্থ ও সবল রাখা সম্ভব।

সজল মজুমদার
বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর।

বাসে সংরক্ষিত সিট আসলে একটি ধাঁধা

নিয়ম গড়ে আমরাই তা ভাঙি। 'মহিলা', 'বরিষ্ঠ নাগরিক', 'প্রতিবন্ধী' লেখা সিটগুলি স্রেফ লেখা হিসেবেই থেকে যায়।

সাহানুর হক

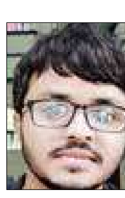

মানুষ ঠাসা বাসটিতে উঠেই চোখ কেঁপে উঠল। বাসের মধ্যে এক বৃদ্ধ কাঁপা হাতে কোনওরকমে একটি সিটের কিনারা ধরে নিজেকে সামলে দাঁড়িয়ে আছেন। বাসে উপস্থিত প্রায় সকলেই এই দৃশ্যের সাক্ষী হয়েও কারও মধ্যে সেই মানুষটিকে নিয়ে ন্যূনতম মাথাব্যথা দেখা গেল না। যে যাঁর মতো নিজস্ব জীবন ভাবনায় মশগুল।

অফিস, স্কুল, বাজার- সবাই ছুটে চলে যে যাঁর গন্তব্যে পৌঁছানোর জন্য। কিন্তু এই দৌড়ের ভিড়ে যে মানুষগুলো অসহায়, নিরীহ, যাঁদের জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা রয়েছে সরকারি এমনকি পাবলিক বাসেও তাঁরাই আজ বঞ্চিত নিজেদের অধিকার থেকে। বাসের মধ্যে 'মহিলা', 'বরিষ্ঠ নাগরিক', 'প্রতিবন্ধী' লেখা সিটগুলি স্রেফ লেখা হিসেবেই থেকে যায়। প্রায়ই দেখা যায়, এই সিটগুলিতে দিব্যি বসে আছেন তরুণ-তরুণী বা কর্মক্ষম পুরুষরা। কেউ মোবাইল ফোন স্ক্রলিংয়ে ব্যস্ত, কেউ জানলার বাইরে তাকিয়ে ভাবছেন নিজস্ব স্বপ্নের কথা। কিন্তু পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা অসহায় বৃদ্ধ বা অন্তঃসত্ত্বার দিকে তাকানোর সৌজন্যটুকুও নেই কারও মধ্যে। এই ছবি কেবলমাত্র একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের নয়, বরং বলা ভালো সমস্ত জায়গার।

বাসের মধ্যে সংরক্ষিত সিটের মূল দর্শন হল সামাজিক সংবেদনশীলতার প্রকাশ- যাতে শারীরিকভাবে দুর্বল, বয়সে প্রবীণ, কিংবা মহিলারা কিছুটা স্বস্তিতে যাতায়াত করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে তা স্বার্থপরতা ও অবহেলার জেরে প্রশ্ন রেখে যায় দায়বদ্ধহীন সমাজের কাছে। আমরা নিষ্ঠুর হয়ে ভাবি, 'একটু দাঁড়িয়ে থাকলে কী হবে?' না হয়, 'অন্য কেউ উঠবেন!' কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তা আর হয় না। নিশ্চিত এই সমস্যায় নিয়ম প্রয়োগের শিথিলতাও দায়ী। কনডাক্টর বা বাসকর্মীরা প্রায়ই নীরব থাকেন, যাত্রীদের সঙ্গে বচসা এড়িয়ে থাকতে চান। ফলত, সংরক্ষিত আসন নীতি একপ্রকার 'স্বেচ্ছাচারী নৈতিকতা'য় পরিণত হয়ে ওঠে।

ছবি - এআই

এইসব উদাসীনতার পাশাপাশি বিশেষ পরিবর্তন দরকার নাগরিক সচেতনতায়। একবার ভাবুন, একজন বৃদ্ধ ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন, গাড়ি ঝাঁকুনি দিচ্ছে, আর আপনি আরামে বসে আছেন তাঁর জন্য সংরক্ষিত সিটে। এই ছবিটি মানবিকতার কোন মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য? শহুরে হোক বা গ্রাম্য, সভ্যতা কেবল আকাশছোঁয়া ভবন বা ঝকঝকে ছায়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা মাপা হয় সমাজের পারস্পরিক সহানুভূতি ও সম্মানের ভিত্তিতে। বাসে সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থাকে কার্যকরভাবে মানা, শুধু আইন মানা নয়- এটি আমাদের সামাজিক নৈতিকতার পরীক্ষাও।

অনিবার্যভাবে এই অবস্থার সুরাহা দরকার। স্কুল থেকে নাগরিক শিক্ষার মূল্যবোধ, মিডিয়ায় সচেতনতামূলক প্রচার এবং বাস কর্তৃপক্ষের সক্রিয় তদারকি- সব মিলিয়ে বদল আনা যেতে পারে এই চিত্রপটে। এমনকি প্রতিটি বাসের মধ্যে প্রযুক্তির সাহায্যে ডিজিটাল ডিসপ্লে বা ঘোষণা দিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে কোন সিট ঠিক কার জন্য সংরক্ষিত। আজকের ভিড়ের শহরে একটুখানি সহানুভূতি হয়তো তেমন বড় কিছু মনে হয় না আমাদের কাছে সহজেই, কিন্তু সেই ছোট্ট একটি সদিচ্ছাই গড়ে তোলে একেকটি সভ্যতার আসল সিঁড়ি। তাই বাসের মধ্যে সংরক্ষিত সিটের নিয়ম মানা আমাদের মানবিক দায়িত্বভার। আর এই দায়িত্ব পালনেই একদিন হয়তো আমরা দেখব, ভিড়ের মাঝেও মহিলা, বরিষ্ঠ নাগরিক, বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীর মুখে 'স্বস্তির হাসি'। আমাদের একেকটি সুন্দর সকালে এইটুকুই শুদ্ধ অক্সিজেন চাই।

(লেখক পেশায় গ্রন্থাগারিক। দিনহাটার নয়ারহাটের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫১৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪১০১৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।
Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com.
Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪২২৪

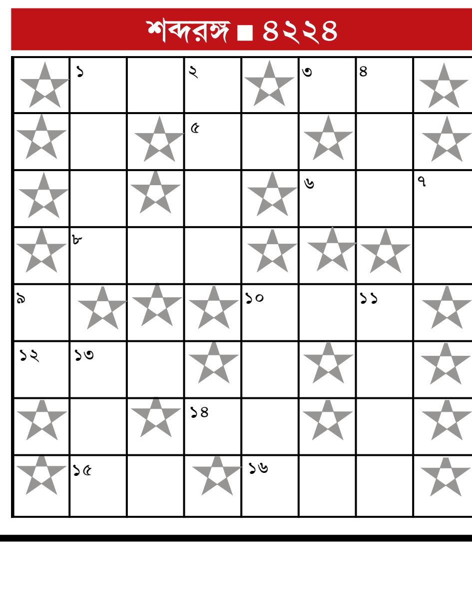

পাশাপাশি : ১। কুবেরের পুরী ৩। পুরুষ জাতীয় প্রাণী ৫। যে পাথরে সোনা পরীক্ষা করা হয় ৬। মুকুর, দর্পণ ৮। দেওয়ালের ওপর দিয়ে বেরিয়ে আসা ছাদের অংশ ১০। বাণপ্রস্থের অথবা মৃগয়ার স্থান ১২। দোষ বা অপরাধ ১৪। দেবতা নির্ধারিত বিষয় ১৫। খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ ১৬। যে সমারোহে নাচ ও গান হবে।

উপর-নীচ : ১। নেংটি ইঁদুর ২। যে সরীসৃপ মাথা কাঁপায় ৪। বিচারের জন্য নথিভুক্ত বা লিপিবদ্ধ ৭। বনের প্রাণী শেয়াল ৯। বাঁশের কাঠি দিয়ে তৈরি বিশেষ ধরনের পর্দা ১০। যে গাছের শাখার ডগা কেটে পুঁতলে গাছ হয় ১১। যে গাভীর বাছুর মরে গিয়েছে ১৩। মীমাংসা বা সমাধান।

সমাধান ■ ৪২২৩

পাশাপাশি : ১। মোমিন ৩। আঞ্চলিক ৪। লকুচ ৫। কানামাছি ৭। বশ ১০। কচু ১২। আকছার ১৪। কুলায় ১৫। বাটপাড় ১৬। নজর।

উপর-নীচ : ১। মোসাহেব ২। নলচে ৩। আচকান ৬। মানিক ৮। শম্বুক ৯। সারকুড় ১১। চুরমার ১৩। অয়ন।

বিন্দুবিসর্গ

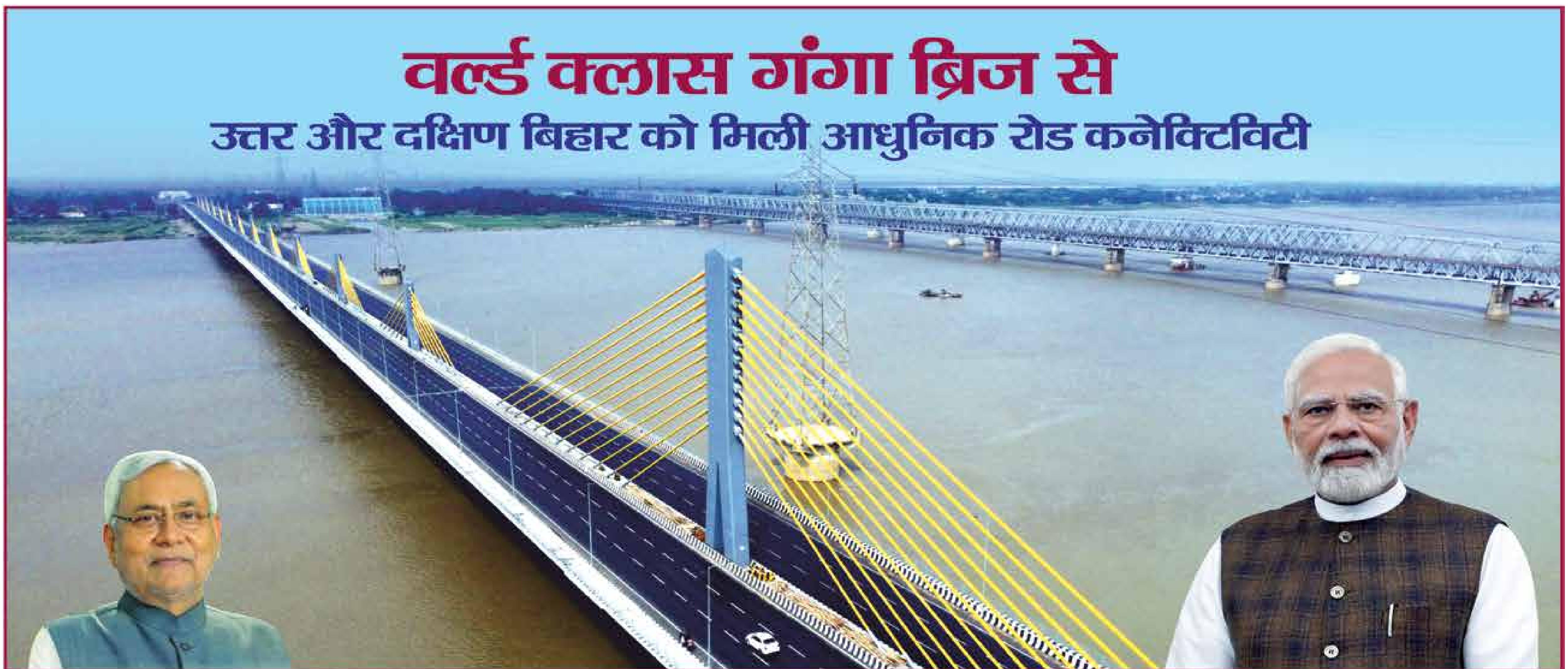

बिहारवासियों के लिए औंटा और सिमरिया के बीच
8 किमी से अधिक लम्बा 6-लेन गंगा ब्रिज का उपहार

औंटा-सिमरिया गंगा ब्रिज आगमन पर

माननीय प्रधानमंत्री

श्री नरेन्द्र मोदी

का

हार्दिक स्वागत और अभिनन्दन

कुल लागत : ₹1870+ करोड़

परियोजना से लाभ

- उत्तरी बिहार के सुपौल, मधुबनी, अररिया, बेगूसराय आदि जिलों की दक्षिणी बिहार के शेखपुरा, नवादा, लखीसराय के साथ बेहतर रोड कनेक्टिविटी
- पुराने जर्जर राजेंद्र ब्रिज से भारी वाहनों की आवाजाही बंद होने के कारण 100 किमी अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी, अब वह सफ़र केवल 8 किमी में संभव जिससे समय व ईंधन की बड़ी बचत और लॉजिस्टिक लागत में कमी
- राजेंद्र ब्रिज पर वन-वे ट्रैफिक संचालन के कारण लोग जाम में अटकते थे। नए गंगा ब्रिज से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी
- रिफाइनरी, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी सुधा डेयरी, खाद कारखाना सहित स्थानीय उद्योगों को मिलेगी नयी मजबूती
- स्थानीय कृषि उपज की बड़े बाजारों तक पहुँच होगी सुगम
- सिमरिया धाम तक सीधी पहुँच से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा

22 अगस्त, 2025, शुक्रवार, समय : अपराह्न 01:30 बजे, स्थान : सिमरिया, बेगूसराय, बिहार

गरिमामयी उपस्थिति

आरिफ मोहम्मद खां
राज्यपाल, बिहार

नीतीश कुमार
मुख्यमंत्री, बिहार

नितिन जयराम गडकरी
केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग

राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह
केंद्रीय मंत्री, पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी

गिरिराज सिंह
केंद्रीय मंत्री, वस्त्र

सम्राट चौधरी
उप मुख्यमंत्री, बिहार

विजय कुमार सिन्हा
उप मुख्यमंत्री, बिहार

नितिन नबीन
मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार

संजय सरावगी
मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

कार्तिक कुमार
सदस्य, बिहार विधान परिषद्

राजीव कुमार
सदस्य, बिहार विधान परिषद्

राम रतन सिंह
विधायक, तेघड़ा (बेगूसराय)

ज्ञानेंद्र कुमार सिंह
विधायक, बाढ़

अनिरुद्ध कुमार
विधायक, बख्तियारपुर

राज कुमार सिंह
विधायक, मतिहानी (बेगूसराय)

सतानंद सम्बुध
विधायक, साहेबपुर कमाल (बेगूसराय)

कुन्दन कुमार
विधायक, बेगूसराय

सुरेन्द्र मेहता
विधायक, बछवाड़ा (बेगूसराय)

सूर्यकान्त पासवान
विधायक, बखरी (बेगूसराय)

नीलम देवी
विधायक, मोकामा

और सभी माननीय जनप्रतिनिधि

DD NEWS पर कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखें

CBC 37107/15/0012/2526

আজ উন্নয়নই মোদির মন্ত্র

তিন মেট্রোপথের উদ্বোধনের পর জনসভা দমদমে

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : রাজ্য সফরে উন্নয়নই পাখির চোখ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। শুক্রবার একাধিক মেট্রোপথের উদ্বোধনে আসছেন মোদি। তাঁর সফরের আগে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লিখেছেন, 'প্রতিদিন তৃণমূলের বিরুদ্ধে রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। এর বিপরীতে বিজেপির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে রাজ্যবাসীর। তার কারণ বিজেপির উন্নয়ন।' প্রধানমন্ত্রীর এই বার্তা থেকেই স্পষ্ট, কলকাতায় তিন মেট্রোপথের উদ্বোধনকে হাতিয়ার করে কলকাতা সহ রাজ্যের উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে চাইছে কেন্দ্র।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, '২২ অগাস্ট আমি বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ এই দুই রাজ্যের উন্নয়ন সহায়ক নানা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে যাব। কলকাতায় আগামীকালের অনুষ্ঠানগুলি মূলত যোগাযোগ সম্পর্কিত।' মেট্রোর যে তিনটি নতুন পথের উদ্বোধন হবে তা হল নোয়াপাড়া থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর, শিয়ালদা থেকে এসপ্লানেড এবং বেলেঘাটা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (রুবি)। প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি অনুযায়ী পাটনা থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছোবেন বিকাল ৪টেয়। এরপর কলকাতা বিমানবন্দর থেকে সড়কপথে মোদি আসবেন যশোর রোড মেট্রো স্টেশনে। সেখান থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর পর্যন্ত পথের মেট্রো পরিষেবার সূচনা করবেন তিনি। যশোর রোড থেকে জয়হিন্দ বিমানবন্দর এবং সেখান থেকে ফের মেট্রোয় চেপেই ফিরবেন যশোর রোড স্টেশনে। এরপর সড়কপথে পৌঁছোবেন দমদম সেন্ট্রাল জেল ময়দানে। সেখানে যুগপথ দুটি সভা করবেন মোদি। প্রথমটি একগুচ্ছ সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন এবং পরে সংলগ্ন আরেকটি মঞ্চ থেকে দলীয় সভা করবেন তিনি।

মেট্রোয় সফরসূচি

- বিকেল ৪টে ৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন মোদি
- সড়কপথে যাবেন যশোর রোড মেট্রো স্টেশন
- ৪টে ১৫ মিনিটে মেট্রোর নতুন তিনটি রুটের উদ্বোধন করবেন মোদি
- মেট্রো রেল চেপে নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দরে যাবেন
- সড়কপথে রওনা হবেন দমদম সেন্ট্রাল জেল মাঠের দিকে

ব্যস্ত সন্ধ্যা

- প্রশাসনিক মঞ্চ থেকে সরকারি কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন
- ৫টা ২০ মিনিটে বিজেপির মঞ্চে উঠবেন
- বক্তৃতা শেষে সড়কপথে কলকাতা বিমানবন্দরে যাবেন
- সন্ধে ৬টা ৩৫ মিনিটে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা হবেন

এর আগে আলিপুরদুয়ার ও দুর্গাপুরে একই ধরনের দুটি সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ২৬-র বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের ক্ষমতায় বদলের ডাক দিয়ে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা নামে সভা শুরু করেছে বিজেপি। আলিপুরদুয়ারে প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে এই সভার সূচনা হয়েছে। সেই তালিকায় এটি তৃতীয় সভা। কিন্তু ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বেশকিছু পরিবর্তন হয়েছে। বিহারের এসআইআর ঘিরে সুর চড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিনরাজ্যে বাংলা-বাঙালি ইস্যুতে আক্রান্ত হয়েছেন বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকরা। এই তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল। যাকে কার্যত জরুরি অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে ড্রাকোনিয়ান বিল বলে তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। নাম না করে মোদি-শা'কে হিটলারের সঙ্গে তুলনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তৃণমূলই নয়, এই তিনটি ইস্যুতেই তৃণমূলের সমালোচনা করেও প্রতিদিন কেন্দ্রের মোদি সরকারকে তুলোধোনা করে চলেছে বাম-কংগ্রেস সহ বিরোধীরা। আর অন্যদিকে রাজনৈতিক স্বার্থে জাতীয় নিরাপত্তাকে উপেক্ষা করে অনুপ্রবেশকে মদত দেওয়ার জন্য তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দেগে চলেছে বিজেপি। ১৫ অগাস্ট লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণেও নাম না করে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে সরব হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। ফলে শুক্রবারের সভা থেকে উন্নয়ন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতেও ফের সরব হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে মোদির।

বয়স ১৮ হলে আর আধার নয় অসমে

গুয়াহাটি, ২১ অগাস্ট : বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ক্রমশ কঠোর হচ্ছে অসমের হিমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এসসি, এসটি এবং চা-বাগানের কর্মী বাদে আর কোনও আঠারোর্ধ্ব মানুষকে আধার কার্ড না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য মন্ত্রীসভা। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর থাকবে আগামী এক বছর। ১ অক্টোবর থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তা জারি থাকবে আগামী একবছর।

তবে এই সম্প্রদায়গুলির বাইরে বাকি সম্প্রদায়ের মানুষজন যাঁদের বয়স ১৮ পেরিয়ে গিয়েছে এবং যাঁরা আধার পাননি তাঁদের কাছে সেপ্টেম্বর মাসে আবেদন করার সুযোগ আছে বলে জানান হিমন্ত। সেপ্টেম্বরের পর জেলা কমিশনাররা আধার কার্ড দিতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে প্রথমে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে। সেক্ষেত্রে জেলা কমিশনাররা আধার কার্ড দিতে পারবেন। তবে তার জন্য প্রথমে স্পেশাল ব্রাঞ্চ এবং ফরেনার্স ট্রাইবিউনাল রিপোর্ট খতিয়ে দেখা হবে।

প্রাপ্তবয়স্কদের আধার না দেওয়ার সিদ্ধান্তের নেপথ্যে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ সমস্যা এবং রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষাকেই মূল কারণ বলে দাবি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যদিও আধার কার্ড দেয় ইউনিক আইডেন্টিফিকেশন অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (ইউআইডিএআই)। যা একটি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান। সেক্ষেত্রে অসম সরকারের পক্ষে এভাবে আধার কার্ড ইস্যু করা যায় কি না, তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'আমরা সীমান্ত দিয়ে লাগাতার বাংলাদেশি নাগরিকদের পুশ ব্যাক করছি। একজনও (বেআইনি বিদেশি) যাতে অসমে ঢুকে আধার কার্ড নিয়ে নিজেকে ভারতীয় নাগরিক বলতে না পারে তার জন্যই আমরা প্রয়োজনীয় সুরক্ষা নিতে চাইছি। আমরা ওই রাস্তাটি পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে চাইছি।' হিমন্ত সাফ জানিয়েছেন, অসমে জনসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি আধার কার্ড রয়েছে। অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যাতে আধার ব্যবহার করতে না পারেন তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।

নিরাপত্তা বাড়ল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : নিজের বাসভবনে হামলার মুখোমুখি হওয়ার পর নিরাপত্তা বাড়ানো হল দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার।মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার দায়িত্বে সিআরপিএফ। একইসঙ্গে হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লির পুলিশ কমিশনার এসবিকে সিংকে সরিয়ে দিল অমিত শা-র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। সিংয়ের জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে আইপিএস অফিসার সতীশ গোলচাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে পরবর্তী ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত তিনি থাকবেন ওই পদে। এদিকে বৃহস্পতিবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা। এদিন নিজের বাসভবনে দিল্লির সাত বিজেপি সাংসদের সঙ্গে তাঁকে বৈঠকে অংশ নিতে দেখা যায়।

দুই কক্ষে পাশ গেমিং বিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : লোকসভার পর রাজ্যসভায় পাশ হয়ে গেল অনলাইন গেমিং বিল। বৃহস্পতিবার সংসদের উচ্চকক্ষে বিলটি পেশ করেন কেন্দ্রীয় তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো। কোনওরকম বিতর্ক ছাড়াই ধ্বনিভোটে পাশ হয়ে যায় বিলটি। এই বিলের লক্ষ্য অনলাইন গেমিংয়ের মাধ্যমে বাড়তে থাকা আসক্তি, অর্থপাচার ও আর্থিক জালিয়াতি নিয়ন্ত্রণে আনা। অনলাইন গেমিং বিল সংসদের উভয়কক্ষে পাশ হয়ে যাওয়ায় এখন শুধু অপেক্ষা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের। বৈষ্ণো এদিন পরিসংখ্যান তুলে ধরে জানান, অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মে অংশ নিয়ে দেশের অন্তত ৪৫ কোটি মানুষ টাকা খুইয়েছেন। নতুন বিলে অনলাইন গেমিং পরিচালনা করলে এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং তিন বছর পর্যন্ত জেলের সাজার প্রস্তাব রয়েছে।

মনোনয়নপত্র পেশ রেড্ডির

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিলেন বালাকৃষ্ণ সুদর্শন রেড্ডি।

রাজ্যসভার সেক্রেটারি জেনারেলের ঘরে তাঁর মনোনয়ন পর্বে হাজির ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, এনসিপি (এসপি) সুপ্রিমো শারদ পাওয়ার, তৃণমূলের শতাব্দী রায়, শিবসেনা (ইউবিটি) সাংসদ সঞ্জয় রাউত প্রমুখ বিরোধী নেতানেত্রী।

জিএসটি সংস্কারে সায় মন্ত্রীগোষ্ঠীর

উৎসবের মরশুমে বড় উপহার!

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবে সায় দিল মন্ত্রী গোষ্ঠী (গ্রুপ অফ মিনিস্টারস)। জিএসটি কাউন্সিলে এই প্রস্তাব পাশ হলে যা উৎসবের মরশুমে আমজনতার জন্য বড় উপহার হতে পারে।

স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে জিএসটি সংস্কারের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণের সঙ্গে ছয় সদস্যের মন্ত্রী গোষ্ঠীর বৈঠকে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জিএসটি সংস্কারের রূপরেখায় সায় দিয়েছে এই মন্ত্রী গোষ্ঠী। প্রস্তাবে বলা হয়েছে এখন থেকে জিএসটিতে থাকবে মাত্র দুটি স্ল্যাব-৫ এবং ১৮ শতাংশ। ১২ এবং ২৮ শতাংশের জিএসটি হার বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে যে সব পণ্যে ১২ এবং ২৮ শতাংশ জিএসটি নেওয়া হত তা কমে ৫ এবং ১৮ শতাংশ হবে। ফলে এক ধাক্কায় বহু পণ্যের দাম কমবে।

এর পাশাপাশি কেন্দ্রের প্রস্তাবে ক্ষতিকর এবং বিলাসী পণ্যে ৪০ শতাংশ হারে জিএসটি চাপানো হবে। এই সব পণ্যের তালিকায় রয়েছে মদ, সিগারেট, বিলাসবহুল গাড়ি। যে সব পণ্যের বিক্রি বা ব্যবহার কমাতে চায় কেন্দ্র সেইসব পণ্যেই ৪০ শতাংশ হারে জিএসটি বসানোর পরকল্পনা রয়েছে কেন্দ্রের। যাকে 'সিন ট্যাক্স' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ঠান্ডা পানীয়, ফস্ট ফুড, মাদক দ্রব্য ইত্যাদি এই স্ল্যাবে ঢুকতে পারে।

এ ছাড়াও জীবন বিমা ও স্বাস্থ্য বিমার ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার করে নেওয়া হচ্ছে। এতদিন এই খাতে ১৮ শতাংশ জিএসটি দিতে হত। জিএসটি প্রত্যাহার করে নিলে প্রতিবছর প্রায় ৯৭০০ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে। নিত্য প্রয়োজনীয় বহু পণ্যে কোনও জিএসটি নেওয়া হয় না। কেন্দ্রের সংস্কার প্রস্তাবে জিএসটির আওতায় নতুন করে কোনও পণ্যকে আনা হচ্ছে না। ফলে প্রতিবছর জিএসটি আদায় খাতে বহু টাকার রাজস্ব হারাবে কেন্দ্রীয় সরকার। ভট্টাচার্য বলেন, জিএসটি কমলে রাজস্ব আদায় কমবে, এই বিষয়ে কেন্দ্রের প্রস্তাবে কিছু বলা হয়নি। কিছু ক্ষতিকর পণ্যে ৪০ শতাংশের পরেও বাড়তি কিছু কর বসিয়ে সেই ক্ষতি কমানোর প্রস্তাবও দিয়েছেন চন্দ্রিমা। স্বাস্থ্য ও জীবন বিমায় জিএসটি বাতিল করায় প্রিমিয়ামের খরচ কমবে।

সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি অন্য কোনও উপায়ে প্রিমিয়ামের খরচ না বাড়াতে

প্রস্তাব

- শুধু মাত্র দুটি স্ল্যাব থাকবে-৫ এবং ১৮ শতাংশ। ১২ এবং ২৮ শতাংশ জিএসটি স্ল্যাব থাকছে না
- ১২ শতাংশ স্ল্যাবের ৯৯ শতাংশ পণ্যে বসবে ৫ শতাংশ জিএসটি
- ২৮ শতাংশ স্ল্যাবের ৯০ শতাংশ পণ্যে বসবে ১৮ শতাংশ জিএসটি
- ক্ষতিকর পণ্যে ৪০ শতাংশ জিএসটি
- জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি থাকছে না
- ওষুধ, বেশ কয়েকটি গৃহস্থালি পণ্যের জিএসটি কমিয়ে ৫ শতাংশ হওয়ার সম্ভাবনা
- টেলিভিশন সহ বেশ কয়েকটি পণ্যের ওপর জিএসটি কমিয়ে ১৮ শতাংশ হতে পারে

এদিনের বৈঠকে ছয় সদস্যের মন্ত্রী গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক এবং কেরলের প্রতিনিধি ছিলেন মন্ত্রী গোষ্ঠীতে। বৈঠক শেষে সম্রাট চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রের প্রস্তাবে আমরা সায় দিয়েছি। কোনও কোনও রাজ্য বাড়তি কিছু প্রস্তাব দিয়েছে সেগুলি নিয়ে জিএসটি কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নেবে। বালার প্রতিনিধি চন্দ্রিমা পারে তা নিশ্চিত করারও দাবি জানিয়েছেন এই রাজ্যের প্রতিনিধি। ভূ রাজনৈতিক বিভিন্ন ইস্যু এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাড়তি শুল্কের চাপের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর জিএসটি সংস্কারের প্রস্তাব দেশের অর্থনীতিকে ফের চাঙ্গা করে তুলতে পরে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। উৎসবের মরশুমে দেশের আমজনতার জন্যও যা বিশেষ উপহার হয়ে উঠবে।

মহারাষ্ট্রের করাডে খাদোসি ড্যামে ভারী বর্ষায় জলস্ফীতি। বৃহস্পতিবার। ছবি পিটিআই।

জট কাটল না জয়েন্টের ফলপ্রকাশে

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফলপ্রকাশ নিয়ে জট কাটল না। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করল না ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, একক বেঞ্চ ইতিমধ্যেই মেধাতালিকা প্রকাশের সময় বেঁধে দিয়েছে। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়েছে। পরের সপ্তাহে সেখানে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। তাই এখনই ডিভিশন বেঞ্চ কোনও নির্দেশ দেবে না। ২ সেপ্টেম্বর মামলাটি ফের শুনবে বলে জানিয়েছে ডিভিশন বেঞ্চ।

রাজ্যের আইনজীবী জানিয়েছেন, শুক্রবার তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন। বিষয়টি আগামী সপ্তাহের শুরুর দিকে শোনা হয় সেই আবেদন করা হবে। তাই একক বেঞ্চের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি ডিভিশন বেঞ্চ।

'পদ্মশ্রী' উদ্ধার

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : পদ্মশ্রী ও অর্জুন সম্মানপ্রাপ্ত সাঁতারু বুলা চৌধুরীর চুরি যাওয়া পদ্মশ্রী সহ আরও ১৩টি পদক উদ্ধার হল। ১৫ অগাস্ট তাঁর বাড়ি থেকে পদকগুলি চুরি যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে ও ২৯৫টি পদক উদ্ধার করে। তার মধ্যে একটি পদ্মশ্রী পদকও রয়েছে। উত্তরপাড়া থানার আইসি অমিতাভ সান্যালের নেতৃত্বে একটি দল তদন্ত করে আরও দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। তাদের কাছ থেকে এই ১৩টি পদক উদ্ধার হয়। চুরি যাওয়া সামগ্রী চাঁদ মহম্মদ নামে এক ব্যক্তির কাছে ছিল। পুলিশ তাকেও গ্রেপ্তার করেছে।

বাংলা বলায় হেনস্তা খাস কলকাতাতেই

রিমি শীল

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : খাস কলকাতার বুকেই এবার বাংলায় কথা বলার মাসুল গুনতে হল। এবার আর ঘটনাস্থল ভিন রাজ্য বা বিজেপি শাসিত রাজ্য নয়। শিয়ালদা সেতুর নীচে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়াকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। জানা গিয়েছে, আক্রান্ত পড়ুয়ারা শিয়ালদার কারমাইকেল হস্টেলের আবাসিক। বুধবার রাত দশটা নাগাদ শিয়ালদা ব্রিজের নীচের কিছু দোকানদার মারধর করেছে এই পড়ুয়াদের। অবাংলাভাষী ব্যবসায়ীদের একাংশের বিরুদ্ধে ছুরি, বন্দুকের বাট, হকি স্টিক দিয়ে পেটানোর অভিযোগ উঠেছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের হেনস্তা ইতিমধ্যেই রাজ্যরাজনীতির অন্যতম চর্চার বিষয়। নির্বাচনের আগে বিজেপির বিরুদ্ধে শাসকদলের অন্যতম মূল হাতিয়ার পরিযায়ী হেনস্তা। এই প্রেক্ষিতে শাসকদলের বাংলাতেই যখন বাঙালির হেনস্তার অভিযোগ উঠল তা তৃণমূলকে নিতান্তই অস্বস্তিতে ফেলবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

গত কয়েকমাস ধরে পরিযায়ী শ্রমিকদের ইস্যু নিয়ে সোচ্চার হয়েছে তৃণমূল। এমনকি সংসদ পর্যন্ত প্রতিবাদের আঁচ পৌঁছেছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য শ্রমশ্রী প্রকল্প ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালি হেনস্তা সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অন্যতম মূল হাতিয়ার। তারই মধ্যে জনবহুল শিয়ালদা এলাকায়

> যে ঘটনা ঘটেছে তা অবাঞ্ছিত। বাঙালিদের হেনস্তা মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবে মেনে নেন না।
>
> **কুণাল ঘোষ**

> শিয়ালদা মানে গেটওয়ে অফ কলকাতা। এখানেই এমন ঘটনা ঘটলে তদন্ত করে দেখার বিষয়।
>
> **সজল ঘোষ**

> আগে ভিনরাজ্যে হত, এখন এই রাজ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
>
> **সুজন চক্রবর্তী**

এই ঘটনা ঘটেছে। ওই পড়ুয়াদের অভিযোগ, তাঁরা কয়েকজন একটি দোকানে মোবাইলের কভার কিনতে গিয়েছিলেন। সেখানে কভার দেখে সেগুলি পছন্দ না হওয়ার কথা জানান তাঁরা। তখনই তাঁদের বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা বলে গালিগালাজ করা হয়। দেশ থেকে বের করে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। কয়েকজনকে ছুরি দিয়েও কোপানোর চেষ্টা করেন অবাংলাভাষী কিছু ব্যবসায়ী। তাঁদের বাধা দিতে গেলে আরও কয়েকজন পড়ুয়াকেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ।

আহত পড়ুয়ারা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ঘটনার পরে মুচিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্তরা। তাঁরা মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাধীন। দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কারমাইকেল হস্টেলের সুপার সহ ছাত্র প্রতিনিধিদের কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাসে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সেখানেই রেজিস্ট্রার তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। এই পড়ুয়াদের কেন মারধর করা হল তা নিয়ে হস্টেল সুপারের থেকে রিপোর্টও নেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিরোধীরা দাবি করেছে, রাজ্যের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা দিতে পারছে না তৃণমূল সরকার। তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, 'বাঙালিদের নিরাপত্তা কীভাবে দিতে হয় তা অন্য কারোর কাছে শিখতে হবে না। যে ঘটনা ঘটেছে তা অবাঞ্ছিত। বাঙালিদের হেনস্তা মুখ্যমন্ত্রী কোনওভাবে মেনে নেন না।' বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, 'শিয়ালদা মানে গেটওয়ে অফ কলকাতা। এখানেই এমন ঘটনা ঘটলে তদন্ত করে দেখার বিষয়।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'আগে ভিন রাজ্যে হত, এখন এই রাজ্যে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।'

পিছোতে পারে এসএসসি পরীক্ষা

আবেদনের সময় বাড়ল ১০ দিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিয়ে ফের কড়া অবস্থান নিল দেশের শীর্ষ আদালত। বৃহস্পতিবার শুনানির সময় বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশ কুমার শর্মার বেঞ্চ মন্তব্য করে, "আপনারা কি এখনও অযোগ্য প্রার্থীদের ঢোকাতে চাইছেন? এটা সত্যিই লজ্জাজনক ও শকিং।" আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, ২০১৬ সালের প্যানেলের যোগ্য প্রার্থীদের, অর্থাৎ যাঁরা ৪৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন, তাঁদের ফর্ম ফিল-আপের সময়সীমা আরও ১০ দিন বাড়ানো হয়েছে। কমিশনকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, পরীক্ষার নির্ধারিত তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার বিষয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন সময়সূচি দ্রুত জানাতে হবে। যাতে প্রত্যেক প্রার্থী সময়মতো ফর্ম পূরণ করতে পারেন, তা নিশ্চিত করা কমিশনের দায়িত্ব। এছাড়া পরবর্তী প্রক্রিয়া ও সংশোধিত সময়সূচি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে কমিশনের কাছে।

আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্নাতকে ৪৫ শতাংশ নম্বর পাওয়া চাকরিরত শিক্ষকরা, যাঁরা ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেলে ছিলেন এবং দাগি নন, তাঁদের নতুন নিয়োগ পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সমস্ত পক্ষকে জবাব জমা দিতে হবে। নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য ৭ ও ১৪ সেপ্টেম্বর নির্ধারিত পরীক্ষার তারিখ পিছনোর আবেদন করেছিলেন তাঁরা। এর আগে রিভিউ পিটিশন খারিজ হয়ে গিয়েছিল। অভিযোগ উঠেছিল, রাজ্য সরকার এবং কমিশন সঠিকভাবে রিভিউ পিটিশন দাখিল না করায় এবং যোগ্য-অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা পরিষ্কারভাবে পেশ না করায় আদালত শুনতে চায়নি। সেই কারণেই যোগ্য প্রার্থীরা ফের আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এই রায়ের ফলে স্পষ্ট হয়েছে, যোগ্য প্রার্থীদের জন্য আগের ৪৫ শতাংশ কাট-অফই কার্যকর থাকবে। নতুন ৫০ শতাংশ কাট-অফ তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

হস্তক্ষেপের অভিযোগ

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : প্রাথমিকে ৩২ হাজার চাকরি বাতিল সংক্রান্ত মামলায় প্যানেল ও নম্বরের ব্রেকআপ প্রকাশ না হওয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করল কলকাতা হাইকোর্ট। আবেদনকারী চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলেন। বৃহস্পতিবার এই মামলায় অ্যাপটিটিউড টেস্টের অস্বচ্ছতা, প্যানেল প্রকাশ না করা, সংরক্ষণ নীতির লঙ্ঘন ও দুর্নীতির অভিযোগ তোলেন।

মামলাকারীদের আইনজীবীর অভিযোগ, অ্যাপটিটিউড টেস্ট কীভাবে নেওয়া হয়েছে বা আদৌ নেওয়া হয়েছে কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। একাধিক জেলায় সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীদের কাট-অফ মার্কস সাধারণ শ্রেণির প্রার্থীদের থেকে বেশি ছিল। যোগ্য প্রার্থীরা বঞ্চিত হয়েছেন। ওএমআর শিট মূল্যায়নের জন্য বেসরকারি সংস্থাকে বেআইনিভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। মামলার পরবর্তী শুনানি ২ সেপ্টেম্বর।

নমোর কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : কংগ্রেস সহ বিরোধী শিবিরের বেশ কিছু তরুণ নেতার যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা বলার সুযোগ পান না বলে খোঁচা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এনডিএ-র নেতাদের সঙ্গে একটি চা-চক্রে তিনি বলেছেন, 'লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি যাতে অস্বস্তিতে না পড়েন, সেজন্যই ওই তরুণ নেতাদের বলার সুযোগ দেওয়া হয় না।' ওই চা-চক্রে অবশ্য কোনও বিরোধী নেতা-নেত্রীর আমন্ত্রণ ছিল না। সদ্যসমাপ্ত সংসদের বাদল অধিবেশনে সেভাবে কোনও আলোচনা এবং বিতর্ক না হওয়ার দায়ও বিরোধীদের ঘাড়ে ঠেলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, তিনি জানিয়েছেন, অনলাইন গেমিং বিলের মতো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিলে ব্যাপক আলোচনার প্রয়োজন ছিল।

দ্রুত রাস্তা সারাই

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : শুক্রবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কলকাতায় আসছেন। দমদম বিমানবন্দর মেট্রো স্টেশন থেকে মেট্রো রেলে তিনি যশোর রোড স্টেশন পর্যন্ত আসবেন। কিন্তু যশোর রোড মেট্রো স্টেশন থেকে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার মাঠ পর্যন্ত রাস্তার হাল অত্যন্ত খারাপ। তাই তুমুল বৃষ্টির মধ্যেই তড়িঘড়ি বৃহস্পতিবার রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু করতে হল দমদম পুরসভাকে। প্রধানমন্ত্রীর যাত্রাপথের রাস্তার হাল অত্যন্ত খারাপ হওয়ায় জেলা প্রশাসনের কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত অফিসাররা। এই রাস্তায় প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তাঁরা। তারপরই তড়িঘড়ি রাস্তা মেরামত করতে পুরসভাকে বলে জেলা প্রশাসন। সাধারণভাবে বৃষ্টির মধ্যে বিটুমিনের রাস্তার কাজ করা হয় না। কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিতে লাগাতার বৃষ্টির মধ্যেই মেরামতির কাজ করতে হয়েছে।

খোঁচা জয়শংকরের

মস্কো, ২১ অগাস্ট : মস্কো সফরে গিয়ে আমেরিকার সাম্প্রতিক শুল্কনীতির তীব্র সমালোচনা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি বলেন, রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য আমেরিকা ভারতের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপাচ্ছে, অথচ চিনই রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল ক্রেতা। তাদের ওপর কোনও চাপ নেই। এদিন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ও বৈঠক করেন তিনি।

জয়শংকর বলেন, 'আমরা রাশিয়ার সবচেয়ে বড় তেল আমদানিকারক নই, সেটা চিন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন সবচেয়ে বেশি এলএনজি কেনে। রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সবচেয়ে বেশি বেড়েছে অন্য কিছু দেশের। অথচ আমেরিকা আমাদের শাস্তি দিচ্ছে। কয়েক বছর ধরেই তারা আমাদের বিশ্ব শক্তি বাজার স্থিতিশীল রাখতে উৎসাহ দিয়েছে, রাশিয়ার তেল কিনতেও বলেছে। আমরা আমেরিকার কাছ থেকেও প্রচুর তেল কিনছি। তাই এই যুক্তি একেবারেই অদ্ভুত।'

বৃহস্পতিবার মস্কোতে রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী সের্গেই লাভরভের সঙ্গে

বৈঠক করেন জয়শংকর। এরপর তিনি জানান, দুই দেশের মধ্যে ইউক্রেন, পশ্চিম এশিয়া, আফগানিস্তান থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে বাণিজ্য আরও বাড়ানো, বিশেষ করে কৃষি, ওষুধ আর বস্ত্র খাতে ভারতের রপ্তানি বৃদ্ধি করা। এতে বাণিজ্য ঘাটতি কমবে।' জয়শংকর আরও জানান, ভারতের কিছু তরুণ রুশ সেনাবাহিনীতে কাজ করছেন। এ ব্যাপারেও দ্রুত সমাধান চেয়ে তিনি অনুরোধ রেখেছেন রাশিয়ার কাছে।

পাশ ২৬টি বিল

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার সংসদের বাদল অধিবেশনের শেষ দিনেও অচলাবস্থা কাটল না। উলটে শাসক-বিরোধী তুমুল গোলমালের মধ্যেই অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবি হয়ে গেল লোকসভা ও রাজ্যসভার কাজ। ২১ জুলাই থেকে শুরু হওয়া বাদল অধিবেশনে লোকসভায় ১২টি এবং রাজ্যসভায় ১৪টি বিল পাশ করাতে পেরেছে কেন্দ্রীয় সরকার। লোকসভায় এবার মাত্র ৩৭ ঘণ্টা কাজ হয়েছে। অপরদিকে রাজ্যসভায় কাজ হয়েছে মাত্র ৪১ ঘণ্টা। লাগাতার অচলাবস্থার কারণে লোকসভার ৬২.২৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। অপরদিকে রাজ্যসভার ৫৯.২৫ কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে।

এই অচলাবস্থার জন্য বিরোধীদেরই একযোগে কাঠগড়ায় তুলেছেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ এবং কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর, ভোট চুরি এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা ঘিরে তোলপাড় হয়েছে এবারের অধিবেশন। যার জন্য অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিতর্ক ব্যতীত আর কোনও ইস্যুতে সেই অর্থে আলোচনাই হয়নি সংসদে।

অধিবেশন শেষের মুখে স্পিকার বলেন, '৪১৯টি প্রশ্নের মধ্যে লাগাতার বিঘ্ন ঘটায় মাত্র ৫৫টি প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এটা অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়।

লাগাতার হট্টগোল এবং পরিকল্পিত বাধাদানের কারণে আমরা মাত্র ৩৭ ঘণ্টা কাজ করতে পেরেছি। পরিকল্পিতভাব বিঘ্ন ঘটানো কখনও আমাদের পরম্পরা ছিল না। সভাকক্ষ হল্লা পাকানোর স্থান নয়।' অপরদিকে হরিবংশ বলেন, 'মাত্র ৩৮.৮৮ শতাংশ কাজ হয়েছে এবার। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।' বিরোধীদের বিঁধে রিজিজু বলেন, 'এই অধিবেশন বিরোধী সাংসদদের কাছে বড় ক্ষতির শামিল। বিশেষ করে যাঁরা নতুন তাঁরা সভায় বলার সুযোগই পাননি। এর জন্য দায়ী বিরোধীরাই।'

দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য?

লজ্জা নয়, সচেতন হোন

'পেট পরিষ্কার হয় না' -এই কথাটি বলতে অনেকেই লজ্জা পান। কিন্তু চিকিৎসাবিজ্ঞানে এর একটা নাম আছে। ক্রনিক কনস্টিপেশন বা দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য। বিশ্বব্যাপী প্রায় ১৫ শতাংশ মানুষ এই সমস্যায় ভোগেন। আমাদের আশপাশের বহু মানুষ রোজকার জীবনে এই সমস্যায় কষ্ট পান, অথচ মুখ খুলে বলতে পারেন না। সমস্যাটি অপ্রকাশিত থাকলেও, এর প্রভাব কিন্তু নীরব নয়। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা, দুইয়ের ওপরই গভীর প্রভাব পড়ে।

কী এই 'ক্রনিক কনস্টিপেশন'?

কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালের সিনিয়ার গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট জয়া ঘোষ চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, "যখন সপ্তাহের অধিকাংশ দিনেই মলত্যাগ কষ্টকর হয়ে ওঠে, বা বারবার মনে হয় পেট পুরোপুরি পরিষ্কার হচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে এটা আর সাধারণ কোষ্ঠকাঠিন্য নয়। এই সমস্যা যদি কয়েক সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে চলে, তবে তা 'ক্রনিক' হয়ে দাঁড়ায়। এটা শুধু অস্বস্তির বিষয় নয়, চিকিৎসা না করালে ভবিষ্যতে জটিলতার কারণও হতে পারে।"

কখন বলা হয় "দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য"?

যখন সপ্তাহের মধ্যে তিনবারের কম মলত্যাগ হয়, মল শক্ত বা দলাদলা আকারে বেরোয়, অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করতে হয় কিংবা মনে হয় পুরোপুরি মলত্যাগ হয়নি এবং এই লক্ষণগুলো যদি কয়েক সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় ধরে থাকে, তখন চিকিৎসকরা একে ক্রনিক কনস্টিপেশন বা দীর্ঘমেয়াদি কোষ্ঠকাঠিন্য বলে চিহ্নিত করেন।

কারণ কী কী হতে পারে?

স্বাভাবিকের তুলনায় কম ফাইবারযুক্ত খাবার খাওয়া

জল কম পান করা

দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা বা শারীরিক পরিশ্রম না করা

ব্যথানাশক, ডিপ্রেশনের ওষুধ কিংবা আয়রন সাপ্লিমেন্ট নেওয়া

ডায়াবিটিস, থাইরয়েড সমস্যা কিংবা পারকিনসনস জাতীয় স্নায়ুরোগ থাকা

অনেক ক্ষেত্রে এটা 'স্লো ট্রানজিট কনস্টিপেশন' অর্থাৎ অন্ত্রে মলের গতি অত্যন্ত ধীর হয়ে পড়ে। আবার অনেকের 'ডাইসিনারজিক ডিফিকেশন' বা পেলভিক ফ্লোর ডিসফাংশন থাকে, অর্থাৎ পায়ুপথের পেশিগুলি ঠিকভাবে কাজ না করায় মলত্যাগে অসুবিধা হয়। কিছু রোগীর ক্ষেত্রে এটা আইবিএস-এর ('IBS'—Irritable Bowel Syndrome) অংশ হিসেবেও দেখা যায়, যেখানে কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়া পালা করে আসে।

চিকিৎসা কীভাবে সম্ভব?

ডাঃ চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ, 'জীবনযাত্রায় কিছু সাধারণ পরিবর্তনই এই সমস্যার সমাধানে প্রথম পদক্ষেপ। ফল, শাকসবজি ও ফাইবারযুক্ত খাবার খাওয়া, জল পর্যাপ্ত পরিমাণে খাওয়া এবং দৈনন্দিন হাঁটা বা হালকা ব্যায়াম, এই সমস্যা দূর করতে দারুণভাবে সাহায্য করতে পারে।'

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে, কিউই ফল, ইসবগুল (psylium) ও শুকনো বরই (prunes) খাওয়ার অভ্যাস করলে ক্রনিক কনস্টিপেশনে উল্লেখযোগ্য উপকার মেলে।

যাঁদের ক্ষেত্রে এগুলোয় কাজ হয় না, তাঁদের জন্য ওষুধ, ফিজিওথেরাপি কিংবা পেলভিক ফ্লোর ট্রেনিং-এর মতো বিকল্প চিকিৎসাও রয়েছে। তবে যে কোনও ধরনের ওষুধ শুরু করার আগে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সময়মতো চিকিৎসা না হলে হেমোরয়েড, ফিশার বা আরও বড় ধরনের অন্ত্রজনিত সমস্যা হতে পারে।

যদিও এটা ডিনার টেবিলের আলোচনার বিষয় নয়, তবুও চিকিৎসকদের মতে, এই সমস্যা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। যত বেশি মানুষ জানবেন, তত দ্রুত তাঁরা চিকিৎসা করাবেন এবং স্বস্তি ফিরে পাবেন।

স্বাস্থ্যের হাল ফেরাতে আজ হেলথ কেয়ার সামিট

এই অঞ্চল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে দক্ষিণ ভারতে ছুটছেন। এর কারণ কী? সেই উত্তর খুঁজবে হেলথ কেয়ার সামিট।

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : উত্তরবঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতির স্বার্থে ঠিক কী করণীয়, সেই বার্তা দিতেই শুক্রবার শিলিগুড়িতে নর্থবেঙ্গল হেলথ কেয়ার সামিট-২০২৫ আয়োজিত হচ্ছে। ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের (আইসিসি) উদ্যোগে মাল্লাগুড়ির একটি বিলাসবহুল হোটেলে বসবে আসর। সেখানে অংশ নেবেন দেশের একাধিক নামী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তা এবং চিকিৎসকরা।

বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পাশাপাশি সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাতেও উত্তরে কোথায় ঘাটতি রয়েছে, কীভাবে সেই ঘাটতি মেটানো যায়, সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কীভাবে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলতে পারে ইত্যাদি নানা বিষয় নিয়েই হেলথ কেয়ার সামিটে আলোচনা হবে। সামিটের হেলথ কেয়ার প্যানেলের চেয়ারম্যান ডাঃ শেখর চক্রবর্তী বলেছেন, 'ফর্টিস, মণিপাল ও নেওটিয়া সহ দেশের বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার কর্মকর্তারা সামিটে অংশ নিচ্ছেন।'

উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক মেডিকেল কলেজ চালু হচ্ছে। ইতিমধ্যে পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল খোলা হয়েছে। দক্ষিণ দিনাজপুর এবং আলিপুরদুয়ারেও কলেজ তৈরির সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছে। তবুও উত্তরবঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর কতটা উন্নতি হয়েছে, তা নিয়ে চিকিৎসকদের মধ্যেই ধন্দ রয়েছে। উত্তরের সবচেয়ে পুরোনো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে প্রতিনিয়ত অব্যবস্থার অভিযোগ ওঠে। কলকাতার একটি মেডিকেল কলেজে দুটি ক্যাথ ল্যাব বসানো হলেও উত্তরবঙ্গে একটিও নেই।

এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে কীভাবে উত্তরবঙ্গের সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতিকরণ সম্ভব, এখানকার মানুষকে আরও ভালো সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ করে দেওয়া যায়- তা নিয়েই হেলথ কেয়ার সামিটে মতামত দেবেন চিকিৎসকরা। উত্তরবঙ্গের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্তা ডাঃ পূরণ শর্মা ছাড়া একাধিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ, সুপার বক্তব্য রাখবেন।

উত্তরবঙ্গের বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়েও আলোচনা হবে সেখানে। শিলিগুড়ি ধীরে ধীরে চিকিৎসার হাব হয়ে উঠছে। অনেক নামীদামি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা এই শহরের পাশাপাশি উত্তরের বিভিন্ন জেলায় হাসপাতাল তৈরি করেছে। তার পরেও এই অঞ্চল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পেতে দক্ষিণ ভারতে ছুটছেন। এর কারণ কী? সেই উত্তর খুঁজবে হেলথ কেয়ার সামিট।

উত্তরবঙ্গে আরও উন্নতমানের চিকিৎসা পরিকাঠামো সহ হাসপাতাল তৈরি করতে কীধরনের বাধার সম্মুখীন হতে হয়, কীভাবে সেসবের মোকাবিলা করা সম্ভব- সেকথাও উঠে আসবে আলোচনায়। ডাঃ শেখর চক্রবর্তী জানালেন, হেলথ কেয়ার সামিটের আলোচনা রিপোর্ট আকারে রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হবে।

অতি বিশ্রামেও হতে পারে মাইগ্রেন!

কমবেশি মাইগ্রেনে ভোগেন না এমন মানুষ খুব একটা নেই। প্রচণ্ড মাথাব্যথা, সঙ্গে বমি বমি ভাব কিংবা মাথার এক পাশ থেকে শুরু হয়ে গোটা মাথায় ছড়িয়ে পড়া অসম্ভব যন্ত্রণা, সঙ্গে আবার কখনো-কখনো জ্বর। এই উপসর্গগুলি মাইগ্রেনের রোগীদের কাছে বেশ পরিচিত। একটানা বেশ কয়েকদিন থাকার কারণে এই যন্ত্রণা শরীরকে কাবু করে দেয়। তবে কোনটা মাইগ্রেন আর কোনটা নয় তা বোঝা প্রয়োজন। মাইগ্রেনের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কিছু কারণ অর্থাৎ ট্রিগার ফ্যাক্টর থাকে। যেমন অতিরিক্ত রোদ বা অতিরিক্ত ঠান্ডা, খুব পরিশ্রম হলেও মাইগ্রেন হতে পারে। আবার অতিরিক্ত বিশ্রামে থাকলেও কিন্তু মাইগ্রেন হয়।

ঠিক কী কারণে মাইগ্রেনের ব্যথা ওঠে, তা নিয়ে এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত নন বিশেষজ্ঞরা। তবে অধিকাংশ চিকিৎসক অতিরিক্ত চাপকেই কারণ হিসেবে ধরে থাকেন। অতিরিক্ত কাজ কিংবা কাজ নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মাইগ্রেনের আক্রমণ হয় বেশি। এক্ষেত্রে সাধারণত চিকিৎসকেরা বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দেন। আলো কিংবা শব্দ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে যথাসম্ভব বিশ্রাম নিলেই ধীরে ধীরে কমে আসে মাইগ্রেন।

কিন্তু যাঁরা ভাবছেন বিশ্রামে থাকলে বোধ হয় মাইগ্রেনের সমস্যা হবে না, তাঁদের জানা উচিত অতিরিক্ত বিশ্রাম থেকেও কিন্তু মাইগ্রেনের ব্যথা হতে পারে। দীর্ঘ সময় ছুটি কাটানো কিংবা আরাম করতে করতে অনেকেই মাইগ্রেনের শিকার হন। রাতে দীর্ঘ সময় ঘুমোনোর পরও সকাল থেকে মাইগ্রেনের শিকার হয়েছেন এমন অভিযোগ অনেকেই করে থাকেন। তবে বেশি আরাম করলেই যে মাইগ্রেন হবে, ব্যাপারটি তেমনও নয়।

সমস্যা হল মস্তিষ্ক অভ্যাসের দাস, টানা কাজ করতে করতে মস্তিষ্ক যখন বিশ্রামের সুযোগ পায়, তখন হুট করে তালগোল পাকিয়ে ফেলতে পারে। ফলে দুম করে চাপ কমে গেলে অনেক সময় সেখান থেকে মাইগ্রেন তৈরি হতে পারে। চিকিৎসকরা মনে করেন অতিরিক্ত বিশ্রাম কোনও সমস্যা নয়; বরং বিশ্রামের অনিয়মিত সময়সূচি অথবা রুটিনে হঠাৎ বদলই ডেকে আনতে পারে মাইগ্রেন।

তাই বিশ্রামের সময়সূচির সঙ্গে শরীরকে মানিয়ে নিতে সময় দিন। টানা কাজের চাপ থাকলেও চেষ্টা করবেন সময়মত বিশ্রাম নিতে। তবে অতি বিশ্রামের কারণে হওয়া মাইগ্রেন খুব একটা দেখা যায় না। সাধারণত মানসিক চাপ, ক্যাফেইন, অ্যালকোহল ও অনিয়মিত ঘুমের মতো পরিচিত কারণগুলোই মাইগ্রেনের জন্য দায়ী।

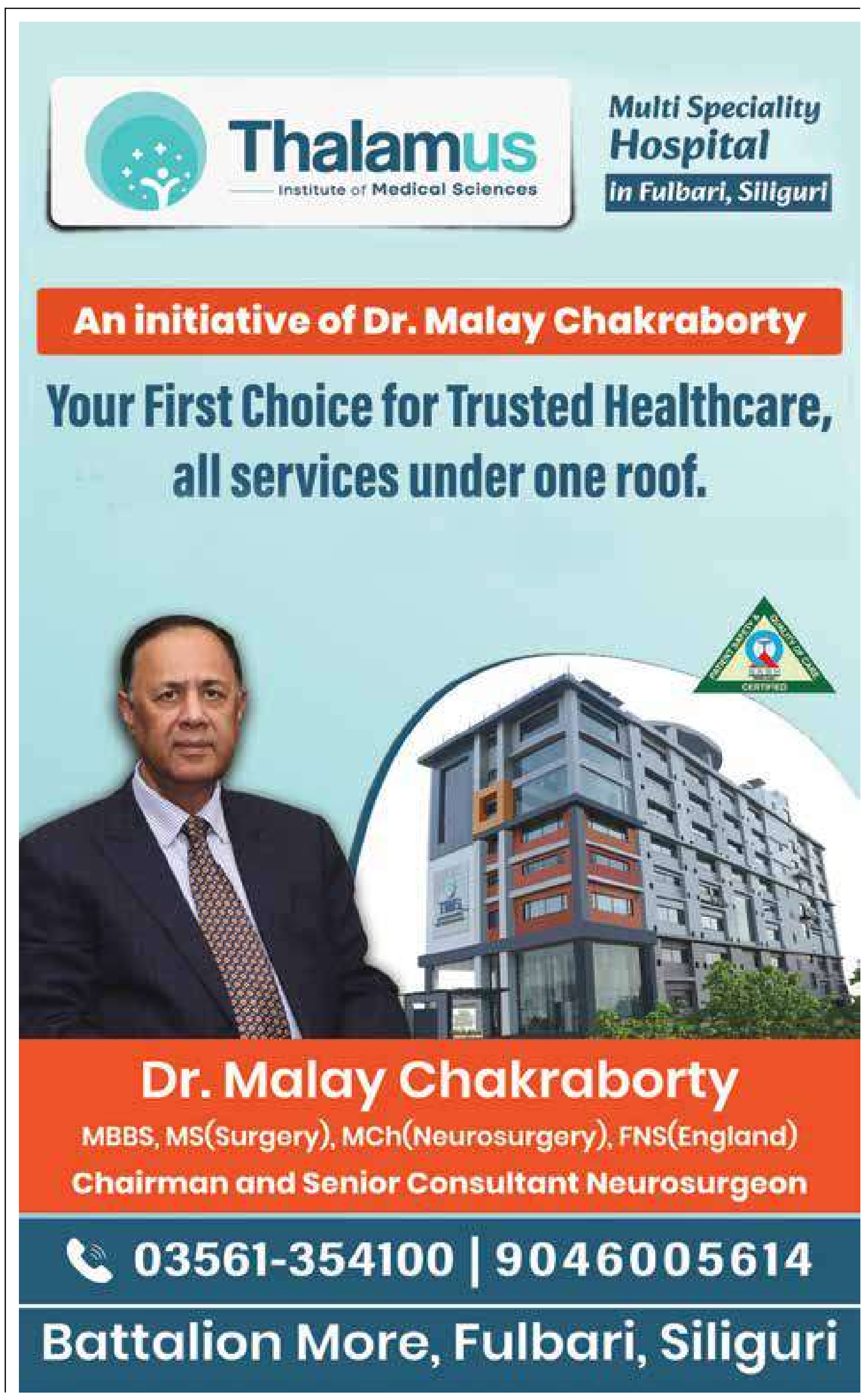

পুলিশকর্তাকে প্রাণনাশের হুমকি

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের স্পেশাল অপারেশনস গ্রুপের (এসওজি) এক কর্তার কাছে মঙ্গলবার প্রথমে ফোন এবং তারপর মেসেজে প্রাণনাশের হুমকি আসে। বুধবার এসওজি-র ওই কর্তা মাটিগাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্তের নাম সুরেশ সিং। সুরেশ উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। সোনা লুটের ঘটনায় জড়িতদের ধরার জন্য এসওজি উত্তরপ্রদেশে অভিযান চালিয়েছিল। সেই সময় স্থানীয় এক ড্রাইভারকে দিয়ে এসওজি-র এই কর্তা সুরেশের বাড়ির ছবি তুলিয়েছিলেন। সেই ঘটনার পালটা হিসেবেই এই হুমকি বলে মনে করা হচ্ছে। মঙ্গলবারের ওই হুমকি ফোনে হুঁশিয়ারির সুরে পুলিশকর্তাকে বলা হয়, 'আমি জানি তুই ড্রাইভার দিয়ে আমার বাড়ির ছবি তুলেছিস।' এরপর প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে বলা হয়, 'আমাদের ছেলেরাও তোর বাড়ির ছবি তুলে রেখেছে।'

পুলিশের সূত্রে খবর, হিলকার্ট রোডের সোনা লুটের গ্যাং-এর খোঁজ করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, সুরেশের নামে উত্তরপ্রদেশেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

৪ অফিসারকে

প্রথম পাতার পর

শুধু একজন এইআরও ও একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে নির্বাচনি দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়। রাজ্যের এই পদক্ষেপে ক্ষুব্ধ কমিশন তড়িঘড়ি মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে তলব করেছিল। দিল্লিতে গিয়ে নির্দেশ কার্যকর করার জন্য সাতদিন সময় চান মুখ্যসচিব। সেই সময়সীমা ছিল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা পর্যন্ত। দিনভর বিস্তর টানাপোড়েনের পর রাজ্য সরকার ওই চার সরকারি আধিকারিক এবং একজন ডেটা এন্ট্রি অপারেটরকে সাসপেন্ড করে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেয়।

তবে কমিশনকে পাঠানো চিঠিতে নির্বাচনের কাজে সরকারি আধিকারিকদের ভূমিকার কথা ফের মনে করিয়ে দিয়েছে রাজ্য। অন্যদিকে, আরও দুই নিবন্ধন ও দুই সহকারী নিবন্ধন আধিকারিকের বিরুদ্ধে একই ধরনের সিদ্ধান্ত কমিশন নিতে চলেছে বলে আশঙ্কা করছে নবান্ন। ওই অফিসাররা পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার ও উত্তর ২৪ পরগনার রাজারহাট বিধাননগরে কর্মরত। তাঁদের বিরুদ্ধেও ভোটার তালিকায় একই ধরনের কারচুপি করার অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশনের দিল্লি দপ্তরকে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক। ফলে ওই চার সরকারি আধিকারিকের ওপরেও শাস্তির খাঁড়া নামতে চলেছে বলে ডব্লিউবিসিএস অ্যাসোসিয়েশন আশঙ্কা করছে।

বিরুদ্ধে অনাস্থা

প্রথম পাতার পর

সেই বৈঠকে গৌতম দেব, অরুণ ঘোষ, পাপিয়া ঘোষ সহ জেলা কোর কমিটির সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা অনাস্থার পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় সেইজন্য সবাইকে দলের স্বার্থে মিলেমিশে কাজ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। বৈঠক থেকে বেরিয়েই ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ জন জনপ্রতিনিধি বিকেলে বিডিও অফিসে গিয়ে অনাস্থা পেশ করেছেন। অনাস্থায় উপপ্রধান শিবম বিশ্বাস, তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির স্ত্রী অনীতা বর্মনও সই করেছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

সৎ চোরের কাহিনী

আমেরিকার এক মহিলা নিজের চুরি যাওয়া গাড়ি হঠাৎই খুঁজে পেলেন পার্কিং লটে। চমক এখানেই শেষ নয়- গাড়ির ভেতরে রাখা নগদ টাকা আর চিরকুট : "ভুল করে চুরি করেছি, দুঃখিত। গ্যাস কেনার টাকা রাখলাম।" পুলিশ মনে করছে, জরুরি প্রয়োজনে গাড়ি নিয়ে পরে অনুশোচনায় ফেরত দিয়েছে চোর। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘটনা ভাইরাল, নেটিজেনরা এই 'সৎ চোর'-এর সততার প্রশংসায় পঞ্চমুখ - "এমন চোর থাকলে তো চুরির ভয়ই থাকে না!"

লেকের রানির চমক

মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে মিলল এক 'লেকের ভেতর লেক, তার ভেতর দ্বীপ'! বিরল এই প্রাকৃতিক গঠন দেখে হতবাক বিজ্ঞানীরা। তাদের ধারণা, ভূগর্ভস্থ জলের অদ্ভুত প্রবাহের ফলে এমন তৈরি হয়েছে। খবর ছড়াতেই ভিড় জমেছে পর্যটকদের। স্থানীয়রা নাম দিয়েছে 'লেকের রানি'। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এ ধরনের স্থান ভূতাত্ত্বিক গবেষণায় নতুন দিগন্ত খুলতে পারে। ভ্রমণপিপাসুরা এখনই এই 'মিনি অ্যাডভেঞ্চার' লিস্টে যোগ করে ফেলেছেন।

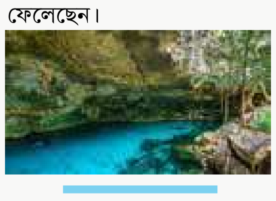

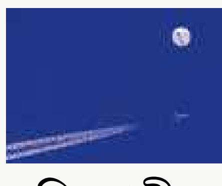

ভিনগ্রহীদের সিগন্যাল?

নিউ ইয়র্কের আকাশে হঠাৎই দেখা গেল আকাশে দ্রুতগামী রহস্যময় উড়ন্ত বস্তু। অনেকে একে ভিনগ্রহীদের যান বলে দাবি করছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা ভিডিও তুলে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছেন, যা মুহূর্তে ভাইরাল। তবে স্থানীয় প্রশাসন নীরব। শহরে গুঞ্জন- "হয়তো আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে ভিনগ্রহীরা।" বিজ্ঞানীরা আপাতত বলছেন, এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এখনই সম্ভব নয়।

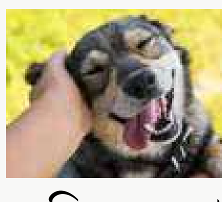

মনিব অন্তপ্রাণ

বিজ্ঞান অবশেষে মেনে নিল, কুকুর আমাদের শুধু পোষা প্রাণী নয়, পরিবারেরই অংশ। এমরি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউরোসায়েন্টিস্ট গ্রেগরি বার্নসের নেতৃত্বে একটি যুগান্তকারী গবেষণায় দেখা গেছে, যখন কুকুর তার মালিকের গন্ধ পায়, তখন তাদের মস্তিষ্কের কডেট নিউক্লিয়াস- যা আনন্দ, পুরস্কার, আর ভালোবাসার কেন্দ্র- অনেক বেশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। মজার ব্যাপার হল, খাবারের গন্ধ বা অন্য কুকুরের গন্ধের চেয়েও মালিকের গন্ধে এই অংশটা বেশি সাড়া দেয়। এর মানে, আপনার গন্ধ তাদের কাছে শুধু পরিচিত নয়, এটি এক শক্তিশালী আবেগীয় প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। এটা শুধু নিউরোসায়েন্সের প্রমাণ নয়, এ যেন নিঃশব্দে এক ভালোবাসার ঘোষণা।

জঙ্গলে বসছে মদের আসরও

প্রথম পাতার পর

উচ্ছিষ্ট ফেলে রাখা হচ্ছে জঙ্গলে। মদ্যপান করার পর কেউ কেউ গাছের নীচে বোতল রেখে দিচ্ছে, তো কেউ তা ভেঙে ফেলছে। চারদিকে ভাঙা বোতলের কাচ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে।

যে এলাকায় এসব চলছে সেখানে হাতি, হরিণের নিয়মিত আনাগোনা। নদী থেকে জল খায় তারা। এলাকায় ঘোরাফেরা করে। ভাঙা কাচের টুকরো যে কোনও সময় বন্যপ্রাণীর পায়ে ক্ষত তৈরি হতে পারে। কোনও বন্যপ্রাণী আবার খাবার ভেবে খেয়ে ফেললে মুখে, খাদ্যনালিতে ক্ষত তৈরি হতে পারে। অভিযোগ, এখানে বনকর্মীদের চোখের সামনেই অবাধে মদ বিক্রি হয়।

উদ্বিগ্ন পরিবেশপ্রেমীরা বলেছেন, বন দপ্তরের বিষয়টিতে পদক্ষেপ করা প্রয়োজন। পশুপ্রেমী সংগঠন স্ন্যার-এর তরফে কৌস্তভ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বন দপ্তরের নজরদারির অভাব রয়েছে। এভাবে কোর এলাকায় যদি হাতির পেটে মদের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস চলে যায় সেগুলি খুবই ক্ষতিকর। আমরাও বন দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি নিয়ে প্রচারে নামব।'

শাক্ত মতে পুজো

প্রথম পাতার পর

সদস্য ধূপগুড়ি শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায়, 'খুব সহজভাবে বললে হিন্দুধর্মের তিন পথ অনুযায়ী শৈব মতে বৃহৎ নন্দীকেশর, শাক্ত মতে কালিকাপুরাণ এবং বৈষ্ণব মতে দেবিকাপুরাণ পুজো পদ্ধতি বিদিত। আমাদের পারিবারিক দেবী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা এবং কালিকা মতে পূজিতা। বনস্পতি বলি হলেও বেশ কয়েক বছর যাবৎ রক্তপাত এবং আমিষ ভোগ ছাড়াই পুজো করা হচ্ছে।'

কালিকাপুরাণের সঙ্গে দেবিকাপুরাণ পদ্ধতির অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটেছে কোচবিহার রাজপরিবারের পুজোয়। বড়োদেবীর পুজোর বিশেষত্ব এটাই। ষষ্ঠীর বোধন থেকে অষ্টমী পর্যন্ত এখানে দেবিকাপুরাণ মতে পরমান্ন, পুষ্পান্ন এবং মিষ্টান্ন ভোগ দেওয়া হয় দেবীকে। নবমীতে মোষের পাশাপাশি বলি হয় পাঁঠা ও পায়রা। বলি দেওয়া মোষের মাংস কাঁচা বিলি হলেও পাঁঠা ও পায়রার মাংস এবং নানান মাছ দিয়ে রান্না হয় খিচুড়ি ভোগ কেশরান্ন। ঘরের ভেতর তা পরিবেশিত হয় দেবীর উদ্দেশে। বড়োদেবীর পুজোর পুরোহিত দীনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন, 'দেবীর প্রকাশ্য ভোগ দেবিকাপুরাণ মতেই হয়। শুধু নবমী তিথিতে হয় আমিষ খিচুড়ি ভোগ। বড়োদেবী দুই মতেই পূজিতা হন। বড়োদেবী ছাড়াও মোষ বলি দিয়ে আমিষ ভোগ নিবেদন করা হয় দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের মদনমোহন ঠাকুরবাড়ি এবং গোসানিমারির দেবী আরাধনাতেও।'

উত্তরের জেলাগুলোতে হাতেগোনা যে কয়েকটি জায়গায় আজও বিশুদ্ধ কালিকাপুরাণ মতে শক্তিরূপী দেবীর পুজো হয় তার অন্যতম জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজো। এখনও এই পুজোয় চারদিনই পশুবলি এবং আমিষ ভোগ নিবেদন হয় দেবীর সামনে। নবমীতে পঞ্চবলির অঙ্গ হিসেবে চালকুমড়ো, আখের সঙ্গেই বলি দেওয়া হয় পাঁঠা, হাঁস ও পায়রা। সেই মাংস পরিবেশন হয় দেবীর ভোগে। প্রায় ২০০ বছর ধরে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির দেবী দুর্গার সেবাইত ঘোষাল পরিবার। সেই পরিবারের বর্তমান সদস্য তথা তিন দশকের বেশি সময় ধরে দেবীর পুরোহিত শিবু ঘোষালের কথায়, 'কালিকাপুরাণের তন্ত্র মতে জাগ্রত দেবীর ভোগ নিবেদন করা হয় বলির মাংস এবং মাছের নানাবিধ পদে। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা দেবী শক্তিস্বরূপিনী কালিকা। শক্তি আরাধনা তন্ত্রসাধনা ছাড়া সম্ভব নয়।' দেবিকাপুরাণ মতে দেবী দুর্গার গায়ের রং অতসী ফুলের মতো হলুদ। পুজো বিধি এবং দেবীর বর্ণে কালিকাপুরাণের সঙ্গে বিস্তর ফারাক দেবিকাপুরাণের। দুই মতের মধ্যে কিছুটা বিস্তারিত বৃহৎ নন্দীকেশর পুজোপদ্ধতি। উত্তরবঙ্গে প্রায় বিরল এই পুজো পদ্ধতি যাদের হাত ধরে চলছে তাদের অন্যতম ধূপগুড়ির তিলক গোস্বামী বলেন, 'ওপার বাংলায় দেবিকাপুরাণ মতে পুজোর চল নেই বললেই চলে। কিছু জমিদার বাড়ি বাদ দিলে বৃহৎ নন্দীকেশর মতেই হয় পুজো। এতে অতিরিক্ত নয়টি ঘটে দেবী নয়টি রূপে আলাদাভাবে পূজিতা হন। নিরামিষ ভোগ হলেও এই পুজো দেবিকাপুরাণের তুলনায় অনেক দীর্ঘ এবং বিস্তারিত। দশপ্রহরণধারিণী দেবী দুর্গা আমবাঙালির ঘরের মেয়ে উমা। আবার শাস্ত্র মতে, হোম, ভোগ, বলি, অর্চনার সমাবেশে এ হল মহাপুজো। হয়তো আনন্দের উৎসব বলেই ধীরে ধীরে বিলুপ্তির পথে কালিকাপুরাণ মতে দেবী আরাধনার কঠিন রীতি। ভিন্নমতে বারোয়ারি বাজেটের টানেই সহজ পথে দেবিকাপুরাণই তাই বহুল প্রচলিত দেবী দুর্গার আরাধনায়।

চা শ্রমিকদের বোনাস নিষ্পত্তিতে নজর রাজ্যের

মালিক-শ্রম দপ্তর বৈঠক

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২১ অগাস্ট : গত বছর ১৬ শতাংশ হারে পুজো বোনাস নিয়ে শ্রমিক আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়েছিল উত্তরবঙ্গের চা বলয়। বছর শেষে বিধানসভা ভোট থাকায় ঝুঁকি নিতে নারাজ রাজ্য বোনাস নিষ্পত্তি করতে চাইছে দ্রুত। যে কারণে মালিকদের ৫টি সংগঠনের সঙ্গে বসতে বৈঠক ডাকল শ্রম দপ্তর। শুক্রবার কলকাতায় নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবনের কনফারেন্স হলে বৈঠকটি হওয়ার কথা। উপস্থিত থাকবেন খোদ শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটক। বোনাস নিয়ে শ্রমিক-মালিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে রাজ্য সরকারের এমন 'হস্তক্ষেপ' যে নজিরবিহীন, মানছে সব মহলই।

মালিকপক্ষের যৌথ মঞ্চ কনসালটেটিভ কমিটি অফ প্ল্যান্টেশন অ্যাসোসিয়েশন (সিসিপিএ)-এর তরফে ডাকা দ্বিপাক্ষিক বোনাস বৈঠক হওয়ার কথা ২৮ অগাস্ট। বৈঠকটি ভার্চুয়ালি হওয়ার কথা। পরবর্তীতে ৬ ও ৭ সেপ্টেম্বর কলকাতায় মুখোমুখি বসবে দুই পক্ষ। তার আগে রাজ্যের তরফে ডাকা বৈঠকের উদ্দেশ্য মালিকদের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ তৈরির কৌশল বলে মনে করছেন অনেকে। চা বণিকসভাগুলি মনে করছে, বোনাস ফয়সালা নিয়ে যাতে গত বছরের মতো দীর্ঘসূত্রিতা ও টালবাহানা না হয়, সেই সংক্রান্ত নির্দেশ দিতে পারে রাজ্য। প্রয়োজনে যে শ্রম দপ্তর অ্যাডভাইজারি জারি করে দেবে, সেই বার্তা দেওয়া হতে পারে। সম্প্রতি জিটিএ চিফ অনীত থাপা বোনাস নিয়ে শ্রমমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবি যে পাহাড়ে উঠেছে, তা শ্রমমন্ত্রীর কাছে স্পষ্ট করেন তিনি। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে সরব তরাই ও ডুয়ার্সের শ্রমিক সংগঠনগুলিও।

উত্তরবঙ্গের অতিরিক্ত শ্রম কমিশনার পার্থ বিশ্বাসের চিঠি অনুযায়ী, শুক্রবারের বৈঠকে থাকার কথা ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন, টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া, টেরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইন্ডিয়ান টি প্ল্যান্টার্স অ্যাসোসিয়েশন ও দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের। সিসিপিএ'র উত্তরবঙ্গের আহ্বায়ক অমিতাংশু চক্রবর্তী বলেন, 'বৃহস্পতিবার বিকেলে বৈঠকের চিঠি পেয়েছি। দেখা যাক কী হয়।' টিপা-র চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসল বলছেন, 'রাজ্য যখন বৈঠক ডেকেছে, তখন কম সময়ের নোটিশেও যেতে হবে। তবে এখন চা শিল্পের পরিস্থিতি খারাপ। সবকিছু বিবেচনা করে শ্রম দপ্তর আলোচনা করবে, সেই বিশ্বাস রাখতে চাই।' তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান নকুল সোনার বলেন, 'রাজ্যের হস্তক্ষেপকে স্বাগত জানাই। আমাদের দাবি, অবশ্যই সর্বোচ্চ হারের বোনাস।' বিজেপি প্রভাবিত ভারতীয় টি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মনোজ টিগ্গা বলছেন, '২০ শতাংশ হারে বোনাসের কথা তো ইতিমধ্যে বলে দেওয়া হয়েছে। আগামী ২৪ তারিখ পরবর্তী রণকৌশল ঠিক করতে বীরপাড়ায় বৈঠক ডাকা হয়েছে।' চা শ্রমিকদের যৌথ মঞ্চ জয়েন্ট ফোরামের অন্যতম নেতা ও সিটুর রাজ্য সম্পাদক জিয়াউল আলম বলেন, '২০ শতাংশের এক পয়সাও কম বোনাস নয়। স্থায়ী ও অস্থায়ী, সমস্ত ধরনের শ্রমিকদেরই তা দিতে হবে। চলতি মাসের শেষেই যাতে বোনাসের টাকা শ্রমিকদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে যায়, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে।'

আশার আলো

আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন, শ্রমিকদের মন জয়ে সচেষ্ট রাজ্যের শাসকদল

শ্রমিক-মালিক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে মালিকদের সঙ্গে আলোচনায় শ্রম দপ্তর

২০ শতাংশের নীচে পুজো বোনাস নয়, দাবি উঠেছে পাহাড় থেকে সমতলে

এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে।

কোর্টে নিশীথকে লক্ষ্য করে ডিম

প্রসেনজিৎ সাহা ও অমৃতা দে

দিনহাটা, ২১ অগাস্ট : দিনকয়েক আগে কোচবিহারে এসে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী হেনস্তার মুখে পড়েছিলেন। এবারে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক একই ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতির শিকার হলেন। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী আবু মিয়াঁ খুনের ঘটনায় নিশীথ বৃহস্পতিবার দিনহাটা আদালতে হাজিরা দিতে আসেন। ফিরে যাওয়ার পথে প্রাক্তন এই সাংসদকে তৃণমূলের বিক্ষোভের মুখে পড়তে হয়। নিশীথকে লক্ষ্য করে কালো পতাকা দেখানোর পাশাপাশি তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। সমস্তটাই পুলিশের সামনেই ঘটে বলে অভিযোগ। গোটা বিষয়টিকে নিয়ে বেশ হইচই শুরু হয়। ঘটনার প্রতিবাদে পদ্ম শিবির মুখর হয়েছে। সন্ধ্যায় বিজেপি বেশ কিছুক্ষণ কোচবিহারের মড়াপোড়া চৌপথিতে দিনহাটা-কোচবিহার রাজ্য সড়ক অবরোধ করে।

নিশীথের গাড়ির সামনে কালো পতাকা দেখাচ্ছেন তৃণমূল কর্মীরা।

নিশীথের কথায়, 'তৃণমূল জমানায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিরোধীরাও যে আদালত চত্বরে সুরক্ষিত নয় তা আরও একবার প্রমাণিত হল। এদিন হামলা চালিয়ে তৃণমূল আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে।' কোচবিহারে ইচ্ছা করে এ ধরনের ঘটনা ঘটানো হচ্ছে বলে তাঁর দাবি। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'দিহাটার বাইরে রয়েছি, তাই ঠিক কী ঘটেছে সে বিষয়ে জানা নেই। তবে নিশীথের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ রয়েছে। সে কারণেই হয়তো এদিন এমন ঘটনা ঘটেছে।'

২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটের দিনদুয়েক আগে গিতালদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের খারিজা গিতালদহ এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য আবু মিয়াঁকে তাঁর বাড়ি থেকে বের করে নৃশংসভাবে খুনের ঘটনায় তৎকালীন তৃণমূল যুব কংগ্রেস নেতা নিশীথ প্রামাণিক সহ ৪১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল। আবুর পরিবার ৪১ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। পরবর্তীতে নিশীথ সহ ২৪ জনের নামে আদালতে চার্জশিট জমা পড়ে। সেই মামলার হাজিরা দিতেই নিশীথ এদিন আদালতে এসেছিলেন। তাঁর হাজিরাকে কেন্দ্র করে দিনহাটা আদালত চত্বরে চোখে পড়ার মতো পুলিশি নজরদারি ছিল। এর আগেও কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে দিনহাটা আদালতে হাজিরা দিতে এলে তাঁর গাড়িতে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে ঢিল ছোড়ার অভিযোগ ছিল। এদিন নিশীথের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে বলে বিজেপির দাবি।

বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় রায়ের কথায়, 'আসলে বিধানসভা ভোটে হার নিশ্চিত বুঝেই তৃণমূল এ জাতীয় কাজ করছে। তবে এতে আমাদেরই লাভ। ওরা যতই এ ধরনের কাজ করবে, আমাদের ভোট ততই বাড়বে।' তৃণমূলের শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর কথায়, 'মানুষের সঙ্গে নিশীথ প্রামাণিকের কোনও সংযোগ নেই। সেই ক্ষোভেই হয়তো তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়েছে। আগামীতে হয়তো আস্ত মুরগিও ছোড়া হতে পারে।'

ফের বন্ধ জাতীয় সড়ক

শিলিগুড়ি, ২১ অগাস্ট : ফের বন্ধ থাকল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। রাস্তা তৈরি ও মেরামতের জন্য বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টা থেকে রাত ১১টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত সেবক থেকে রংপো (পশ্চিমবঙ্গ) পর্যন্ত যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল ন্যাশনাল হাইওয়ে অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড। বুধবার ২৯ মাইলে রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাহাড় থেকে জলের স্রোত নেমে আসায়। পাশাপাশি ধসও নামে। এদিন এই এলাকায় সড়ক সংস্থাটি কাজ করেছে বলে জানা গিয়েছে। অন্যদিকে, এদিন সন্ধ্যায় বৃষ্টি চলাকালীন রংপোতে (সিকিম) একটি গাছ উপড়ে জাতীয় সড়কে পড়লে দীর্ঘ সময় যান চলাচল বন্ধ থাকে মুনসুং-রংপোর মধ্যে।

মোষ উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২১ অগাস্ট : বৃহস্পতিবার কিশনগঞ্জ থানার পুলিশ উত্তরপালি রোডে অভিযান চালিয়ে দুটি পিকআপ ভ্যান থেকে ১২টি মোষ উদ্ধার হয়। ৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অন্যদিকে, আরপিএফ বুধবার রাতে কিশনগঞ্জ রেলস্টেশনের ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা হাওড়াগামী কামরূপ এক্সপ্রেস থেকে প্রায় ৩৩ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে।

বাল্যবিবাহ রোধ

কিশনগঞ্জ, ২১ অগাস্ট : প্রশাসন কিশনগঞ্জের হারুয়াডাঙ্গা গ্রামে এক নাবালিকার বিয়ে আটকাল। চাইল্ডলাইন ও একটি এনজিওকে বাসিন্দারা এলাকায় এক নাবালিকার বিয়ের কথা জানিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার ওই নাবালিকার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। আসরে পাশের গ্রাম থেকে বরযাত্রীরাও পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেইসময় পুলিশ গিয়ে বিয়ে আটকায়।

বিএ-এমএ পাশ

প্রথম পাতার পর

খুব আশা করে কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়েছিলাম। কিন্তু যখন শুনলাম আমাকে স্রেফ পাতা তোলার কাজ করতে হবে তখন খুবই ভেঙে পড়ি।' আশা ছিল, বাগানের অফিসে কোনও কাজ পাবেন। কিন্তু তা না জোটায় রোজগারের কোনও উপায় না থাকায় বিশ্বজিৎ অবশ্য শেষপর্যন্ত সেই কাজটিকেই আঁকড়ে ধরতে বাধ্য হন। রাজেশের মতো তিনিও ১০ বছর ধরে বাগানে চা পাতা তোলার কাজ করে চলেছেন। অসীমদের তবু স্নাতক হওয়ার সুযোগ হয়েছিল। পরিমল দাসের হয়নি। ১৯৯২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর অর্থাভাবে সেখানেই পড়াশোনায় ইতি। তারপর থেকে বাগানেই চা পাতা তোলার কাজ করে চলেছেন। আজও। জীবন কবে বদলাবে? রাজেশ থেকে পরিমল, কারও জানা নেই।

কালিম্পং, ভূতনি বাদ কলকাতার

প্রথম পাতার পর

তাদের জন্য রাত দখলের লড়াইয়ে নামে না কলকাতার কেউ। তাদের জন্য মোমবাতি জ্বালানোর দায়ও আমাদের নেই। সিলেবাস থেকেই দুটো জায়গাকে ছাঁটাই করে দিয়েছে কলকাতা। দুটো ইস্যুই শাসক ও বিরোধীদের কণ্ঠস্বর তোলার মতো ছিল। কেন্দ্র বা রাজ্য- দোষ কারও একতরফা নয়। তবুও সে সুযোগটা কেউ নেয়নি। দু'পক্ষই দোষী যে! সবচেয়ে বড় কথা, ওদিকে বেশি ভোটার নেই, আর রাজ্যজুড়ে প্রভাবও নেই।

তাহলে প্রকৃতির হাতে বারবার মার খাওয়া এই লোকগুলো যাবেন কার কাছে, বলুন তো? এঁদের কথা জাতীয় মিডিয়া বলে না। কলকাতার মিডিয়া বলে না। সব পার্টির নেতারাই নিদ্রা যান, কেননা কালিম্পং আর ভূতনি নিয়ে বললে কোনও প্রচারই জুটবে না।

আমার প্রচার চাই ভাই, ভূতনি আর কালিম্পং চুলোয় যাক। মালদা আর দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গের সব সাংসদ, বিধায়ক একেবারে বোবা। এঁরা কলকাতার টিভি চ্যানেলে ঘাটালের বন্যা, উত্তরকাশীর ধ্বংসলীলা নিয়ে বলতে পারলেই জীবন ধন্য মনে করেন। উত্তরকাশীর বিপর্যয়ের দিনই বাংলা-সিকিম সীমানায় বালির মতো ঝুরঝুরিয়ে ভেঙে পড়ল সেবক-সিকিম ট্রেনের টানেল। যা ওই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল। কলকাতা ও তার বিশেষজ্ঞকুল নির্বিকার। তাঁদের কিছু এসে যায় না। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ফের রাজধানীর সিলেবাসে ঢুকবে পুজোর সময়, দক্ষিণবঙ্গের পর্যটকরা কিছুই না জেনে বেড়াতে গিয়ে চূড়ান্ত বিপর্যস্ত হলে।

উত্তরবঙ্গের সব পার্টির জনপ্রতিনিধিদেরও বা কি কিছু এসে যায়? ভোট আসার ঠিক দু'মাস আগে দেখবেন, এঁদের গলার স্বরই পালটে যাবে। শরীরী ভাষাও। এখন তাঁরা অন্য মোডে- 'কলকাতার পাবলিসিটিটা নিই আগে।' তখন চলে যাবেন অন্য মোডে—'আমাদের উত্তরবঙ্গ বারবার শুধু বঞ্চিত বাংলার মানচিত্রে।' উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত বলে মাসকয়েক পরে যাঁরা অকারণ গলার শির ফুলিয়ে কপাল চাপড়াবেন, এখন তাঁরা কলকাতাভিত্তিক রাজনীতিতেই বন্দি। শাসক, বিরোধী সব পক্ষ।

তিস্তার জল ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে উঠে যাওয়ায় এবারও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল সিকিম। কালিম্পংয়ের অবস্থাও শোচনীয় ছিল লাভা এবং বাগ্রাকোট দিয়ে যাওয়ার রাস্তা খারাপ থাকায়। কালিম্পংয়ে দৈনিক এক কাগজ চালান সন্দীপ সি জৈন। সম্পাদক ভদ্রলোক সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, সব ক্ষমতাসীন পার্টির কাছেই সিকিমের মতো কালিম্পং সৎছেলে। এভাবে এতদিন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে মানুষ? সিকিমের মতো কালিম্পংও পুরোপুরি নির্ভর শিলিগুড়ির ওপর। সেখানেই যদি যাতায়াত না করা যায়, কী করে হবে? সুন্দরবনের অনেক দ্বীপের মানুষও এতটা বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, যা জুটেছে কালিম্পংয়ের ক্ষেত্রে।

সেই প্রেক্ষাপটেই সন্দীপের মন্তব্য খুব গুরুত্বপূর্ণ, 'গতবার ধসের জন্য ৩৯ দিন বন্ধ ছিল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সবার মতো আমিও বাংলার পূর্ত দপ্তরকে দোষারোপ করেছিলাম সেসময়। এবার সেই সড়ক কেন্দ্রের হাতে। রাস্তা ২৩ দিন বন্ধ ছিল সংস্কার হচ্ছে বলে। ৬ দিন বন্ধ থাকল ধসের জন্য। এখনও বর্ষা শেষের এক মাস বাকি। সংস্কারটা হল কোথায়? যদি সত্যিই সংস্কার ঠিকঠাক হত, তা হলে কি রাস্তার অবস্থা এত খারাপ হত? কেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ, সিকিম সরকারের অফিসাররা চুপ এতদিন? সড়কের দায়িত্বে থাকা এনএইচআইডিসিএল কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে বলে ওদের সমালোচনা করা যাবে না?'

ঘটনা হল, ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক পূর্ত দপ্তর দেখত বলে গতবছর পর্যন্ত কালিম্পং জেলা প্রশাসন একটা বড় ভূমিকা নিত রাস্তা খোলার জন্য। নিজেরাও কাজ করত। এখন সেই কাজটাও আর করে না পুরোটা কেন্দ্রের হাতে বলে। এখানে আবার আমরা দেখছি, যেমন মমতা সরকার, তেমন মোদি সরকার। এ বলে আমায় দ্যাখ, ও বলে আমায়। কালিম্পংয়ের সম্পাদক-সাংবাদিক প্রশ্ন তুলেছেন, কালিম্পং আর সিকিম কি তা হলে তিব্বতের আমলের পরিবহণ ব্যবস্থায় ফিরে যাবে? যখন যাতায়াত করা যেত শুধু খচ্চরে চড়ে?

কালিম্পং ও ভূতনি- দুটো বিপর্যয়ই এমন নিয়মিত, যেখানে অনেকগুলো দপ্তরের দায় ও ব্যর্থতা জড়িয়ে। এক বিভাগের সঙ্গে অন্য বিভাগের সংহতিরও প্রশ্ন ধূলিসাৎ। সেচ, পূর্ত, পর্যটন, পরিবেশ, বিদ্যুৎ, শিক্ষা...। স্থানীয় সাংসদ-বিধায়কদের মধ্যে বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেস সব পক্ষ আছে। আগের সিপিএম জমানাতেও কোনও কাজের কাজ হয়নি।

একজনও কাজের নন, মুখেন মারিতং জগৎ। গেলেই বিক্ষোভের মুখে পড়বেন, তাই ওদিকে ছায়া মাড়ান না। দেখেছেন রতুয়ায় মহানন্দটোলায় ঘরহারা মানুষের সামনে কাস্তে হাতুড়ি ছেড়ে পদ্মে নাম লেখানো সাংসদ খগেন মুর্মুর ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি দশা। কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যাওয়া সাবিত্রী মিত্রের মুখের 'মধুর ভাষা' আজ ভাইরাল। তবে তৃণমূল ২০১৯ সালে ভূতনিতে ফুলহর নদীর ওপর ব্রিজ বানিয়েছে ১৩১ কোটি টাকায়। তার আগে পরিস্থিতি ছিল আরও ভয়াবহ। অবশ্যই এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় সাফল্য।

তবে আজ পর্যন্ত রাজ্য বা কেন্দ্রের কোনও মন্ত্রীকে ঘাঁটি গেড়ে বসে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক ও ভূতনির চরের স্থায়ী সমাধানের চেষ্টা করতে দেখেছেন? আমি তো দেখিনি। বিরোধী নেতাদের লাগাতার বিক্ষোভ করতে দেখেছেন? আমি তো দেখিনি। শাসক-বিরোধীর একসঙ্গে বসে সমাধান বের করার চেষ্টা দেখেছেন? আমি তো দেখিনি।

জনতা কিন্তু সব দেখছে! স-অ-ব।

এমজেএন মেডিকেলে দেহদান

প্রথম পাতার পর

তা চিকিৎসাবিজ্ঞানের কাজে লাগবে।'

কোচবিহারে আনার আগে দীনেশ ডাকুয়ার দেহ কলকাতা থেকে সড়কপথে আনা হয়েছিল মাথাভাঙ্গাতে। বেলা ১১টা নাগাদ তাঁর জন্মস্থান শিকারপুরে মরদেহ এসে পৌঁছোয়। সেখানে দলীয় কার্যালয়ে তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন সিপিএম নেতৃত্ব সহ সাধারণ মানুষ। এরপর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় মাথাভাঙ্গা কলেজে। সেখানে কলেজের অধ্যক্ষ সহ সকলেই শ্রদ্ধা জানান। এরপর মাথাভাঙ্গা শহরের নজরুল সদনের সামনে পঞ্চানন স্মৃতি রক্ষা সমিতি, মাথাভাঙ্গা সায়েন্স অ্যাকাডেমি ও মাথাভাঙ্গা পুরসভার তরফে মরদেহে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধা জানান প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক প্রমুখ। আইনজীবী হিসেবে মাথাভাঙ্গা বার অ্যাসোসিয়েশনের আমৃত্যু সদস্য ছিলেন দীনেশ ডাকুয়া।

তাঁর মরদেহ মাথাভাঙ্গা বার অ্যাসোসিয়েশন চত্বরে নিয়ে যাওয়া হলে আইনজীবীরা শ্রদ্ধার্ঘ্য দেন। এরপর দেহ নিয়ে যাওয়া হয় শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাসভবনে। তারপর সেখান থেকে দেহ নিয়ে যাওয়া শহরের দলীয় কার্যালয়ে। সেখানে শ্রদ্ধা জানানোর পর দেহ কোচবিহার শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাকিস্তান মাথায় করে রাখত : কামরান

ও আর কী করবে? প্রশ্ন শ্রেয়সের বাবার

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : 'আমার ভাগ্যটাই খারাপ।'

প্রকাশ্যে মুখ না খুললেও এশিয়া কাপের দলে জায়গা না পেয়ে ঘনিষ্ঠমহলে এটাই ছিল শ্রেয়স আইয়ারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। ভিতরে ভিতরে রক্তক্ষরণ চললেও কাউকে বুঝতে দিতে রাজি নন। তবে হতাশা আড়াল করতে পারেননি বাবার কাছে। কারও দিকে আঙুল তোলা নয়, দোষ দিয়েছেন নিজের কপালকেই।

ছেলের হয়ে ব্যাট ধরে সেই সুরটা ধরা পড়ল সন্তোষ আইয়ারের গলায়। সঙ্গে প্রশ্ন, গত কয়েক বছর ধরে আইপিএলে ভালো খেলছে শ্রেয়স। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে নেতৃত্ব দিয়ে চ্যাম্পিয়ন করেছে ২০২৪ সালে। গতবার শ্রেয়সের অধিনায়কত্বে ফাইনালে ওঠে পাঞ্জাব কিংস। জাতীয় দলে ফিরতে এরপর আর কী করতে হবে শ্রেয়সকে?

শ্রেয়সের বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। আঙুল উঠছে নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার, হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের দিকে। অভিষেক নায়ার, রবিচন্দ্রন অশ্বীনরা কোনও যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না শ্রেয়সকে বাদ দিয়ে রিঙ্কু সিংকে নেওয়ার সিদ্ধান্তে। শ্রেয়সের বাবা সন্তোষ আইয়ারের গলায়ও অভিযোগের সুর। দাবি করেন, এশিয়া কাপ দলে জায়গা পাওয়া প্রাপ্য ছিল। শ্রেয়সকে ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

এক সাক্ষাৎকারে শ্রেয়সের বাবা বলেছেন, 'কয়েক বছর ধরে আইপিএলে ভালো খেলছে। ২০২৪ সালে কেকেআর ওর নেতৃত্বে

> আমি বলছি না, শ্রেয়সকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হোক। তবে দলে অন্তত রাখা তো উচিত ছিল। শ্রেয়স কাউকে দায়ী করতে রাজি নয়। হতাশ হলেও তা বুঝতেও দেয় না।
>
> **সন্তোষ আইয়ার**
> *শ্রেয়সের বাবা*

চ্যাম্পিয়ন। এই বছর পাঞ্জাব ফাইনালে ওঠে শ্রেয়সের (১৭৫ স্ট্রাইক রেটে ৬০৪ রান করে) অধিনায়কত্বে। আমি বলছি না, ওকে ভারতীয় দলের অধিনায়ক করা হোক। তবে দলে অন্তত রাখা তো উচিত ছিল। শ্রেয়স কাউকে দায়ী করতে রাজি নয়। হতাশ হলেও তা বুঝতেও দেয় না। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে সবসময়। ওর কথায়, সব কপাল। কী আর করা যাবে।' শ্রেয়স বিতর্কের ঢেউ ওয়াঘার ওপারেও পৌঁছে গিয়েছে। প্রাক্তন পাক ব্যাটার কামরান আকমলের মতে, প্রাপ্য মর্যাদা পাচ্ছে না শ্রেয়স। পাকিস্তানে হলে দলেই শুধু থাকত না, বার্ষিক চুক্তিতে 'এ' ক্যাটিগোরিতে জায়গা হত শ্রেয়সের মতো ক্রিকেটারের। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে কামরান বলেছেন, 'শ্রেয়সের সঙ্গে বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে। ভারতীয় দলে ওর থাকা উচিত ছিল।' কামরানকে সমর্থন করে আরেক প্রাক্তন পাক তারকা বাসিত আলি দাবি করেন, শ্রেয়স আইয়ার, যশস্বী জয়সওয়াল, মহম্মদ সিরাজ, মহম্মদ সামির মতো ক্রিকেটারকে মাথায় তুলে রাখত পাকিস্তান।

ভারতীয় নির্বাচক কমিটির প্রাক্তন সদস্য যতীন পরাঞ্জপে প্রশ্ন তুলেছেন হর্ষিত রানার নির্বাচন নিয়ে। গত আইপিএলে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি প্রসিধ কৃষ্ণা। সেখানে হর্ষিত ব্যর্থ। তারপরও কীভাবে প্রসিধকে টপকে কেকেআর পেসার এশিয়া কাপ দলে, যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেন না। বলেছেন, 'আমার মতে শ্রেয়সের জায়গা পাওয়া উচিত ছিল। পাশাপাশি অবাক হর্ষিতকে দলে দেখে। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, কোচের সমর্থনেই দলে। কিন্তু প্রসিধ অনেক বেশি ভালো নির্বাচন হত।'

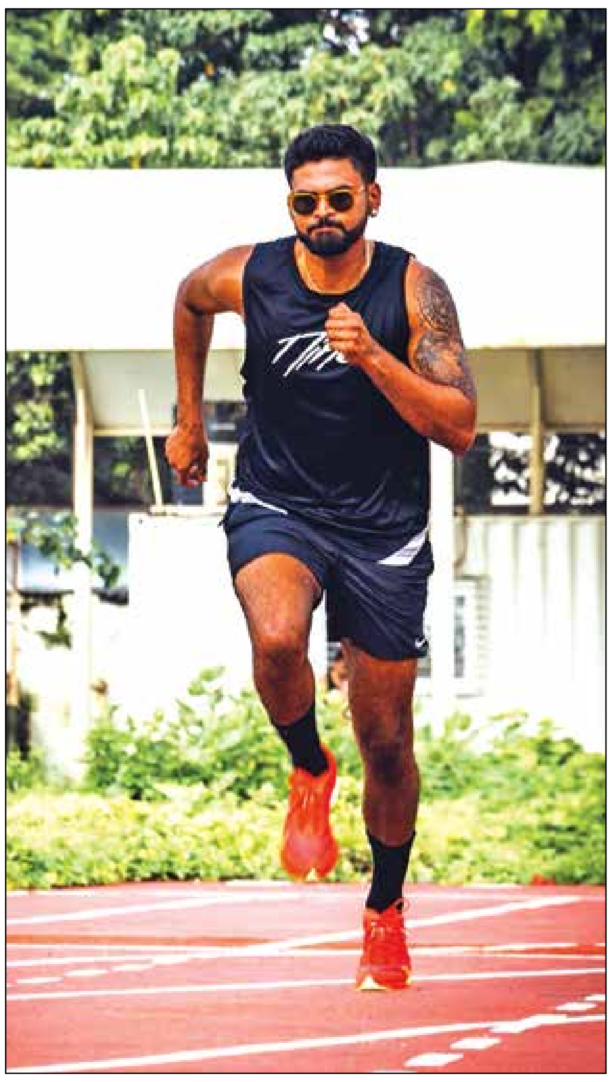

হতাশা মুছে জগিংয়ে শ্রেয়স আইয়ার।

ওডিআইয়ে নেতৃত্বে হয়তো শ্রেয়স

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেটমহলে একই দিনে জোড়া খবর। একটি বোলারদের জন্য। জসপ্রীত বুমরাহ থেকে শুরু করে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের মূল চুক্তিতে থাকা সব বোলারের জন্য চালু হল ব্রঙ্কো পরীক্ষা। বোলারদের ফিটনেস বাড়ানোর লক্ষ্যেই এমন সিদ্ধান্ত।

অন্য খবরটি আরও চমকপ্রদ। একদিনের ক্রিকেট থেকে রোহিত শর্মার অবসরের পরই অধিনায়কের দায়িত্ব পেতে চলেছেন শ্রেয়স আইয়ার। টেস্ট দলে তাঁর সুযোগ হয়নি। আসন্ন এশিয়া কাপের স্কোয়াডেও জায়গা হয়নি শ্রেয়সের। এহেন শ্রেয়স একদিনের দলের অধিনায়ক হবেন?

প্রশ্ন উঠেছে প্রবলভাবে। তৈরি হয়েছে বিস্ময়। কিন্তু তার মধ্যেই ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অন্দরমহল থেকে এমন ইঙ্গিত সামনে আসছে। আজ সর্বভারতীয় এক দৈনিকেও শ্রেয়সকে আগামীর ওডিআই অধিনায়ক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব ঠিকমতো চললে, আগামী অক্টোবরে টিম ইন্ডিয়ার সাদা বলের অস্ট্রেলিয়া সফরই রোহিতের ফেয়ারওয়েল সিরিজ হতে চলেছে বলে খবর। সঙ্গে বিরাট কোহলিরও। রোহিত-বিরাটরা এখনও তাঁদের মনের অন্দরে কী চলছে, খোলসা করেননি। কিন্তু বিসিসিআইয়ের অন্দরে রোহিতদের নিয়ে এমন ইঙ্গিত রয়েছে প্রবলভাবেই। সূত্রের খবর, দুবাইয়ে এশিয়া কাপ শেষের পর এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে।

শ্রেয়সকে এশিয়া কাপের দল থেকে বাদ দিয়ে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছেন জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার। একইসঙ্গে তাঁর মেয়াদও বেড়েছে এক বছরের জন্য। এমন অবস্থায় শ্রেয়সকেই একদিনের দলের অধিনায়ক করার ভাবনার খবর সামনে এসেছে আজ। রোহিত-বিরাটদের টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের পর শুভমান গিলকে

বুমরাহদের জন্য চালু ব্রঙ্কো পরীক্ষা

অধিনায়কের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বিলেত সফরে শুভমান ব্যাটার ও অধিনায়ক, দুই ভূমিকাতেই সফল। তার পুরস্কার হিসেবে সহ অধিনায়ক করে শুভমানকে টি২০ ফর্ম্যাটের এশিয়া কাপের স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে। ইঙ্গিত স্পষ্ট, আগামীদিনে সূর্যকুমার যাদবের বদলে শুভমানকেই টি২০ অধিনায়ক ভাবা হচ্ছে। এমন অবস্থায় প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, রোহিতের অবসরের পর শুভমানই একদিনের দলের অধিনায়ক হবেন। ছবিটা আজ বদলে গিয়েছে। প্রবল চাপের মধ্যে থাকা বিসিসিআই ও জাতীয় নির্বাচকরা শ্রেয়সকে নিয়ে তাঁদের ভাবনা বদলাতে চলেছেন বলে খবর। বিকেলের দিকে বিসিসিআইয়ের এক কর্তা বলছিলেন, 'শ্রেয়সকে নিয়ে বোর্ডের বৃহত্তর ভাবনা রয়েছে। ভবিষ্যতে ওকে একদিনের দলের অধিনায়ক ভাবা হচ্ছে।'

শ্রেয়স শেষ পর্যন্ত একদিনের দলের অধিনায়ক হবেন কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে আজ ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে ব্রঙ্কো পরীক্ষা চালুর খবর সামনে এসেছে। রাগবির আসরে ব্রঙ্কো পরীক্ষা খুব জনপ্রিয়। সেটাই এবার ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে চালু করলেন কোচ গৌতম গম্ভীর ও দলের স্ট্রেন্থ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ অ্যাড্রিয়ান লা রু। জানা গিয়েছে, বোর্ডের মূল চুক্তির আওতায় থাকা বেশ কয়েকজন জোরে বোলার বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ইতিমধ্যেই ব্রঙ্কো পরীক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু কেন এমন পরিকল্পনা? জানা গিয়েছে, গত ডিসেম্বরের অস্ট্রেলিয়া ও জুন-জুলাইয়ের ইংল্যান্ড সফরের পর স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার জোরে বোলাররা পাঁচ টেস্টে ধকল নিতে পারছেন না। এই সমস্যা মেটানোর জন্যই ব্রঙ্কো পরীক্ষা চালুর পরিকল্পনা। যেখানে একজন জোরে বোলারকে নানাভাবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে অন্তত ১২০০ মিটার দৌড়াতে হবে।

ব্রঙ্কো পরীক্ষা ভারতীয় ক্রিকেটকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই এখন দেখার।

জট কাটল ভারত-পাক মহারণ নিয়ে

নয়াদিল্লি, ২১ অগাস্ট : ভারতীয় ক্রিকেট দল পাকিস্তানে ক্রিকেট খেলতে যাবে না। পাকিস্তান ক্রিকেট দলকেও ভারতে প্রবেশের ভিসা দেওয়া হবে না। দুই প্রতিবেশীর দ্বিপাক্ষিক সিরিজের কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু নিরপেক্ষ কেন্দ্রে এসিসি অথবা আইসিসি-র প্রতিযোগিতায় দুই প্রতিবেশী পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতেই পারে।

৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। তার আগে দুই প্রতিবেশী দেশই তাদের দল ঘোষণা করে দিয়েছে। কিন্তু তারপরও ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে ভারত-পাক মহারণ নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা। প্রশ্ন ছিল, অপারেশন সিঁদুরের পর আদৌ ভারত-পাক মহারণ হবে তো? সেই ধোঁয়াশা ও জল্পনা আজ কেটে গেল। কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে আজ ভারত বনাম পাকিস্তান নিয়ে নির্দেশিকা জারি হয়েছে। সেখানেই

ক্রীড়ামন্ত্রকের স্পষ্ট নীতি

স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে বিষয়টি। এর ফলে, ১৪ সেপ্টম্বর দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান মহারণ নিয়ে জট কাটল। সঙ্গে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ক্রিকেট খেলা নিয়ে কেন্দ্রের নীতিও স্পষ্ট হয়ে গেল আজ। ক্রীড়ামন্ত্রকের তরফে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনও দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট হবে না। কোনও দলই একে অন্যের দেশে যাবে না। কিন্তু এশিয়া কাপ বা বিশ্বকাপের মতো বড় প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নয়। এসিসি বা আইসিসি-র প্রতিযোগিতায় ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই।'

পহলগাম কাণ্ডের পর দুই প্রতিবেশীর কূটনৈতিক সম্পর্ক তলানিতে। অপারেশন সিঁদুরের মাধ্যমে ভারতীয় সেনা তার জবাবও দিয়েছে। তারপর থেকেই দুই প্রতিবেশীর ক্রিকেটীয় সম্পর্ক কার্যত শেষ হয়ে গিয়েছে। এমন অবস্থার মধ্যে এশিয়া কাপে ভারত-পাক মহারণ নিয়ে সংশয় ছিল। আজ সেই সংশয় কাটলেও পরিস্থিতি অনুযায়ী ভারত সরকার তাদের পাকিস্তান নীতিতে আগামীদিনে পরিবর্তন আনতে পারে, এমন ইঙ্গিতও আজ মিলেছে।

রিভার্স সুইং নিয়ে তোপ আক্রামের

তামাশা হবে ভারত ম্যাচে, খোঁচা বাসিতের

লাহোর, ২১ অগাস্ট : বার্ষিক চুক্তিতে ৩০জন ক্রিকেটার।

বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শা আফ্রিদি থেকে বর্তমান টি২০ অধিনায়ক সলমন আলি আঘা রয়েছেন তালিকায়। অথচ, একজনকেও সর্বোচ্চ 'এ' ক্যাটিগোরির যোগ্য মনে করেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড! বোর্ডের যে সিদ্ধান্তকে নিয়ে কটাক্ষের সুর বাসিত আলির গলায়।

প্রাক্তন তারকার মতে, বার্ষিক চুক্তিকে 'তামাশা' বানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান বোর্ড। এশিয়া কাপে ভারত ম্যাচে আরও এক 'তামাশা' অপেক্ষা করছে। এক ইউটিউব চ্যানেলে বাসিত আলি বলেছেন, 'বার্ষিক চুক্তিকে মজায় পরিণত করা হয়েছে বোর্ড। আরও এক বড় তামাশা অপেক্ষা করছে ১৪ সেপ্টেম্বর ভারত-পাকিস্তান এশিয়া কাপের ম্যাচে। ওখানেও তামাশা হবে।'

ওয়াসিম আক্রাম আবার গতকালই ভারত-পাক টানাপোড়েন সরিয়ে ক্রিকেটকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ডাক দিয়েছিলেন। এদিন মাতলেন পাক ক্রিকেটের অতীতের স্মৃতি রোমন্থনে। রিভার্স সুইং

> গত নয়ের দশকে বাকি বিশ্ব রিভার্স সুইং সম্পর্কে অবহিত ছিল না। বলা হত বল বিকৃতি করছি আমরা। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম রাতারাতি সবাই রিভার্স সুইং রপ্ত করা শুরু করেছে!
>
> **ওয়াসিম আক্রাম**

আবিষ্কার, আর তা নিয়ে বাকি ক্রিকেট বিশ্বের সন্দেহ নিয়ে কার্যত তোপ দাগলেন।

গত আট-নয়ের দশকে রিভার্স সুইংয়ে একচেটিয়া আধিপত্য ছিল পাকিস্তানের। সরফরাজ নওয়াজ, ইমরান খান, ওয়াসিম আক্রাম থেকে ওয়াকার ইউনিসরা রিভার্স সুইংয়ে বাজিমাত করেছেন। যা নিয়ে একসময় বল বিকৃতির অভিযোগ ওঠে। এদিন যে প্রসঙ্গে নিন্দুকদের নিশানা করে আক্রাম বলেছেন, 'নব্বইয়ের দশকে বাকি বিশ্ব রিভার্স সুইং সম্পর্কে অবহিত ছিল না। বলা হত বল বিকৃতি করছি আমরা। তারপর হঠাৎ একদিন দেখলাম রাতারাতি সবাই রিভার্স সুইং রপ্ত করা শুরু করেছে!'

বল বিকৃতির অভিযোগ উড়িয়ে রিভার্স সুইংয়ের রহস্যও ভেদ করলেন। পাক সুইং কিং আক্রম বলেন, 'অনেক কিছুর ওপর নির্ভর করে রিভার্স সুইং। আবহাওয়া, মাঠের ওপরের আস্তরণ, আউটফিল্ড। এছাড়াও রয়েছে সংশ্লিষ্ট দলের বল নিয়ে মিলিত প্রয়াস। কারণ রিভার্স সুইং পেতে গেলে বলটাকে ঠিকঠাকভাবে যত্নের দরকার হয়। ফিল্ডিংয়ের সময় যে দায়িত্ব দলের সবার।'

সমর্থকদের সংঘর্ষে রণক্ষেত্র গ্যালারি

বুয়েনস আয়ার্স, ২১ অগাস্ট : কোপা সুদামেরিকানার ম্যাচ ঘিরে রণক্ষেত্র বুয়েনস আয়ার্সের গ্যালারি।

বুধবার রাতে শেষ ষোলোর ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল আর্জেন্টিনার ক্লাব ইনডেপেনডিয়েন্তে ও চিলির উনিভার্সিদাদ দে চিলে। ম্যাচ চলাকালীন দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। চিলির ক্লাবটির দখলে থাকা একটি স্ট্যান্ড থেকে ঘটনার সূত্রপাত। আর্জেন্টাইন সমর্থকদের লক্ষ্য করে চেয়ার ও পাথর ছোড়া হয় বলে জানা গিয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় ৪৮ মিনিটে ম্যাচ পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।

ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়ায় ১০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার মধ্যে একজনের অবস্থা সংকটজনক। একশোর কাছাকাছি সমর্থককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। যারমধ্যে অধিকাংশই চিলির ক্লাবটির সমর্থক বলে জানা গিয়েছে।

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের কেন্দ্র ঘোষণা

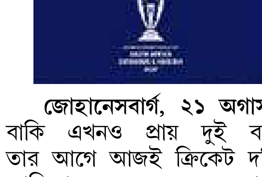

জোহানেসবার্গ, ২১ অগাস্ট : বাকি এখনও প্রায় দুই বছর। তার আগে আজই ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার তরফে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের আট কেন্দ্রের নাম ঘোষণা হয়ে গেল। দক্ষিণ আফ্রিকার পাশাপাশি নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়েতেও হবে ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচ। জানা গিয়েছে, মোট ৫৪ ম্যাচের মধ্যে ৪৪টি হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। আর দশটি হবে জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়ায়। কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে মোট আটটি কেন্দ্রে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচ। জোহানেসবার্গ, কেপটাউন, ডারবান, প্রিটোরিয়া, গেবারহা, ব্লুমফন্টেন, ইস্ট লন্ডন ও পার্লে হবে ২০২৭ একদিনের বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি। উল্লেখ্য, ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপের মূল আয়োজক হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে প্রতিবেশী জিম্বাবোয়ে ও নামিবিয়াও রয়েছে।

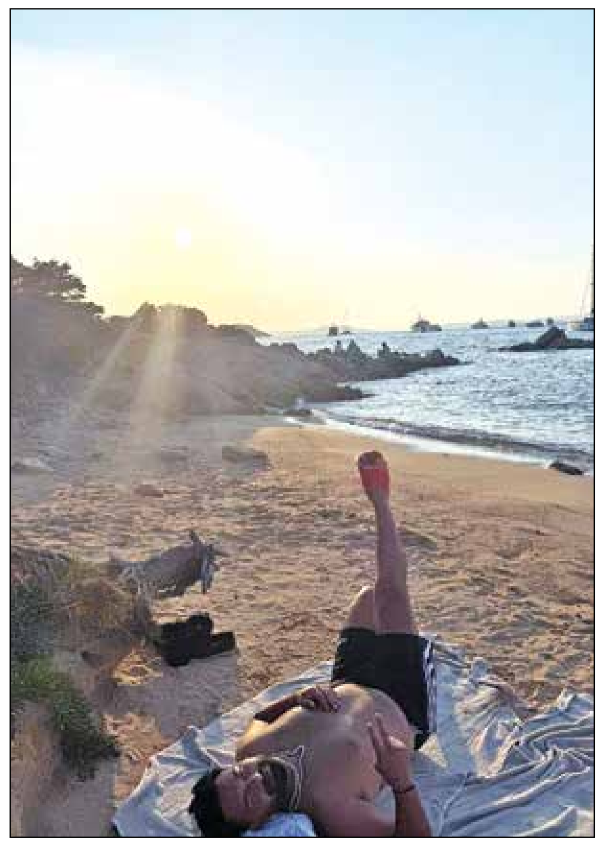

পা ভাঙায় এশিয়া কাপের দলে সুযোগ পাননি ঋষভ পন্থ। ছুটি কাটানোর মাঝে সমুদ্র সৈকতে সূর্যস্নানে ঋষভ। ছবি : ইনস্টাগ্রাম

দায়িত্বে শার্দূল

মুম্বইয়ের নেতৃত্ব ছাড়লেন রাহানে

মুম্বই, ২১ অগাস্ট : ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে মুম্বই রনজি ট্রফি দলের অধিনায়কত্ব ছাড়লেন আজিঙ্কা রাহানে। পরবর্তী অধিনায়ক তৈরি রাখতে হবে, যে ভাবনাকে সম্মান জানিয়ে নিজেই সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। ২০২৩-'২৪ মরশুমে রাহানের নেতৃত্বেই মুম্বই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সামলেছেন ভারতীয় দলের নেতৃত্বের গুরুভার। তবে বছর সাঁইত্রিশের রাহানে মনে করেন, মুম্বইয়ের পরবর্তী অধিনায়ক বেছে নেওয়ার এটাই উপযুক্ত সময়।

২০২৫-২০২৬ মরশুমে রাহানের জায়গায় অধিনায়ক পদে নতুন মুখ মুম্বই দলে। আলোচনায় শ্রেয়স আইয়ার সহ একাধিক নাম ঘোরাফেরা করছিল। শেষপর্যন্ত অগ্রাধিকার পাচ্ছেন শার্দূল ঠাকুর। সম্প্রতি দলীপ ট্রফিতে পশ্চিমাঞ্চলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে রাহানের উত্তরসূরি হিসেবে শার্দূলের অধিনায়ক হওয়া প্রত্যাশিত ছিল। সেটাই হচ্ছে।

মুম্বই ক্রিকেটমহলের খবর, নির্বাচক কমিটি কিছুদিন আগে

গত বছর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি জয়ের পর আজিঙ্কা রাহানে।

রাহানের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিল। ভবিষ্যতের জন্য লিডারশিপ গ্রুপ তৈরির বিষয়টি গুরুত্ব পায় যে বৈঠকে। রাহানের এদিনের ঘোষণা তারই প্রতিফলন। শার্দূল মুম্বইয়ের হয়ে ধারাবাহিক পারফর্মার। গত মরশুমেও ৫০৫ রান ও ৩৫টি উইকেট নেন। অভিজ্ঞতার সঙ্গে চলতি সাফল্যের পুরস্কার নয়া দায়িত্ব। চলতি বুচিবাবু আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্টে অবশ্য তরুণ ব্রিগেড পাঠিয়েছে মুম্বই। নেতৃত্বে আঠারো বছরের আয়ুষ মাত্রে।

পদত্যাগের সিদ্ধান্ত জানিয়ে রাহানে বলেছেন, 'মুম্বই দলের নেতৃত্ব এবং চ্যাম্পিয়নশিপ জেতা বড় সম্মান। সামনে নতুন ঘরোয়া মরশুম। আমি মনে করি, এটাই সঠিক সময় নতুন লিডারের হাতে দলের ভার ছেড়ে দেওয়ার। নেতৃত্ব ছাড়লেও খেলোয়াড় হিসেবে দলের সঙ্গে থাকব এবং দলকে আরও সাফল্য এনে দিতে নিজের সেরাটুকু দেওয়ার চেষ্টা করব।'

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার অবসরের পর ভারতীয় টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন। কথা বলেছিলেন অজিত আগরকারের সঙ্গে। এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, এখনও টেস্ট ক্রিকেটে ফেরার জন্য মরিয়া। যদিও দরজা খোলেনি। প্রস্তুতিতে অবশ্য কোনও ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ রাহানে। পরিবার নিয়ে লন্ডনে ছুটি কাটাতে গিয়েও প্রস্তুতিতে বিরতি ছিল না। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন নিজের ক্রিকেট কিটস এবং ফিজিক্যাল ট্রেনারকেও।

চিন্নাস্বামীকে নিয়ে আবেদন প্রসাদের

এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম পরিদর্শনে ভেঙ্কটেশ প্রসাদ।

বেঙ্গালুরু, ২১ অগাস্ট : দ্রুত এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের ঐতিহ্য ফেরানো হোক। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের কাছে আজ এই আবেদন করলেন কর্ণাটক ক্রিকেটের অন্যতম মুখ ভেঙ্কটেশ প্রসাদ। প্রাক্তন টেস্ট পেসারের মতে, সবার আগে উচিত, হারানো গৌরব ফেরানো। চাইব, যত দ্রুত সম্ভব আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ফিরুক চেন্নাস্বামীতে। এক সাংবাদিক সম্মেলনে প্রসাদ বলেছেন, 'পদপিষ্টের মতো ঘটনা ঘটা উচিত হয়নি। তবে চিন্নাস্বামীতে দ্রুত ম্যাচ ফেরানো দরকার। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলা উচিত ক্রিকেট আধিকারিকদের। গত পাঁচ দশক ধরে আইকনিক স্টেডিয়াম হিসেবে সমাদৃত চিন্নাস্বামী। সেই গৌরব দ্রুত ফেরানো উচিত।' আইপিএলের বিজয়োৎসবকে ঘিরে পদপিষ্টের ঘটনায় ১১ জন মৃত্যুর পর অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা। নিরাপত্তার কারণে ঘরোয়া টুর্নামেন্ট বাতিল হয়েছে। চিন্নাস্বামী থেকে সরাতে হচ্ছে মহিলা বিশ্বকাপের ম্যাচও।

> পদপিষ্টের মতো ঘটনা ঘটা উচিত হয়নি। তবে চিন্নাস্বামীতে দ্রুত ম্যাচ ফেরানো দরকার। রাজ্য সরকারের সঙ্গে এই ব্যাপারে কথা বলা উচিত ক্রিকেট আধিকারিকদের।
>
> **ভেঙ্কটেশ প্রসাদ**

'দল নিয়ে প্রচুর ভাবে রোহিত'

হিটম্যানের প্রশংসায় দ্রাবিড়

বেঙ্গালুরু, ২১ অগাস্ট : ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনাল। অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ আসমুদ্র হিমাচলের। পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন রাহুল দ্রাবিড়। রোহিত শর্মার অনুরোধে মত বদল। হেডকোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের যে সফর থেমেছিল টি২০ বিশ্বকাপ জয় দিয়ে। আবেগঘন বিদায়বার্তায় রোহিত লিখেছিলেন, ট্রফিটা তোমার প্রাপ্য। ক্রিকেটের প্রতি তোমার যা অবদান তার স্বীকৃতি বিশ্বজয়।

আদর্শ থেকে কোচ হিসেবে পাওয়া। ক্রমশ বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন অসম বয়সি দ্রাবিড়-রোহিত। সম্পর্কের মূল ভিত ছিল পারস্পরিক শ্রদ্ধা। আজও যা অটুট। রোহিতকে নিয়ে স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে যার প্রতিফলন দ্রাবিড়ের কথাতে। ২০২১-২০২৪, রোহিতের সঙ্গে জাতীয় দলে কাজ করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা সকলের সঙ্গে ভাগ করতে গিয়ে হিটম্যানের প্রশংসায় মাতলেন। বলেছেন, 'রোহিতের সম্পর্কে সবার প্রথমে যা বলার, তাহল দলকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। অসম্ভব যত্নশীল। দল নিয়ে ওর ভাবনাও খুব পরিষ্কার।'

গৌতম গম্ভীরের আমলে টিম ইন্ডিয়া যতটা না অধিনায়কের, তারচেয়ে অনেক বেশি কোচের। যদিও দ্রাবিড়ের দাবি, তিনি বরাবর বিশ্বাস করেন দলে অধিনায়কই মুখ্য চরিত্র। হেডকোচ হিসেবে বরাবর তা মেনেছেন। চেষ্টা করেছেন রোহিতের পাশে থাকতে। রোহিতের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জুগিয়ে উৎসাহ জোগাতে। রোহিত-দ্রাবিড়ের যে রসায়নের সুফল মিলেছিল। টেস্ট, ওডিআই, টি২০-তিন ফরম্যাটেই ফাইনালে উঠেছিল ভারত।

কৃতিত্বটা অবশ্য রোহিতকেই দিচ্ছেন। দ্রাবিড়ের যুক্তি, 'অধিনায়ক-কোচের সুসম্পর্ক

> রোহিতের সম্পর্কে সবার প্রথমে যা বলার, তাহল দলকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে। অসম্ভব যত্নশীল। দল নিয়ে ওর ভাবনাও খুব পরিষ্কার।
>
> **রাহুল দ্রাবিড়**

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দল পরিচালনায় অধিনায়ককে পর্যাপ্ত ক্ষমতা দেওয়া উচিত। বরাবর যা মেনে এসেছি। আমি নিজেও অধিনায়ক ছিলাম। পরিস্থিতি অনুযায়ী কোচকে এগিয়ে আসতে হয় অধিনায়ককে সাহায্য করার জন্য। আমি সেটাই করার চেষ্টা করেছি। রোহিতের অ্যাডভান্টেজ হল, দল নিয়ে কী চাইছে, কী করণীয়, সেই সম্পর্কে ওর ধারণা খুব পরিষ্কার।'

ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলাতে চান ফাজিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : একসময় মহিলাদের উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলছিলেন। বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলে আলো ছড়াচ্ছেন উগান্ডার ফাজিলা ইকাওয়াপুট। জাতীয় লিগে টানা দুইবার সর্বাধিক গোলদাতা হয়েছেন। ফাজিলাকে এই মরশুমে দেখা যাবে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে। সামনেই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্বের ম্যাচ রয়েছে। তারই প্রস্তুতি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন এই আফ্রিকান তারকা।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রস্তুতি

আমাদের প্রস্তুতি ভালো হয়েছে। পুরো দলটাই একটা পরিবারের মতো হয়ে উঠেছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্রাথমিক পর্ব খেলতে আমরা তৈরি। মূলপর্বে খেলাই আমাদের লক্ষ্য।

প্রতিপক্ষ দল সম্পর্কে ধারণা

আমরা বাছাই পর্বে কম্বোডিয়ার পেন ক্রাউন ও হংকংয়ের কিচি এফসি-র বিরুদ্ধে খেলব। এই দুইটি দলের খেলার কয়েকটি ভিডিও দেখেছি। এর বাইরে সেভাবে কোনও ধারণা নেই।

ইস্টবেঙ্গলে আসার কারণ

ইস্টবেঙ্গল শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব। এখানকার পরিবেশ আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই ইস্টবেঙ্গলে যোগ দিয়েছি। লাল-হলুদের হয়ে জার্সি গায়ে মাঠে নামতে মুখিয়ে রয়েছি। এর আগে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলেছি। সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে দলকে সাহায্য করতে চাই। কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ আমাকে সমর্থন করার জন্য।

ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্টোনি অ্যান্ড্রুজের সঙ্গে ফাজিলা ইকাওয়াপুট।

টানা দুই বছর জাতীয় লিগে সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। দুরন্ত পারফরমেন্সের রহস্য

গোল করাটা আমার কাজ। সেটাই আমি সবসময় করতে চাই। দলকে জেতানোই আমার লক্ষ্য।

ফুটবল বেছে নেওয়ার কারণ

ছোট থেকেই ফুটবল ভালোবাসতাম। স্বপ্ন দেখতাম বড় ফুটবলার হওয়ার। ব্রাজিলিয়ান কিংবদন্তি মার্তা আমার আদর্শ। ওকে দেখেই আমি অনুপ্রাণিত হই।

ভারতীয় ফুটবলে খেলার অভিজ্ঞতা

চার বছর আগে আমি ভারতে এসেছিলাম। তখনকার ফুটবলের মানের থেকে এখনকার মানের বিস্তর ফারাক রয়েছে। ভারতীয় ফুটবল খুব দ্রুত উন্নতি করছে। এটা খুব ভালো বিষয়।

ফাইনালের আগে ব্রেসকে নথিভুক্ত

ট্রফি জয়ের স্বপ্নে ডায়মন্ড হারবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ঝাঁকিয়ে 'ট্রফি বাংলায় আনতে হবে কিন্তু,' দেবব্রত সরকার এমন কথা বলায় লাল-হলুদ সমর্থকরা রীতিমতো অখুশি।

এই তরুণ কর্তা, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বলেই, এই শুভেচ্ছার মধ্যে তাঁরা হয়তো রাজনীতি খুঁজছেন। কিন্তু দেবব্রতবাবু কি সত্যিই খুব অন্যায় করেছেন? সম্ভবত না। কলকাতার তিন প্রধান তো ইতিমধ্যেই ডুরান্ড কাপে ধরাশায়ী। 'রইল বাকি এক'-এর মতো এই চার বছরের শিশু ডায়মন্ড হারবার এফসি-ই এখন একমাত্র প্রতিনিধি। ওই তিন বা দুই প্রধানের অংশ নয় বলেই সম্ভবত তাদের খিদেটা বেশি। নিজেদের চেনানোর-জানানোর, কলকাতা ফুটবলের বড় তরফ হয়ে ওঠার। তাই কোয়ার্টার ফাইনাল খেলার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে জামশেদপুর থেকে আসার ক্লান্তি কাটিয়েও কোচ কিবু ভিকুনা ছেলেদের বলতে পারেন, 'আমরা ৩২ দল থেকে চারের মধ্যে চলে এসেছি। এবার কি আমরা আর একটু পারি না এগিয়ে যেতে?' বিভিন্ন বড় দলের বাতিলরা কথা শুনেছেন, কথা রেখেছেন, নিজেদের জন্যই। গর্বিত কোচ তাই বলতে পারেন, 'ছেলেদের দায়বদ্ধতা, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমই সাফল্যের চাবিকাঠি। এর থেকে বেশি আমি আর কী-ই বা চাইতে পারি?' ফুটবলার, সাপোর্ট স্টাফ ও ক্লাব ম্যানেজমেন্ট সবার মিলিত প্রচেষ্টাই যে ডুরান্ড কাপের মতো সর্বভারতীয় টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠতে সাহায্য করেছে, এই কথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই ভিকুনার।

এতটা এসে ট্রফি জয়ই একমাত্র লক্ষ্য ডায়মন্ড হারবারের। কিবুর জায়গা তাদের বিদেশির সংখ্যা মাত্র দুই। তিন নম্বর জন ক্লেইটন সিলভেইরার চোট। ফলে মিকেল কোর্টাজার ও লুকা মাজসেন ছাড়া কেউ নেই। দুই নাইজিরীয়কে চেষ্টা করেও আনা সম্ভব হয়নি।

ফাইনালে উঠে দর্শকদের অভিবাদন কুড়োচ্ছে ডায়মন্ড হারবার এফসি।

বক্তব্য, 'স্বপ্ন না দেখলে, নিজেদের উপর আস্থা না থাকলে সাফল্য আসবে কীভাবে?' ট্রফির লক্ষ্যে শক্তি বাড়ানোর চেষ্টাও চলছে। তাই বুধবার রাতেই তরুণ উইঙ্গার ব্রেস মিরান্ডাকে নথিভুক্ত করা হয়েছে। তিনি ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন এবং শুক্রবার অনুশীলন করবেন দলের সঙ্গে। ডায়মন্ড হারবারের সবথেকে বড় সমস্যার ফাইনালও খেলতে হবে মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যে। তাই এদিন গোটা দলকেই বিশ্রাম দেন কিবু। প্রতিপক্ষ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি একটা দিন বেশি পাচ্ছে ফাইনালের আগে। কারণ তারা একদিন আগে খেলেছে সেমিফাইনাল। কিন্তু তা নিয়ে চিন্তিত নয় ডায়মন্ড হারবার শিবির। ম্যাচের আগেরদিন শুক্রবারই শহরে আসছে নর্থইস্টের কোচ-ফুটবলাররা।

হারের নেপথ্যে সুযোগ নষ্ট-আত্মতুষ্টি

ফের ইস্টবেঙ্গলের তোপে রেফারি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২১ অগাস্ট : আত্মতুষ্টি নাকি প্রতিপক্ষের বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবলে মাত ইস্টবেঙ্গল?

ডার্বি জয় এবং সেমিফাইনালের মাঝে সময় মাত্র ৭২ ঘণ্টা। তার মধ্যেই যাবতীয় আনন্দের রেশ মিলিয়ে ফের অন্ধকারে ইস্টবেঙ্গল। সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবার এফসি-র মতো সদ্য আই লিগে উঠে আসা একটা দলের কাছে হারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অবশ্য নানা তথ্য হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। যার মধ্যে রেফারির ভুল থেকে ম্যাচ গড়াপেটা, কিছুই বাদ দেননি কোচ-কর্তা থেকে সমর্থকরা। খুব অল্পই আছেন, যাঁরা নিজেদের খারাপ খেলার কথা মানছেন। ক্লাবের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্তা দেবব্রত সরকার যেমন দুইরকম কথাই বলে রাখলেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের বিরুদ্ধে সবসময়ই খারাপ রেফারিং হয়ে চলেছে। এদিনও হল। তবে ওসব অজুহাত দিয়ে লাভ নেই। আমরা খারাপ খেলে হেরে গেছি। ডায়মন্ড হারবার যোগ্য দল হিসাবে জিতেছে।' অস্কার ব্রুজোঁ অবশ্য সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছেন রেফারি হরিশ কুণ্ডুকে। তাঁর মন্তব্য, 'যে ফ্রি কিক থেকে প্রথম গোল হল সেটা ফাউল ছিল না। আর দ্বিতীয় গোলের সময়ে বল লুকার (মাজসেন) হাতে লেগেছিল।' ঘটনা হল, ইস্টবেঙ্গল কর্তা-সমর্থকরা এত রেফারিং নিয়ে বিষোদ্গার করেন যে এখন যে কোনও কোচ-ফুটবলারই এসে ওটাকেই হাতিয়ার করছেন নিজেদের খারাপ পারফরমেন্সের দায় এড়াতে। এই বিষয়ে কার্লোস কোয়াদ্রাত থেকে ব্রুজোঁ, কোনও পার্থক্য নেই। আর কলকাতার বড় দলের সমর্থকরা নিজেদের ভুল না দেখা আর প্রতিপক্ষের সাফল্যকে কৃতিত্ব দিতে না শেখার বদভ্যাস কোনওদিনই কাটাতে পারবেন না সম্ভবত।

নাহলে তাঁরা দেখতে পেতেন, অজস্র সুযোগ তৈরি করেও বল গোলে রাখতে না পারার মতো ব্যর্থতা, সেট পিস থেকে ক্রমাগত গোল

ম্যাচের মাঝেই রেফারির সিদ্ধান্তে অসন্তোষ অস্কার ব্রুজোঁর।

খাওয়া, গোলরক্ষকের বালখিল্যের মতো গোল খাওয়ার প্রবণতা, ডার্বি জিতে ফেরার পরের আত্মতুষ্টি সহ একাধিক সমস্যা। সেমিফাইনালে ডায়মন্ড হারবারের দুই গোলই হল সেট পিস থেকে। মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট তো বটেই, এমনকি ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্সের মতো সাদামাঠা দলও সেট পিস থেকে গোল দিয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। যা মেনে নিয়ে অস্কারের মন্তব্য, 'ডুরান্ডে আমরা চারটি গোলই খেয়েছি সেট পিস থেকে। তেমনি অন্তত গোটা ২০ সুযোগ তৈরি করেও ডায়মন্ডের বিপক্ষে করতে পেরেছি মাত্র একটা গোল। যা প্রায় ৪০ গজ দূর থেকে করেছে আমাদের সেন্টার ব্যাক। এটা দুর্ভাগ্যজনক।' ডিফেন্ডারদের এই সেট পিসের সময়ে ভুল করা এবং অ্যাটাকারদের গোল না পাওয়ার ফল তাঁদের ভুগতে হয়েছে, এটাই বাস্তব। শুধু জবি জাস্টিনের দ্বিতীয় গোলটা হওয়ার আগে লুকার পা থেকে কেন বল তুলে নিতে পারলেন না প্রভসুখান সিং গিল? কথায় বলে, সকালটা দেখে সারাদিনের হদিস পাওয়া যায়। ম্যাচ শুরুর এক মিনিটের মধ্যে যেভাবে অকারণে এগিয়ে এসে গোল খাওয়ার পরিস্থিতি তিনি তৈরি করেছিলেন, তার ব্যাখ্যা কী? এবং আত্মতুষ্টি। ডার্বিতে মোহনবাগানের মতো ওজনদার প্রতিপক্ষকে হারানোর পর কোচ থেকে ফুটবলার, সবার মধ্যেই একটা ডায়মন্ড হারবারকে খাটো করে দেখার প্রবণতা এসে গিয়েছিল। নাহলে ম্যাচের একদিন আগে অস্কার বলতেন না, 'আমার ৬টা কার্ড আছে। এই ম্যাচে কার্ড দেখলেই ওদের ফাইনালে পাব না।' অর্থাৎ তিনি সেমিফাইনাল টপকে ফাইনাল দেখছিলেন। বুধবার ম্যাচের পরে বলেও ফেলেন, 'ডার্বির একটা হ্যাংওভার তো ছিলই। সঙ্গে খানিকটা হালকা মেজাজও।'

সমস্যা হল, এরপর কী? সুপার কাপ আদৌ হবে কি না, আইএসএল কবে শুরু, এখনও সবটাই ধোঁয়াশা। ফলে এখন থেকেই ভুলত্রুটি শুধরে মাঠে নেমে পড়া যাবে, এমন কথাও বলা যাচ্ছে না। তাই আইএসএল শুরুর সময়ে পরিস্থিতির কতটা বদল হবে, সেই সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে।

ডার্বির হতাশা ভুলে অনুশীলনে জেমি ম্যাকলারেন ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

বল পায়ে মাঠে মনবীর, শুভাশিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : বল পায়ে মাঠে ফিরলেন মনবীর সিং ও শুভাশিস বসু। স্বস্তি ফিরল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট শিবিরে।

চোটের জেরে ডুরান্ড কাপে খেলতে পারেননি মনবীর। তাঁর অভাব প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেছে সবুজ-মেরুন। পাসাং দোরজি তামাংকে ডান দিকে খেলালেও বোঝা গিয়েছে সিনিয়ার দলে মানিয়ে নিতে তাঁর এখনও সময় লাগবে। ফলে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-এর আগে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছিল। তবে বৃহস্পতিবার বিকেলে মূল দলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ হালকা মেজাজে বল পায়ে প্রস্তুতিতে অংশ নিলেন মনবীর। চোট সারিয়ে মাঠে ফেরার পথে শুভাশিস বসুও। তিনিও এদিন বল পায়ে অনুশীলন করেন। যদিও ভারী বৃষ্টির কারণে ঝুঁকি নিয়ে দুইজনের কাউকেই বেশিক্ষণ মাঠে রাখেননি মোলিনা। আশা করা হচ্ছে এসিএল টু-এর প্রথম ম্যাচের আগে দুইজনেই পুরো সুস্থ হয়ে যাবেন। এদিকে, এদিন ফিটনেস বাড়াতে বাড়তি পরিশ্রম করলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস ও জেমি ম্যাকলারেন। অনুশীলন শেষ হয়ে যাওয়ার পরও ফিজিকাল কন্ডিশনিং কোচের তত্ত্বাবধানে বেশ কিছুক্ষণ সময় কাটান দুই অজি ফুটবলার। ডুরান্ড কাপে ব্যর্থতার পর দল গঠন নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। মুম্বই থেকে মেহতাব সিংয়ের মোহনবাগানে আসা চূড়ান্ত হওয়ার পথে।

১৬ সেপ্টেম্বর আহাল এফসি-র বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এএফসি-র প্রথম ম্যাচ খেলবে মোহনবাগান। ২৮ অগাস্ট থেকে এই ম্যাচের টিকিট অনলাইনে পাওয়া যাবে।

পুদুচেরিতে অনূর্ধ্ব-২৩ সিয়াচেম ট্রফি খেলতে যাচ্ছেন শিবম রায়।

ঋদ্ধিমানের কোচিংয়ে খেলবেন শিবম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ অগাস্ট : পুদুচেরিতে সিয়াচেম ট্রফিতে খেলতে যাচ্ছে অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা ক্রিকেট দল। ২৬ অগাস্ট থেকে ২২ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠেয় প্রতিযোগিতার জন্য সিএবি সচিব নরেশ ওঝার ঘোষিত বাংলা দলে নাম রয়েছে শিলিগুড়ির শিবম রায়ের। যে দলের প্রধান কোচ হিসেবে নাম রয়েছে ঋদ্ধিমান সাহার। এমন একটি প্রতিযোগিতার জন্য অনূর্ধ্ব-২৩ বাংলা দলে সুযোগ পাওয়ায় শিবমের স্কুল জীবনের কোচ মহম্মদ আক্রাম রাজা অভিনন্দন জানিয়েছেন তাঁকে। বলেছেন, 'সেন্ট মাইকেল'স স্কুলে শিবম পড়ার সময় আমার কাছে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এখন কলকাতা পুলিশের হয়ে প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে খেলার জন্য কলকাতায় থাকলেও মাঝেমাঝেই ফোন করে আমার পরামর্শ নেয়। খুবই পরিশ্রমী ও প্রতিভাসম্পন্ন ক্রিকেটার।' ঋদ্ধির অধীনে জাতীয় পর্যায়ে শিবমের প্রতিভা প্রমাণের সুযোগ পাওয়াকে বড় করে দেখছেন মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রাক্তন ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা। বলেছেন, 'ডান হাতে পেস বোলিংয়ের সঙ্গে ব্যাটিংটাও করে শিবম। শিলিগুড়ির ছেলে ঋদ্ধিমানের কোচিংয়ে সুযোগ পাওয়ায় নিজেকে প্রমাণে ওর নিশ্চয় সুবিধা হবে। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে সিনিয়ার বাংলা দলেও হয়তো ওকে আমরা দ্রুত দেখতে পাব।'

জয়ী মোহরগাঁও

চালসা, ২১ অগাস্ট : কলাবাড়ি জ্যোতি সংঘের বিনোদিনী রায় ও শচীন রায় ট্রফি ফুটবলে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মোহরগাঁও স্পোর্টিং ক্লাব ৩-১ গোলে জিতেছে বাতাবাড়ি ফিনিক্স স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে। মোহরগাঁওয়ের রাজীব মুন্ডা ও রাহুল মুন্ডা গোল করেন। তাদের অন্য গোলটি আত্মঘাতী।

ফাইনালে গ্রিন

মৌলানি, ২১ অগাস্ট : মৌলানি বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের ডুয়ার্স কাপ মহিলা ফুটবলে ফাইনালে উঠল গ্রিন জলপাইগুড়ি। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে মোহিতনগর একাদশকে হারিয়েছে।

সুরুচির বিরুদ্ধে হার বাঁচাল বাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (তুষার)
সুরুচি সংঘ-১ (হাওকিপ)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : সুরুচি সংঘের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র। কলকাতা ফুটবল লিগে সুপার সিক্সের দৌড়ে আরও খানিকটা পিছিয়ে পড়ল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

বৃহস্পতিবার সুরুচির বিরুদ্ধে শুরু থেকেই অগোছাল দেখাচ্ছিল মোহনবাগানকে। একে অপরের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবে ফাঁকা জায়গা তৈরি হচ্ছিল মাঝমাঠে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়েই সবুজ-মেরুন রক্ষণকে চাপে রাখে রঞ্জন ভট্টাচার্যর সুরুচি। অবশেষে প্রথমার্ধের সংযুক্তি সময়ে এক গোলে এগিয়ে যায় তারা। বক্সের বাইরে থেকে ডান পায়ের বাঁক খাওয়ানো দর্শনীয় শটে বল জালে পাঠান সুরুচির সেইজোসেফ হাওকিপ। বাগান গোলরক্ষক দীপ্রভাত ঘোষ বলের নাগালই পাননি। ৫৬ মিনিটে ফের দীপ্রভাতের ভুলে গোল হজম হত। কার্যত গোললাইন থেকে বল বিপন্মুক্ত করেন বাগানের সাহিল ইনামদার।

উলটোদিকে ম্যাচে ফিরতে দ্বিতীয়ার্ধে একাধিক পরিবর্তন নিয়ে আক্রমণে ধার বাড়ায় মোহনবাগান। তবুও গোল কিছুতেই হচ্ছিল না। আসলে সুরুচি ফুটবলারদের তৎপরতায় বক্সের আশেপাশে বারবার বলের নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছিলেন পাসাং দোরজি তামাং, করণ রাই, শিবম মুন্ডারা। ৮৭ মিনিটে অবশেষে গোল শোধ করে সবুজ-মেরুন। কর্নার থেকে ভেসে আসা বল ব্যাকহিলে জালে পাঠান বক্সে অরক্ষিত থাকা তুষার বিশ্বকর্মা। মিনিট তিনেক পর মোহনবাগানকে এগিয়ে দেওয়ার সুযোগও পান শিলিগুড়ির তুষার। তবে থংজম রোশন সিংয়ের নিখুঁত সেন্টার ফাঁকায় পেয়েও শট নিতে অনেকটা সময় নেন। ততক্ষণে রক্ষণে ভিড় বাড়িয়ে নিয়েছেন বিপক্ষ ফুটবলাররা। এরপরও ৯৩ মিনিটে সুরুচির একটি শট ক্রসবারে প্রতিহত হয়। নাহলে ১ পয়েন্টও পেত না ডেগি কার্ডোজোর দল।

৮৭ মিনিটে তুষার বিশ্বকর্মার গোলে ম্যাচ ড্র রাখে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এদিন ড্র করায় ৭ ম্যাচ খেলে ১১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে ছয় নম্বরে থাকল মোহনবাগান। মাঝে যদিও একটি ম্যাচে দল নামায়নি সবুজ-মেরুন। এদিন লিগের অন্য ম্যাচে খিদিরপুর এসসি ৬-২ গোলে হারাল সাদার্ন সমিতিকে। এদিকে শুক্রবার ভবানীপুর এফসি-র বিরুদ্ধে কলকাতা লিগে দশম ম্যাচ খেলতে নামছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। অবনমনের ভ্রূকুটি এড়াতে গ্রুপের শেষ দুই ম্যাচ যে কোনও মূল্যে জিততে চাইছেন সাদা-কালো কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াড়ু। ৯ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে গ্রুপে নয় নম্বরে রয়েছে মহমেডান।

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট : দীপ্রভাত, লিওয়ান, বিলাল, সাহিল (গোগোচা), মার্শাল (শিবম), মিংমা (তুষার), সন্দীপ, পাসাং (আদিত্য), টংসিন, রোশন ও করণ (সাহিল কর)।

আইএসএলের শুনানি আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : ইন্ডিয়ান সুপার লিগের ভবিষ্যৎ-পথের সন্ধান কি শুক্রবার পাওয়া যাবে? এইদিন সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে শুনানির অনুমতি দিয়েছে। যে দুই আইনজীবী অ্যামিকাল কিউরি হিসাবে আগেরদিন আদালতের দ্বারস্থ হন সেই গোপাল শংকর নারায়ণন ও সমর বনসালকে আইএসএলের ১১ ক্লাব এদিন এক চিঠি দেয়। যেখানে তাদের আবেদন, 'একটা মরশুম খেলা না হলেই সমর্থকদের আস্থা, স্পনসর ও বিনিয়োগকারীদের চলে যাওয়া এবং আন্তর্জাতিক ফেডারেশনের শাস্তির মতো ঘটনা ঘটবে, যা এতদিনকার অগ্রগতির কাজে ধাক্কা দেবে।' সম্ভবত এই চিঠি তাঁরা শুক্রবার আদালতে পেশ করবেন শুনানির সময়ে। শুক্রবার সারা দেশেরই নজর থাকবে সুপ্রিম কোর্টের দিকে। এদিকে, এদিন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে নিজে কথা বলে ফুটবলার ছাড়ার অনুরোধ করেন জাতীয় দলের হেড কোচ খালিদ জামিল।

সেমিফাইনালে ইন্টার মায়ামি

মেসিহীন ম্যাচে নায়ক সুয়ারেজ

ফ্লোরিডা, ২১ অগাস্ট : লিওনেল মেসি বিশ্রামে ছিলেন। লুইস সুয়ারেজের জোড়া গোলে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে মেক্সিকোর ক্লাব টাইগ্রেসকে ২-১ গোলে হারাল ইন্টার মায়ামি। দুইটি গোলই অবশ্য এল পেনাল্টি থেকে।

অগাস্টের শুরু থেকেই পেশির চোটে ভুগছেন মেসি। সপ্তাহ দুয়েক বিশ্রামে ছিলেন। গত শনিবার মেজর লিগ সকারের ম্যাচে পরিবর্ত হিসেবে নেমে গোল করেন। তবে পুরোপুরি সুস্থ না হওয়ায় বুধবার লিগস কাপের ম্যাচে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেননি মায়ামি কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো। মাঠে লিওর অভাব বোঝা গেল ঠিকই, তবে ইন্টার মায়ামির জয় আটকাল না। ২৩ মিনিটে টাইগ্রেসের ফুটবলার জাভিয়ের আইকুনো নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করায় পেনাল্টি পায় মায়ামি। স্পটকিক থেকে লক্ষ্যভেদে ভুল করেননি সুয়ারেজ। ৬৭ মিনিটে মেক্সিকান ক্লাবটি সমতা ফেরালেও ম্যাচের শেষলগ্নে ফের পেনাল্টি পায় ইন্টার মায়ামি। ৮৯ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন উরুগুয়ের তারকা ফুটবলার।

গোলের পর লুইস সুয়ারেজ।

ম্যাচ জিতলেও এদিন জোড়া ধাক্কা খেয়েছে ইন্টার মায়ামি। ম্যাচ চলাকালীন সতীর্থ তেলাস্কো সেগোভিয়ার সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান জর্ডি আলবা। আর প্রথমার্ধের শেষে সংযুক্তি সময় নিয়ে রেফারির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে লাল কার্ড দেখেন দলের কোচ মাসচেরানো। এরপরও গ্যালারি থেকে ফোন মারফত সহকারীকে নির্দেশ দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। যার জেরে বিতর্কে জড়িয়েছেন মায়ামি কোচ। ফলে অরল্যান্ডো সিটির বিরুদ্ধে লিগস কাপ সেমিফাইনালে ডাগআউটে থাকতে পারবেন না তিনি। আরেকদিকে চোটের জেরে অনিশ্চিত জর্ডি আলবাও।

শ্রেয়সকে না দেখে অবাক সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : ২০২৪ সালে আইপিএল জয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক ছিলেন। চলতি বছরে পাঞ্জাব কিংসের নেতৃত্বে এসে দলকে ফাইনালে তোলার সঙ্গে ব্যাট হাতে ৬০০-র বেশি রান করেছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। কিন্তু আসন্ন এশিয়া কাপের জন্য টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াডে জায়গা হয়নি তাঁর। যা নিয়ে ক্রিকেট সমাজে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

এশিয়া কাপ

শ্রেয়সকে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে না দেখতে পেয়ে অবাক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও। বৃহস্পতিবার রাতে সিএবি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তিনি বলেছেন, 'শ্রেয়সের এশিয়া কাপের দলে থাকা উচিত ছিল। কেন নেই জানি না। ওকে এশিয়া কাপের স্কোয়াডে দেখতে না পেয়ে আমি অবাক।'

ভারতের টি২০ দলে প্রত্যাবর্তন করেছেন শুভমান গিল। বিশেষজ্ঞ মহলে গুঞ্জন, ভবিষ্যতে শুভমানই টি২০-তে অধিনায়ক হবেন। এই প্রসঙ্গে সৌরভ বলেছেন, 'শুভমান যোগ্য হিসেবে প্রত্যাবর্তন করেছে। এশিয়া কাপের দলে ওর নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়। ইংল্যান্ডে স্বপ্নের ফর্মে ছিল শুভমান। আমি নিশ্চিত এশিয়া কাপেও ওকে সেরা ফর্মে দেখতে পাব।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা অনিকুল শেখ - কে 28.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 85A 11485 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পরিমাণ প্রথম পুরস্কারের অর্থ জিততে সাহায্য করার জন্য যা আমার আর্থিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। আমি আর্থিক চাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত এবং অবশেষে আমি চাপমুক্ত ভাবে আমার ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবো। এটি আমার ঘরে শান্তি এবং আমার হৃদয়ে আশা ফিরিয়ে এনেছে।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বিবেকানন্দ ফুটবল সেপ্টেম্বরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ অগাস্ট : স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ভাষণের ১৩৩তম বর্ষপূর্তি হচ্ছে এই বছর। সেই উপলক্ষ্যে রাজ্য ক্রীড়া দপ্তর ও আইএফএ-র যৌথ উদ্যোগে জেলার ফুটবল ক্লাবগুলিকে নিয়ে 'স্বামী বিবেকানন্দ কাপ' জেলা ক্লাব ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার এই ঘোষণা করেছেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস।

প্রতিটি জেলার ৮টি ক্লাবকে নিয়ে প্রাথমিক পর্বের খেলা হবে। তারপর জেলা চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলগুলিকে নিয়ে মূলপর্বের খেলা হবে। প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১১ সেপ্টেম্বর বেলুড় মঠের নিজস্ব মাঠে। চলবে ২০২৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত।

প্রতিযোগিতার মোট পুরস্কার মূল্য রাখা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। এরমধ্যে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ৫ লক্ষ টাকা ও রানার্স দল পাবে ৩ লক্ষ টাকা। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্য সরকার ও আইএফএ স্কাউটরা থাকবেন প্রতিভাবান ফুটবলার বাছাই করার জন্য।